শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী

তৃতীয় খণ্ড

সংকলক

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

12

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী

তৃতীয় খণ্ড

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা

সংকলক ঃ—
শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

প্রকাশক ঃ

শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম।

শ্রীধাম গোদ্রুম

পোঃ—স্বরূপগঞ্জ, নবদ্বীপ

জেলা—নদীয়া।

পিন—৭৪১৩১৫

এই ভক্তিগ্রন্থ বিক্রয় করা হয় না

শ্রদ্ধা মূল্যে বিতরণ হয়।

প্রকাশকাল ঃ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব।

২৯ ত্রিবিক্রম, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ

৯ই আষাঢ়, ১৪০৯ সন।

২৪শে জুন, ২০০২ খৃঃ

মুদ্রণে ঃ—পোড়ামা ব্লক প্রিণ্টার্স, চর-স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী

(তৃতীয় খণ্ড)

ঃ সূচীপত্র ঃ

বিষয় পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সবিনয় নিবেদন

পরমকারুণিক স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অসমোর্ধ্ব মহাদান এ জগতে দান করার জন্য শ্রীগৌররূপ ধারণ করে এলেন। 'করুণায় বিদ্রবৎ দেহা' শ্রীগৌরাঙ্গীর ভাব ও কান্তি চুরি করে মাধুর্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই উদার্য মূর্তিতে গৌর হয়ে এসে সেই অনর্পিতচরী উন্নত উজ্জ্বল রস দান করলেন। কলিহত জীবের ভাগ্যে সুদুর্লভতম শ্রীরাধাদাস্যপ্রেম প্রাপ্তির সুযোগ হল। শ্রীগৌরসুন্দর সেই সুগোপ্য গোপীভাব নীলাদ্রি-তটে গম্ভীরার ভিতরে শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ সঙ্গে আস্বাদন করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ নিজজন প্রেমস্বরূপ, দয়িত স্বরূপ, নিজানুরূপ, সহজাভিরূপ স্বরূপ-শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা এই মহাপ্রেমসিন্ধু জগতে দান করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর এই বিশ্বে সেই অনর্পিতচরী মহাপ্রেমসুরধনীর প্রবল বন্যা আনলেন শ্রীরূপাভিন্ন জগদ্‌গুরু আচার্য কেশরী নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। তিনি জীবকে এই প্রেম দান করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। জীবকে বাস্তব বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ করানোর জন্যই তাঁর আগমন। সেজন্য তিনি গ্যালন্ গ্যালন্ চিদ্‌রক্ত ব্যয় করে অসংখ্য জীবকে শুদ্ধভক্তির পথে এনেছেন। তাঁর মহামহা বদান্য ভরা কারুণ্য লীলায় একটি মাত্র প্রচার্য

বিষয় ছিল শ্রীরাধাদাস্য ছাড়া জীবের আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয় না। শ্রীল প্রভুপাদ সুগোপ্য ও অত্যন্ত রহস্যাবৃত রাধাদাস্য প্রাপ্তির উপায় আবিষ্কার করে বললেন—'তোমরা শ্রীরূপের পদধূলিতে অভিষিক্ত হও।' শ্রীরূপের পদধূলি ব্যতীত রূপের আলো অর্থাৎ শ্রীমতীবার্ষভানবীর সেবা পাওয়া যাবে না। তাই তিনি সকল ভজনেচ্ছু সাধকের জন্য এই কীর্তনটি কণ্ঠের হার করে রাখতে বললেন।

"শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজনপূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥"

এই কীর্ত্তন করতে করতে তিনি ব্রজবিজয়াভিযান করেছেন। তিনি অভিন্ন শ্রীরূপগোস্বামী। তিনি সর্বক্ষণ হরিকথামৃতে রত ছিলেন। দিবারাত্র অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করতেন। তিনি বলেছেন—শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন ও হরিসেবাই বিশ্রাম। বিপ্রলম্ভ ভাবে সর্বক্ষণ গৌর-নিত্যানন্দের নামে জীবের আশু নিত্য মঙ্গল লাভ হয়ে থাকে। তিনি বলতেন কৃষ্ণকীর্তন ছাড়া আমাদের অন্য কোন কৃত্য নেই।

তাঁর সেই অমৃত নিঃসন্দিনি দিব্য চেতনময়ী বীর্যবতী বেণু বাণী গৌড়ীয় পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় ছিল। সেই সকল দুষ্প্রাপ্য অমূল্য সম্পদ সমূহকে একত্রিত করে 'শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক বাণী' তৃতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশিত হল। শ্রীল প্রভুপাদ

ও তাঁর বাণী এক। এখন তিনি সাক্ষাৎ বাণীরূপে আছেন। তিনি অহৈতুকী করুণা করে জীবের শুদ্ধসত্ত্বে উদিত হন।

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাংপ্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান বিরাগ ভক্তি সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণ পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"

যারা এই বাণীর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পঠন, সুপঠন ও ও সম্যক্‌রূপে অনুশীলন করবে তাদের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে ক্রমশঃ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ করবে। এই বাণীকে হৃদয়ে ধারণ, বরণ এবং সাধক জীবনে সুদৃঢ়ভাবে আচরণ করলে এই জীবনে অবিলম্বে শ্রীগোলোকে গোপীশিরোমণি শ্রীমতীরাধারাণী সহ গোলোকপতির সেবালাভ করতে পারবে। নিত্যকাল নিত্য সিদ্ধদেহে নিত্য কিশোর-কিশোরীর কুঞ্জ গৃহের সেবা পাবে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই-নেই-নেই।

"শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম" এর বৈষ্ণববৃন্দ এই গ্রন্থের বিবিধ সেবা সম্পাদন করেছেন। স্নেহভাজন শ্রীমদন মোহন দাস (বড়), শ্রীনিকুঞ্জ মাধব দাস, শ্রীব্রজদুলাল দাস, শ্রীমতী রঞ্জনী দাসী প্রভৃতি এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন ও বিবিধ সেবা করেছেন। শ্রীশ্রীগৌর গদাধরের

পাদপদ্মে তাঁদের উত্তরোত্তর ভজনোন্নতি প্রার্থনা করি।

এই গ্রন্থের মুদ্রাকর জনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সুধী পাঠক বৃন্দ ক্ষমাসুন্দর চোখে সারগ্রাহী হয়ে সারনির্যাস গ্রহণ করলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সফল হবে।

নিবেদন ইতি—

শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব কৃপারেণু প্রার্থী

দাসানুদাস

শ্রীভক্তি ভূষণ ভারতী
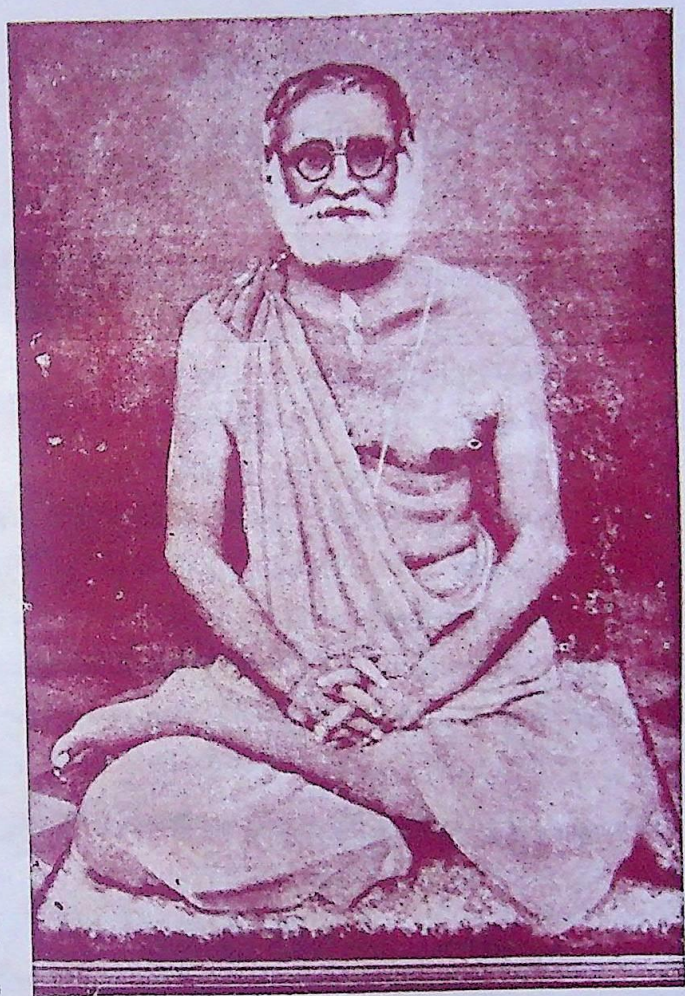
পরমগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ; কাল—সন্ধ্যা,

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং। (১৮শ খণ্ড)

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

[অহো! যাঁহার সুপ্রসিদ্ধ করুণাবলে আমি এ জগতে শ্রীরাধাকৃষ্ণনাম ও ইষ্টমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি, শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, মথুরাখ্যা শ্রেষ্ঠপুরী, গোষ্ঠভবন বৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাপ্তির আশা (বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি) লাভ করিয়াছি সেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমি প্রণত হইতেছি।]

এই প্রণাম-শ্লোকে কৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠতা এবং মন্ত্রেরও প্রয়োজনীয়তা কথিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠনাম—শ্রীকৃষ্ণনাম বা পরমমুখ্য নাম ; শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় আমাদের ঐ একাদশটি বস্তু-লাভ হয়। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপা-ব্যতীত যে, শ্রীগৌরচন্দ্র ও তদভিন্ন শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা-লাভ হয় না, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলেই যে জীবের

সংসার বাসনা ক্ষয় এবং প্রেমসম্পত্তি-লাভ হয়, তাহা বলিতে গিয়া তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমের দাস॥"

ভজন-শিক্ষাপ্রদাতা নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুপাদপদ্মই শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ নিজজন। সেই গুরু-নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গসেবা-ফলে শিষ্যের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

'নাম' বলিতে 'সংজ্ঞা'কে বুঝায়। নাম বা শব্দ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নাম দ্বিবিধ,—সকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ। জীবের ইন্দ্রিয়াধীন বিচারে যে নামাক্ষর গ্রহণের অভিনয় হয়, তাহা সুকণ্ঠ নাম। জীব মায়ার অধীন থাকিয়া যে নাম-কীর্ত্তনের অভিনয় করে, তাহা কুণ্ঠধর্ম। জীব নিজেকে ভগবান্ বা শ্রীনামের অনন্য অধীন আশ্রিত বা সেবক বলিয়া জানিলে তাঁহার নিকট বৈকুণ্ঠ নাম উদিত হন। এ

জড়জগতে চিত্তবৃত্তিকে অবস্থিত রাখিয়া ভোক্তৃ ভোগ্য-বিচারে যে নামাক্ষরানুশীলনের অভিনয় তাহা প্রাকৃত শব্দানুশীলনমাত্র। ভগবান্ আমাদের অধীন নহেন। সুতরাং শ্রীনামও প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। ভগবানের স্বরূপ বা বিগ্রহ বা নামকে প্রকৃতির অধীন বলিয়া বিচার হওয়াতেই আমাদের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ আমাদের সংসার-বন্ধন হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ নামের শুদ্ধ অনুশীলনফলে জীবের অনাবৃত্তি বা প্রকৃত-মোক্ষ-লাভ হয়। তাই ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন,—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'।

প্রথমেই ভগবানের রূপদর্শন করিবার যে ধৃষ্টতা, তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ শব্দই আমাদিগকে প্রাকৃত অনুভূতি হইতে মুক্ত করিয়া প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের দ্বারা শ্রীনামের অপ্রাকৃত রূপদর্শন-সৌভাগ্য প্রদান করেন। আমরা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের দ্বারা নিয়মিত বা শাসিত না হইয়া প্রথমেই যদি রূপদর্শন করিতে যাই, তাহা হইলে প্রাকৃত রূপের মোহে আমাদের পুনরাবৃত্তি বা বন্ধন হইবে। তাই বেদান্ত বলেন,—'শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ' কিন্তু 'রূপদর্শনাৎ পুনরাবৃত্তিরাকৃষ্টত্বাৎ'। প্রাকৃত জগতে রূপজ ও গুণজ মোহ আমাদিগকে মূঢ়তা লাভ করায়। আমাদিগের মায়ামূঢ়তা অপসারণ করিবার জন্যই বৈকুণ্ঠ নামের প্রপঞ্চে অবতার। তাই শ্রীভাগবতে আছে,—'বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ-মশেষাঘহরং বিদুঃ।'

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ভগবানের পরমমুখ্য শ্রীনামের কীর্ত্তন ও তাঁহার শ্রীচরণে ঐকান্তিকী রতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীনামের চরণে আমাদের শরণাগতির আবশ্যকতার কথা উপদেশ করিয়াছেন,—

"অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়!"

শ্রীকৃষ্ণ অঘদমন, তিনি যশোদানন্দন, তিনি নন্দনন্দন, তিনি কমলনয়ন, তিনি গোপীচন্দ্র, তিনি বৃন্দাবন-পুরন্দর, তিনি প্রণতকরুণ, তিনি কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম 'অঘদমন'; যেহেতু তদীয় শ্রীনামোচ্চারণে অঘ অর্থাৎ সকল অনর্থ, দুর্দ্দৈব, বৃজিন বা পাপরাশি দমিত ও নির্মূলিত হয়।

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥"

(ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

জননিবাস, দেবকীজন্মবাদ (দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণকারিরূপে খ্যাত), যদুদিগের সভাপতি, নিজবাহু দ্বারা অধর্ম্মনাশকারী, স্থাবরজঙ্গমের পাপহারী, মধুর-হাস্য মুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতা-দিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য-বর্ণন আছে,—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

এই কৃষ্ণের বপু—মধুর, ইহার বদন—মধুর ও ইহার মৃদুহাস্য—মধুগন্ধি ; অহো! ইঁহার সমস্তই মধুর।

সার্দ্ধদ্বিতয় ঐশ্বর্য্যরসে যে মাধুর্য্যের উপলব্ধি, তাহার দ্বিগুণিত মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের বপুতে আছে। তদীয় শ্রীঅঙ্গের যে মাধুর্য্য, তদপেক্ষা মুখমণ্ডলের এবং তদপেক্ষা মৃদুহাস্যময় শ্রীমুখের মাধুর্য্য অধিক। এইজন্য বপুর মাধুর্য্যস্থলে দুইবার, বদন-মাধুর্য্যস্থলে তিন-বার এবং মৃদুহাস্যযুক্ত মুখবর্ণনে চারিবার 'মধুর' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'আমরা কৃষ্ণের রূপভোগ করিব, তাঁহাকে দর্শন করিব, বা নিজেই তাঁহার সখীত্ব লাভ করিব।'—এইরূপ দাম্ভিকতা বা কপ-টতা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যেন বিন্দুমাত্রও না থাকে। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর পদনখসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলে আমাদের যাবতীয় কুরূপ দূর হইবে—আমরা কৃষ্ণের দৃশ্য বা ভোগ্য হইতে পারিব। তাই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি প্রভুর ভাষায় আমাদের প্রার্থনা,—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

শিষ্যের বেদশ্রবণের পূর্ব্বে কর্ণবেধ সংস্কারের কথা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই কর্ণবেধ প্রাকৃত কর্ণে ছিদ্র করিলেই সাধিত হয় না। কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত নাম-শ্রবণে কর্ণবেধ হয়। শ্রীনাম সেবোন্মুখের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হইলে অপ্রাকৃত রূপ দর্শন হয় না। শ্রবণের পর কীর্ত্তন হয়।

বৈকুণ্ঠ নাম যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে-শরণাগত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহার কীর্ত্তন বা সেবা প্রগতি কখনও স্তব্ধীভূত হয় না। যাহারা সুষ্ঠুভাবে নিরন্তর শ্রবণ করে না বা যাহাদের অন্তঃকরণাদি নিয়মিত হয় না, তাহাদের কীর্ত্তন বা চেঁচামেচি কিছুদিন পরে স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্যশিরোমণির লীলাভিনয়কারিরূপে নামভজনের কথা অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তনের কথা-উপদেশকালে বৃহন্নারদীয় পুরাণের বাক্য বলিয়াছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীলরূপ গোস্বামিপ্রভু 'বিদগ্ধমাধবে' কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না; দেখ, যখন (নর্ত্তকী নটীর ন্যায়) তাহা (শ্রীনাম) তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে; যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে পরাজয় করে।

তাণ্ডব-শব্দে লাস্য বা নৃত্য বুঝায়। তাণ্ডবিনী-শব্দে নৃত্য-পরায়ণা ; সুতরাং 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে' অর্থে 'কৃষ্ণ সুখী হইবেন' এই বিচারে জিহ্বায় শ্রীনাম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ-নাম কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহা কীর্ত্তনের জন্য যেন কোটি কোটি জিহ্বা হউক, এইরূপ বাসনা জন্মায়। কৃষ্ণের কথা বলিতে না পারিলে কীর্ত্তনকারীর যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসে। ভজনকারী নিজের মঙ্গল লইয়া ব্যস্ত। শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তনপরায়ণ সাধু নিজে শুধু ভজনানন্দী থাকেন না, তিনি গোষ্ঠ্যানন্দী হইয়া পড়েন। কীর্ত্তনকারিগণের মধ্যে harmony বা ঐক্য থাকা দরকার। এই শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিবাস বা শ্রীবাসপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃষ্ণপ্রেমবিকার দর্শন করিয়া বলিয়াছেন,—'**গোত্রং নু বর্দ্ধতাম্।**' আচার্য্যগণ গোষ্ঠ্যানন্দী। তাঁহারা নিজে হরিভজন করেন এবং জগৎকে হরিভজনের উপদেশ দেন। হরিভজন বন্ধ হইলে হরিকীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। হরিকীর্ত্তন করিলে জড়জিহ্বার কণ্ডুয়ন থামিবে। কোন সময়ে এক বৃদ্ধা আসন্নমৃত্যু হইয়া শয্যা-শায়িনী থাকায় তাহার মঙ্গলকামী আত্মীয়-স্বজনগণ তাহার ঐ দুর্ভোগ দেখিয়া তাহাকে 'হরেকৃষ্ণ' এই নাম উচ্চারণ করিতে বলিল। কিন্তু ঐ বৃদ্ধাটি সমস্ত জীবনে সর্ব্বক্ষণ বিষয়-কথায় ব্যাপৃত থাকায় কিছুতেই বিষয়কথা ব্যতীত হরিনাম উচ্চারণ করিতে সম্মত হইল না। বিভিন্ন লোকের বিষয়কথার উত্তর অতিকষ্টে দিলেও তাহার কোনই কষ্ট বোধ হইত না ; কিন্তু যখনই তাহাকে কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইল তখন সে

বলিল,—'ও বাবা, আমি অত কথা বল্‌তে পারিনে।' তদ্রূপ যাহাদের হৃদয় জড়াসক্তিতে কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাহারা কিছু-তেই অঘদমন শ্রীকৃষ্ণের নাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু যদি আমরা সত্য সত্যই শ্রীগুরুমুখে হরিনাম শ্রবণ করি তাহা হইলে শ্রীনাম-প্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই পাগল করিবেন। তিনি অকপট কৃপা করিলেই শ্রীহরিকীর্ত্তন মুখ দিয়া প্রবল বেগে বহির্গত হইবেন।

শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীমায়াপুরে সকলের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে হিন্দু অধিবাসীর নিকট এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে অহিন্দুগণের নিকটও হরিকথা কীর্ত্তনের ভার প্রদান করেন। সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীনামহট্টের পুনঃ-প্রকাশক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

(শ্রদ্ধাবান্ জন হে ! শ্রদ্ধাবান্ জন হে !)
"প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥"

খাওয়া. দাওয়া ও থাকার জন্য আমরা এখানে আসি নাই। যেস্থানে কৃষ্ণ নাই, সেইস্থানেই মায়া। অধোক্ষজ কৃষ্ণবস্তু জৈব জ্ঞানের অধীন নহেন।

শ্রীনামকীর্ত্তন হইতেই তাঁহার রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার স্ফূর্ত্তি হইবে। বৈকুণ্ঠ নাম-কীর্ত্তনের ফলে বৈকুণ্ঠ রূপ, বৈকুণ্ঠ গুণ, বৈকুণ্ঠ পরিকর ও বৈকুণ্ঠ লীলার উদয় হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব

হইয়াও লীলারসাস্বাদনের জন্য দুই মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন। কৃষ্ণই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু গৌর, আবার গৌরই রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু। যিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অর্থাৎ যিনি বিপ্রলম্ভরসময় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শ্রীনাম সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রুত হইলে অর্ব্বুদ কর্ণ লাভের স্পৃহা উদিত করাইবে। হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিচ্ছক্তির বৃত্তিই ভক্তি। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের শ্রবণকীর্ত্তনে যে নৈষ্ঠিকী রুচি এবং তদনুশীলনে যে আনুকূল্যময়ী শুদ্ধ-চিত্তবৃত্তি তাহাই ভক্তি। কৃষ্ণনাম কর্ণে, মুখে ও মনে অনুশীলন করিবার জন্য পাণ্ডিত্য, তপস্যা, বৈরাগ্যাদি সাধনশ্রম আবশ্যক করে না। বৈকুণ্ঠ নাম কর্ণে প্রবেশ করিলে সেবোন্মুখ জীব স্থির থাকিতে পারে না এবং তাঁহার যাবতীয় অনর্থ বা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। এই জন্য শাস্ত্র বলেন,—

—'বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।'

এই জগতে সতী স্ত্রীলোক যে অবগুণ্ঠন দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে, তাহা পর-পুরুষের ভোগদর্শন হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য। চিচ্ছক্তি ভগবদ্‌ভোগ্যা, তিনি তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্বত্ব কৃষ্ণভোগের জন্য সংরক্ষিত করিয়া মায়িক আবরণের দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবগণকে তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত করেন। কিন্তু কৃষ্ণের ভোগ্যা যোষিদ্‌গণ কৃষ্ণদর্শনে, কৃষ্ণ-সুখবিধানের নিমিত্ত এবং কৃষ্ণকামাগ্নি-বর্দ্ধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

"স্মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
বালোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥"

স্বরূপের উদ্বোধনে তখন এসব কথা সর্ব্বদা আলোচ্য হইবে। মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিতই কৃষ্ণের লীলারসকথা আস্বাদন করিতেন। মহাপ্রভু বহির্জ্জগতের ভাব পরিত্যাগের পর চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গীতি আলোচনা করিয়াছিলেন।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দ ॥"

দৃশ্য জগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে কেবল ইহাদের জন্য পুনঃপুনঃ ঘুরিতে হইবে। **পূঁতিগন্ধময় রক্তমাংসের পিণ্ডে 'আমি, আমার' বুদ্ধি করিয়া বসিয়া থাকিলে কৃষ্ণ-নামরূপাদি কখনই স্ফূর্ত্তি পাইবে না।** প্রাকৃত সহজিয়াগণ প্রাকৃত রসে 'ডগমগ' হইয়া অপ্রাকৃত রস স্পর্শ করিয়াছি, এইরূপ মিথ্যা অভিমানে বঞ্চিত হয়। বহির্দ্দেশে অবস্থিত মধুমক্ষিকাগুলি কাঁচভাণ্ডের উপরে বসিয়া যদি মনে করে, আমরা কাঁচভাণ্ডস্থিত মধু পান করিয়াছি, তাহা যেইরূপ আত্ম-বঞ্চনা তদ্রূপ জড়াভিমান বা ভোক্তৃ অভিমান প্রবল রাখিয়া

'আমি কৃষ্ণপ্রেমিক হইয়াছি', মনে করাও দাম্ভিকতা বা ভণ্ডামি। এই যোগপীঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সময়ে যখন সর্ব্বপ্রথম শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম-মহোৎসব হয়, তখন বঙ্গ দেশের বহু দূর স্থান হইতে অনেক সুকৃতিমন্ত দর্শক ও ভক্ত আসিয়াছিলেন। আবার তৎসহ মিছাভক্তও কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। জন্মোৎসব-উপলক্ষ্যে রাত্রিতে গণেশ কীর্ত্তনীয়ার পালাগান হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের—লাহিড়ী মহাশয়ও ঐ গানে যোগদান করিয়া ভাবে ডগমগ হইয়া অশ্রুকম্পাদি কৃত্রিম বিকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাকে মিছাভক্তদল সকলেই ভাবুক ও রসিকভক্ত বলিয়া প্রচার করিত। তিনিও নিজেকে ঐ প্রকার মনে করিতেন। রাত্রিকালে তিনি যে নৌকায় থাকিতেন সেই নৌকাতে তাহার জন্য প্রসাদ প্রেরণ কালে দেখা গেল তিনি অস্ফুটস্বরে কি বকিতেছেন এবং একটি বারবনিতা তথায় অবস্থান করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে। প্রাকৃত সহজিয়া সমাজে বহু প্রচারিত 'ভাবুক' ব্যক্তির ঐরূপ চরিত্র দেখিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজের প্রতি আমাদের আন্তরিক বীতস্পৃহা হইল। জগতে ধর্ম্ম ও প্রেমের নামে যে এইরূপ কত ভাবকেলি চলিতেছে তাহার অন্ত নাই।

জড়জগতের রূপ আমার ভোগ্য মনে হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের রূপ জীবের ভোগ্য নহে। কৃষ্ণের নাম উচ্চারণকারী ব্যক্তি শ্রীনামের কৃপায় নিজের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে তত্তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং একমাত্র শ্রৌত-

বাণীকে আশ্রয় করিয়া ভগবৎসেবারাজ্যে অগ্রসর হইবেন।

ভগবানের গুণ পরিপূর্ণ বস্তু। শ্রীনামই রূপ-গুণ পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা। পরিপূর্ণ বস্তু যে ভগবান্ তাঁহার সকলই পরিপূর্ণ।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

শিশ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে পারে না। কৃষ্ণে প্রীতি না হইলে কৃষ্ণনামে অপরাধ হইবেই। মধ্যমাধিকারীর অবস্থা হইতে শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ, প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমিপ্সীত-সঙ্গলব্ধ্যা ॥"

[যাহার মুখে এক কৃষ্ণনাম—এইরূপ কনিষ্ঠ অধিকারীকে, যদি কনিষ্ঠ অধিকারী দীক্ষিত হন, তবে স্বসম্পর্ক-বোধে মধ্যম অধিকারী মনে মনে আদর করিবেন। যিনি নিরন্তর হরিভজনে ও হরিজন-সেবায় প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে অর্থাৎ সদসদ্-চিদচিৎ-আনন্দ-নিরানন্দ-বিচারজ্ঞ মধ্যম অধিকারীকে প্রণামাদি দ্বারা আদর করিবেন। একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণভিন্ন অন্য প্রতীতি বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ রহিত হওয়ায় নিন্দাবন্দনা-ভেদভাব-শূন্য চিত্ত-বৃত্তিযুক্ত ও মানসসেবা দ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজনপারিপাট্য-

কুশল এইরূপ মহাভাগবতকে সজাতীয়-আশয়স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা মধ্যম অধিকারী আদর করিবেন।]

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব সেবায় রত থাকিবেন। মধ্যম অধিকারীর সদসৎ, নিত্যানিত্য ও আনন্দ-নিরানন্দ বিবেক বা বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবের বিচার উপস্থিত হয়। তাঁহার পক্ষেই,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

কনিষ্ঠাধিকারীর সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি রহিয়াছে,—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

কনিষ্ঠাধিকারীর মঙ্গলের জন্যই এই শাস্ত্রোক্তি,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

মহাভাগবত শুদ্ধ বৈষ্ণবই গুরুর বা আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন—তিনি সর্ব্বদা কেবলই শ্রীনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন।

—•—

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

(১৪ শ খণ্ড)

৯ই অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমার পর ভক্তগণ শ্রীব্রজ-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে সমবেত হ'লে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রুতির ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ করলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বললেন,—

নিরন্তর হরিনাম কর্‌বার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শিক্ষা দিয়েছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্রীল রূপ গোস্বামী ব'ল্‌ছেন,—

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমান পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

সেই রূপানুগ চৈতন্যশিক্ষা আচরণ কর্‌বার জন্য—চব্বিশ ঘণ্টা হরিনাম কর্‌বার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হ'য়েছি। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ-বাঞ্ছার কপটতা থাকাকালে হরিনাম কর্‌বার যে অভিনয়, তা' শুদ্ধহরিনামকীর্ত্তন নয়। নামকীর্ত্তনের সহিতই লীলা-কীর্ত্তন সম্ভব। শ্রীরূপ একাদশটি শ্লোক রচনা ক'রেছেন এবং শ্রীনামাষ্টক লিখেছেন। সেই নামাষ্টকেরই প্রথম শ্লোক—"নিখিলশ্রুতিমৌলি" ইত্যাদি।

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে

গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত। সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি।"

—এই বিচারটি ছেড়ে দিতে হবে না। মূলে গলদ্ থাক্‌লে কিছুই হ'বে না। শ্রীরূপানুগ নামগ্রহণ-পদ্ধতি ছেড়ে দিলে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হ'বে না। আমরা রূপানুগ-ধারায় কীর্ত্তন ক'র্‌তে ব'সেছি। যাঁরা অন্যরূপ লীলা কীর্ত্তন করেন, আমাদের পদ্ধতি তাঁদের থেকে পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে।

আমাদের চিত্তদর্পণে ভোগ ও ভোগত্যাগরূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাগ্রহিতা ও ত্যাগাগ্রহিতার ধূলিরাশি জন্মজন্মান্তর ধ'রে সঞ্চিত র'য়েছে। বৈকুণ্ঠনাম-শ্রবণে সেই সকল ধূলি বিদূরিত হ'তে পারে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা ব্রতাদি চেষ্টা-দ্বারা চিত্তদর্পণের ধূলি পরিমার্জ্জিত হয় না।

"বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

অধোক্ষজ ভগবান্ আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ন'ন। অক্ষজ প্রবৃত্তি হ'তে পৃথক্ হ'তে পারা যায় একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণের দ্বারা। গুরুপাদপদ্ম ও শ্রৌতপথ লঙ্ঘন ক'রে জগতে যে যেরূপ ব'ল্‌ছে, সেরূপভাবে কখনও হরিনাম-কীর্ত্তন হয় না।

হরিনাম বদ্ধজীবদ্বারা কীর্ত্তনীয় ন'ন। মুক্তকুলের বাণী-শ্রবণে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হ'লে হরিনাম জিহ্বাতে উদিত হন।

আমি সম্যগ্‌রূপে হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ব। অবৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের বৌদ্ধভাবের অনুগত বাগ্‌বৈখরীর কুপথ, বিমুখ-মোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের বেদান্তভাষ্যের পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ না হ'য়ে শ্রুতিশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বৈদান্তিকাগ্রগণ্য শ্রীস্বরূপদামোদরের আনুগত্যে গ্রহণ ক'র্‌ব। শ্রীস্বরূপদামোদর ভগবান্ আচার্য্যের কনিষ্ঠভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্যের বৈদান্তিক বিচার মহাপ্রভুর প্রিয় নয় ব'লে তা' শ্রবণে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন। বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কেবলাদ্বৈত-বাদাগ্রহিতাকেও শ্রৌত-বিচার-বিরোধী ব'লে মহাপ্রভু জানিয়ে-ছিলেন। প্রকাশানন্দের শ্রুতি বা উপনিষদের অর্থ যে, প্রকৃত আস্তিকতার বিরোধী—ইহা স্বয়ং প্রকাশানন্দ ও কাশীর সন্ন্যাসি-গণ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। শ্রুতির তাৎপর্য্য মায়াবাদ নয়—পরমেশ্বরের সেবা-বিরোধ নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিয়েছেন,—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

শ্রুতিকে অবলম্বন ক'রে শ্রুতির উদ্দিষ্ট ভগবৎসেবাবিধি ধ্বংস করা স্পষ্ট বৌদ্ধবাদ অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিকতা। শ্রুতিশাস্ত্রের আলোচনার নাম ক'রে জগতে অনেক কুমত প্রবিষ্ট হ'য়েছে। মায়াবাদী-দলের শ্রুতি বা বেদান্তালোচনা, কিছুদিন পূর্ব্বে আর্য্য সমাজের বেদব্যাখ্যা, রাজা রামমোহনের বেদশাস্ত্র আলোচনা প্রভৃতি অধোক্ষজ কৃষ্ণপাদপদ্ম ও অধোক্ষজ শ্রীহরি-নামের বিরুদ্ধ মায়াচ্ছন্ন বিচার। নিখিল শ্রুতি যে শ্রীহরিনাম-

প্রভুর পাদপদ্মের সমীপদেশ নীরাজন করেন, সেই হরিনামের কৃপা হ'তে বঞ্চিত হ'বার জন্য এরা শ্রুতিব্যাখ্যার ছলনায় আধ্যক্ষিকতার আবাহন ক'রেছে।

বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রীহরিনাম প্রভুর কীর্ত্তনের সহিত তা করা আবশ্যক।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।"
(ভাঃ ১২।৩।৫১)

প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ নিত্য আলোচ্য হউক।

'অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।।"

—শ্লোকের বিচারে কলিকালে যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না। কলিতে কর্ম্মমার্গীয় সন্ন্যাসও পরিবর্জ্জিত হ'য়েছে। জ্ঞানমার্গীয়গণের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বিচারের সন্ন্যাস—পরব্রহ্মের সেবা পরিত্যাগ। তাঁরা সন্ন্যাস ক'র্‌তে গিয়ে ভগবানের সেবাও ত্যাগ ক'রেছেন। ভগবদ্ভজনই পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা। মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্ণের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—সকলের সহিতই সন্ন্যাস ক'রেছে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সন্ন্যাস—ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। মায়াবাদী ভুক্তির সহিত সন্ন্যাস ক'র্‌তে গিয়ে ভক্তির সহিতও সন্ন্যাস ক'রেছে। আর ভগবদ্ভক্ত ভুক্তি ও মুক্তিকামনার সহিত সন্ন্যাস ক'রে শ্রীভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় ক'রেছেন। শ্রুতিদেবী যাঁ'র চরণ-নখ অর্চ্চন করেন, ভগবদ্ভক্ত সেই অপ্রাকৃত

শ্রীনামের অনুশীলনের প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি, শ্রীনামকে অনিত্য জ্ঞান করেন নি।

শ্রীনামপ্রভুর পাদপঙ্কজান্তের আরতি ক'র্‌ছে যে বেদবেদান্ত-শাস্ত্র, শ্রীনামৈক ভজনের পথ বৌদ্ধমত নহে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশের প্রাকৃত সাহজিক বৈষ্ণবধর্ম্ম আলোচনা ক'র্‌তে গিয়ে যে মত প্রকাশ ক'রেছেন, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা তা' নয়। বেদান্ত শাস্ত্রে হরিনামপ্রভুর কথা আছে।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১০·২৮৩)

মহাভারতের অর্থ বিশেষরূপে নির্ণীত হ'য়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। ঈশ, কেন, কঠাদি দশোপনিষৎ বা শ্বেতাশ্বতরের সহিত একাদশ উপনিষৎ, তদুন্নতাধিকারে নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী এবং সর্ব্বোন্নতাধিকারে গোপালতাপনী উপনিষৎ প্রকাশিত। গোপালতাপনী শ্রুতি বহু তপস্যা প্রভাবে মদনগোপাল ও গান্ধর্ব্বার দাস্য লাভ ক'রেছেন। শ্রুতিগণ গোপীর আনুগত্য লাভের জন্য তপস্যা ক'রেছিলেন। কেবল শান্তরসকে যাঁ'রা উন্নতরস মনে ক'রে মধুররসকে সর্ব্বনিম্নরস মনে করেন, তাঁ'দের বিচার এই প্রাকৃত অভিজ্ঞান-প্রসূত। এই প্রাকৃত অভিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হ'য়েই কেউ কেউ ঈশ, কঠাদি দশোপনিষৎকে কেবল-নির্ব্বিশেষ-ভাব বা শান্তরসের প্রতীক মনে ক'রে প্রধান উপনিষদ্ ব'লে প্রচার ক'রেছেন ; বস্তুতঃ অপ্রাকৃত রাজ্যে মধুররসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস

এবং শান্তরস সর্ব্বনিম্ন রস। এজন্য ভগবদ্ভক্তের বিচারে গোপাল-তাপনী প্রভৃতি উপনিষদ্ প্রধানরূপে গৃহীত হ'য়েছে। দশোপনিষদের মধ্যেও ভগবদ্ভক্তগণ ভাগবতের তাৎপর্য্য অবলম্বনে ভগবৎ-সেবা ও ভগবল্লীলার যথেষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে থাকেন।

শ্রীগৌরসুন্দর জানিয়েছেন,—

"যা যা শ্রুতির্জ্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

শ্রীরাধাকুণ্ডে মাধ্যাহ্নিক অভিধেয়ের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীরূপ-রঘুনাথের ভৃত্য কবিরাজগোস্বামী প্রভু গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে সেই ভজন প্রণালী বিচার ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যেও বাঙ্গলাভাষায়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আলোচনা ক'র্লে, সেই ভজন কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা'য়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনরহস্যে', রূপানুগ 'ভজনদর্পণে' এ সকল কথা বিশেষভাবে আলোচিত হ'য়েছে। শুদ্ধ হরিনামের সহিত এ সকল কথা আলোচিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল হ'বে।

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥

যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥”

(ভাঃ ১।৭।৬-৭)

‘নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থম্ ইত্যাদি।”

—প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্য ও ক্রমপদ্ধতি বিচার আলোচনা না ক'রে কৃত্রিমভজনের চেষ্টায় ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না, বরং ভজনে বিঘ্ন ঘ'টে থাকে।

“কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃত-ধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্॥”

(প্রেমাম্ভোজ-মরন্দ-স্তবরাজঃ)

—প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথ প্রভু যে সকল বিচার করেছেন, শ্রীরায়রামানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে যে সকল বিচার ক'রেছেন, তা আলোচ্য বিষয় হোক। মুক্ত পুরুষদিগের কৃত্য অনুসরণের উদ্দেশ্যে আলোচনা ক'র্তে আপত্তি নেই। কিন্তু অনুসরণ কর্‌বার নাম ক'রে আনুকরণিক হ'য়ে প'ড়লে, অনুসরণীয় আদর্শে ভোগ্যবিচার উপস্থিত হ'লে ভগবদ্‌ভজন হ'তে চিরতরে পতিত হ'তে হ'বে।

বদ্ধকুলের সঙ্গে হরিনাম হয় না। প্রাকৃত সহজিয়া রাধিকার পদনখশোভা দর্শন ক'রতে পারে না। খুব সাবধানে রাধিকার পদনখসেবা ক'রতে অগ্রসর হ'বেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সদ্‌গুরুপাদপদ্মের নখশোভা দর্শন ক'রতে না পারায় শ্রীরাধিকার পদনখ-শোভাও দর্শন ক'রতে পারে না।

আপনারা শুনুন, আপনাদের উষর-ক্ষেত্র উর্ব্বর হ'বে, শীঘ্রই ফল লাভ ক'রতে পারবেন। আমি দশোপনিষদের ব্যাখ্যা কর্‌বার জন্য আদিষ্ট হ'য়েছি। আমার ভাষা-জ্ঞান অল্প। কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের ভাষাজ্ঞান সম্ভব নয়। হরিনামামৃত ব্যাকরণের কোন খবর রাখি না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদয়ে যা' স্ফূর্ত্তি করান, তাই জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়। মুক্তপুরুষগণের কথাগুলো আপনারা একটু জেনে রাখুন। ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্‌গম ও ফল হ'বে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে শ্রৌতপরম্পরা ক্রমে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পর্য্যন্ত পরম সুনির্ম্মলতা আছে; কিন্তু আমার চিত্তদর্পণে যে সকল মলিনতা এসেছে, তা আপনারা সংশোধন ক'রে নিবেন।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"

হে ভোগিকুল, তোমরা বিশ্বকে ভোগ্য জ্ঞান ক'রছ কেন? ভোগের মধ্যে থাক্‌লে হরি-ভজন হ'বে না। ত্যাগের মধ্যেও হরি-ভজন নেই। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ। সমস্তই অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের ভোগের স্থান। এই বিশ্বে কুণ্ড অবতীর্ণ, গিরিগোবর্দ্ধন অবতীর্ণ হ'য়েছেন। এটা ভোগ বা ত্যাগের স্থান নয়। ব্রহ্মলোকের ন্যায় নির্ব্বিশেষ স্থানও নয়। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যভাবের প্রাবল্যও এখানে নেই। ইহা মাধুর্য্যধামের পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিকা। এখানে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের প্রতীক অরিষ্টাসুর বিনষ্ট হ'য়েছে।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥" চৈঃ চঃ ম ২২।৯০

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতিসকল আলোচনা করুন। যদি অশ্রৌত-পথে ঐ সকল শ্রৌতশাস্ত্র আলোচনা ক'রতে যান, তা'হলে শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ ক'রতে পারবেন না, অসুবিধায় প'ড়ে যাবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রদর্শিত পথে শ্রুতি আলোচনা করুন। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার—সর্ব্বশ্রুতির তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক শাস্ত্র। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বস্তুর সহিত শ্রুতির প্রতিপাদ্য বস্তুর পার্থক্য হ'তে পারে না।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

(ভাঃ ১।১।২)

শ্রুতি-ব্যাখ্যায় প্রাথমিক কথা ব'লতে ব'সেছি—সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা। অভিধেয় মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার মধ্যে যোগ্যতা থাকে ত' আমি আলোচনা ক'রব। অভিধেয়-বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। প্রদোষকালে শ্রীচরিতামৃত ও ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী-গান শ্রবণ ক'রব। এই সব কথা খুব সুষ্ঠু-ভাবে প্রকাশ ক'রেছেন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, আমার শুন্বার অবকাশ হ'য়েছিল। আপনাদের দর্শনে যদি সেই সব কথা আবার স্মৃতিপথে আসে, তা'হলে সে সকল আবার প্রকাশিত

হ'বে। শ্রীচরিতামৃতভাষ্য লিখ্‌বার সময় শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়েছেন, সেই সকলও কিছু আলোচনা ক'রব।

তর্কপথ পরিত্যাগ ক'রে শ্রৌতপথ গ্রহণ ক'রতে হ'বে। শ্রবণ ক'রতে হবে, আগেই চোখ দিয়ে দেখতে হ'বে না, তা'হলে ফাজিল হ'য়ে প'ড়তে হ'বে। মহাজনের আচরণ আগেই চোখ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে আনুকরণিক হ'য়ে অসুবিধায় প'ড়তে হ'বে। মড়ার মাথার খুলিতে দম্ভ ক'রে জল পান ক'রবার বিকৃত আনুকরণিক চেষ্টা দেখিয়ে বাবাজী মহাশয়ের অধিকার হতেও নিজের অধিকারের উন্নতাবস্থায় দাম্ভিকতা দেখাবার জন্য অভিনয় কর্‌বার চেষ্টা হ'বে।

প্রাতঃকালে শ্রুতি আলোচনা ক'রব। মধ্যাহ্নে রসশাস্ত্রের আলোচনা, শ্রীরূপ-রঘুনাথের গ্রন্থ হ'তে অপরাহ্নে শ্রীমদ্‌ভাগবত ও প্রদোষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শ্রুতি পাঠের চরম ফল শ্রীহরিনামে একান্ত রুচি। আপনারা শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'তে বিরত হ'বেন না। মায়াবাদীর ন্যায় শ্রুতিব্যাখ্যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রচ্ছন্ন নাস্তিক হওয়ার জন্য আমরা শ্রুতির আলোচনা ক'রব না। শ্রুতিসমূহ গোপীর পদরেণু ও শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীচরণারবিন্দ আরতি কর্‌বার জন্য যে আদর্শ দেখিয়েছেন, সেই আদর্শই আমাদের আলোচ্য বিষয় হ'বে।

—*—

শ্রীমথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

(১৩শ খণ্ড)

১৫ই অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীহরিভক্তি-বিলাস হইতে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য পাঠ, ব্যাখ্যা ও দীপদানের তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে গুরুস্তোত্র কীর্ত্তন ও 'সব অবতার-সার গোরা অবতার" এই দুইটি সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইবার পর প্রভুপাদ "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" এই শ্লোকটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস মথুরার ডাক্তার শ্রীমান্ শিবদাস সূরি এম. বি, বি, এস্ ও কতিপয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসী ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দী ও ইংরাজীতে প্রভুপাদ কিছু হরি-কথা বলিয়াছিলেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু "আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন"—ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ-রচিত এই সঙ্গীত ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে কএকজন ভক্ত আগমন করেন। প্রভুপাদ একাদশ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" 'শ্রীমথুরায় দামোদর-ব্রত' শীর্ষক প্রবন্ধ স্বয়ং পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

১৬ই অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ "হরিভক্তিবিলাস" পাঠ ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং' শ্লোকটি বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। সেইদিন পাটনা হইতে শ্রীযুক্ত বিলাস-বিগ্রহ প্রভু, পাটনা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী

প্রসাদ. শ্রীমধুমঙ্গলজি প্রভৃতি প্রভুপাদের অনুকম্পিত কতিপয় ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আগমন করেন। ঐ দিবস রাত্রে কাশী হইতে আগত পণ্ডিত ব্রহ্মচারী সর্ব্বেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রীজি উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥' শ্রীরূপ-শিক্ষার এই পদ্যাবলী ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। ঐ দিবস মথুরা ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের মুন্সিফ শ্রীযুক্ত শ্যামবিহারী লাল প্রমুখ কতিপয় উত্তর-পশ্চিমদেশীয় শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

—,—

১৭ই অক্টোবর ৩০শে আশ্বিন বুধবার বিজয়াদশমী—

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-দিবস প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় বিশিষ্ট ভক্তের নিকট শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত 'ভজন-রহস্য' হইতে অষ্ট-কালীয় লীলার শ্লোকাবলী পাঠ এবং তৎসম্পর্কে উপস্থিত কতি-পয় ভক্তকে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—অনর্থ-নিবৃত্তি করিতে করিতেই যেন আপনাদের দিন না ফুরাইয়া যায়। অর্থ-প্রবৃত্তিও দরকার। অর্থে প্রবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্তই অনর্থ-নিবৃত্তির প্রয়োজন। অর্থ-প্রবৃত্তি হইলে অনর্থ-নিবৃত্তি গৌণ হইয়া পড়ে—অর্থ-প্রবৃত্তিই মুখ্য হয়। কেবল পরোপদেশেই পণ্ডিত হইলে হইবে না, নিজেও অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, আচারবান্ হওয়া আবশ্যক। নিজে অকপট ভজনে অগ্রসর হইবার মুখে কতটা চলিয়াছেন, তাহাও দেখিতে হইবে।

গোপীর বসন অপসারিত করিয়া কৃষ্ণ আনন্দ লাভ করি-

তেছেন ; তাহাতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতেছে। আমি যদি বলি, "কৃষ্ণ নিজে আচরণ করিয়া সংযম দেখান দেখি! তিনি কেন বিলাসী হইতেছেন ?" ইহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ কৃষ্ণ আমার ইচ্ছার কয়েদী হইবেন না। পরমস্বতন্ত্র কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় সেই সংযম দেখাইতে পারেন - কৃষ্ণ গৌরসুন্দররূপে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই আদর্শ হইতে আমরা জানিয়াছি, কৃষ্ণভক্তের গোপীবসন অপসারিত করিবার অধিকার নাই—একমাত্র কৃষ্ণেরই আছে। আমাদের কর্ত্তব্য নিজে যথাযোগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিলাসের জন্য চেষ্টান্বিত থাকা। তাঁহাদিগকে বৈরাগী করাইতে হইবে না বা তাঁহাদিগকে বৈরাগী দেখিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিব এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিতে ধাবিত হইতে হইবে না।

কার্ত্তিকমাসে নিয়ম করিয়া ভগবদনুশীলন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নিয়মে অত্যাগ্রহ করিয়া যদি হরিসেবার মূল উদ্দেশ্যটি ভুলিয়া যাই অথবা নিয়মে একান্ত অনাদর করিয়া হরিসেবায় আলস্য প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ঐরূপ কোনটির দ্বারাই মঙ্গল হইবে না।

ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্নে প্রভুপাদ শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ-পঞ্চকের এক একটি করিয়া ব্যাখ্যা এবং নাম, স্বরূপ ও বিগ্রহ এই তিনের অভিন্নতা-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। হরিভক্তিবিলাস হইতে প্রভুপাদ অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের শ্লোকসমূহ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রভুপাদ 'মথুরা' শব্দের ব্যাখ্যায় 'গোপালতাপনী' হইতে বলেন,—

"মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্‌যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥"

মথুরা অপ্রাকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের চরমসীমার ভূমিকা।

শ্রীল প্রভুপাদ বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে অপরাহ্নে ভক্তগণকে লইয়া রাবণবধলীলা দর্শন করিতে যান। সন্ধ্যার পর গুরুস্তোত্র ও কএকটি সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ,—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

শ্লোকটি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন। এই শ্লোক ব্যাখ্যাকালে প্রভুপাদ altruism বা প্রাকৃত পরার্থিতা ও পরতত্ত্বের অপ্রাকৃত সেবার পার্থক্য কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। ঐদিবস মথুরা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সহকারী হেল্‌থ অফিসার শ্রীমান্ শিবদাস আগরওয়ালা, ডাক্তার শিবদাস সুরি প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজীতে হরিকথা বলিয়াছিলেন। প্রভুপাদের আদেশে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ঐ সভায় 'গৌড়ীয়' পত্র হইতে 'শ্রীমথুরায় দামোদর-ব্রত'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

—*—

১৮ই অক্টোবর .লা কার্ত্তিক শ্রীল প্রভুপাদ নিশান্তলীলা কীর্ত্তনের পর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর কৃত মথুরাস্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মথুরায় সগণে

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর একমাসকাল অবস্থান পূর্ব্বক গোলোক-দর্শনের প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। পরে শেষশায়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গমনের বিষয় উল্লেখ করিয়া 'যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু' পদটি ব্যাখ্যা ও তৎসঙ্গে "আহুশ্চ তে নলিননাভ" এই শ্লোকটিরও অভিনব ব্যাখ্যা করেন।

বেলা ১১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ কএকজন ভক্তের সহিত গোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেবের দর্শনার্থ গমন করেন। স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি শ্রীহরিদেবের মন্দিরের সেবাইত-সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় সেবার নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা সংঘটিত হইতেছে, জানাইলেন। শুনা গেল, 'ভব্সা' ও 'লোধপুর' নামক দুইটি গ্রাম বহুকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরিদেবের সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু সেবায় শৈথিল্য দেখিয়া কএক বৎসর হইল সরকার বাহাদুর নাকি লোধপুরের সেবায়েত সম্প্রদায়ের হস্তে আর সম্পত্তির আয় প্রদান করিতেছেন না। ভরতপুরের মহারাজ সেবার জন্য প্রত্যহ দুই টাকা করিয়া দিতেন, তাহাও বন্ধ হইয়াছে।

প্রভুপাদের অনুগমনে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু, শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক গোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেবের মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঠিক মধ্যাহ্নকালে শ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিত হন ও তথায় যাহাতে শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের একটি স্থান হয়, তদ্বিষয়ে প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে আচার্য্যত্রিক প্রভু বিশেষ

যত্ন করেন। প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে কিয়ৎকাল উপবেশন করিয়া হরিকথা বলিয়াছিলেন। তড়াসের জমিদার পরলোকগত বনমালী রায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীর কামদার প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত সম্মান ও আসনাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ভক্তিসুধাকর প্রভু, অধোক্ষজ প্রভু প্রমুখ কএকজন ভক্ত মাধুকরী ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদ কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য ও "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ" এই শ্লোকটি উপদেশামৃতের "স্যাং কৃষ্ণনাম-চরিতাদি" শ্লোক ও "মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলংমঙ্গলানাং" শ্লোকের সহিত ব্যাখ্যা করেন। প্রভুপাদ বলেন,—নামই বীজ স্বরূপ। অসম্প্রসারিত নামই বীজ ও সম্প্রসারিত নামই রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা রূপে প্রকাশিত। অতএব 'নাম' বলিতে—'নাম-নাম,' 'রূপ-নাম,' 'গুণ-নাম,' 'পরিকর-বৈশিষ্ট্য-নাম' ও 'লীলা-নাম'।

ঐ দিবস বাবু চিরঞ্জীবলাল মোক্তার, বাবু প্রয়াগ-নারায়ণ মোক্তার, বাবু শীতলপ্রসাদ মোক্তার, পণ্ডিত চুণীলাল, পণ্ডিত হুকুমচাঁদ চৌবে জগন্নাথজী, পণ্ডিত হরিহরপ্রসাদ প্রভৃতি পশ্চিম-দেশীয় কএকজন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

— * —

১৯শে অক্টোবর ২রা কার্ত্তিক শ্রীএকাদশীর উপবাসব্রত দিবস শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত শেষশায়ী, নন্দগ্রাম, খদির-বন ও তথায় শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি দর্শন করেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীরাধাদামোদর

শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ এবং রাত্রিকালে 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকটির বিশদ্ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীরাধিকা কি করিয়া কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহা দেখাইবার জন্যই শ্রীচৈতন্য অবতার। শ্রীরাধিকা উপদেশকরূপে এদেশে আসেন না। কারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারেন না। বোকা লোকে মনে করে, 'রাধিকা—স্বৈরিণী! তিনি স্বামী অভিমন্যুকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন!' কিন্তু কৃষ্ণ যে অন্য বস্তু নহেন, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই পুরুষ বা পতিপদ-বাচ্য নহেন. অপরের পুরুষ বা পতি-অভিমান কৃষ্ণত্বাভিমানেরই বিকৃত ও আনুকরণিক চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুত্বের আদর্শ প্রকাশ করিয়া ইহা জগজ্জীবকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণকে দেখিতে না পাওয়ার দরুণ কতকগুলি লোক চৈতন্যচরণের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। চৈতন্যদেবই যে কৃষ্ণ ইহা ধরিতে পারেন না। কতকগুলি লোক মুখে কৃষ্ণকে মানিয়াও বার্ষভানবীর আনুগত্য স্বীকার না কর'য় তাহাদের সুবিধা হইতেছে না। গৌড়ীয়রুবদলেও কতকগুলি বোকা লোক হইয়াছে। **গৌরাঙ্গৈকগতি না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্য কৃষ্ণকে বুঝিতে পারিবে না।**

কৃষ্ণকে যিনি কাঠ, পাথর দেখিতেছেন, তাঁহার পূজা কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। কেহ কেহ মনে করেন, কৃষ্ণকে abstract করিয়া ফেলা যাউক। তিনি concrete থাকিতে পারিবেন না। এই জন্যই গীতার 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া' শ্লোকের অবতারণা। কৃষ্ণের প্রত্যেক পরমাণু যেখানে রাধিকার দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছে,

যেখানে কৃষ্ণের ভিতর-বাহির রাধিকাময় হইয়া গিয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতরণ। কৃষ্ণের ভিতর বাহির এইরূপ ঢাকা পড়িয়াছে বলিয়া বহির্ম্মুখ লোকেরা শ্রীচৈতন্যদেবকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

নৃসিংহ ও প্রহ্লাদ পরস্পর পৃথক্ আসনে সেব্য-সেবক-ভাবে উপবিষ্ট থাকেন; কিন্তু রাধাদামোদরের মধ্যে সেইরূপ আসন-ভেদ নাই। রাধা-কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা হইয়াও কৃষ্ণের সহিত আলিঙ্গিতভাবে অবস্থান করেন।

কৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইবে, গৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

—০—

২০শে অক্টোবর, ৩রা কার্ত্তিক, শনিবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ নিশান্ত-লীলা কীর্ত্তনের পর হইতেই হরিকথা বলিতে আরম্ভ করেন,—"আমাদের গুরুদের একটি কথা বলিতেন, তাহা এখনও কানে লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি তাঁহার ঈশ্বরীকে 'কাঙ্গালিনীর ঠাকুরাণী' বলিতেন। **শ্রীরাধারাণী অকপট নিষ্কিঞ্চনের বস্তু।** যাঁহারা 'আমার কিছু আছে' বলিয়া গোঁফে চাড়া দিতেছেন, শ্রীরাধারাণীর কথা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।

আপনারা কৃষ্ণের কথা শুনুন। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের

জন্য দৃঢ় লৌল্যবিশিষ্ট হউন. বিষয়ী হইবেন না। বিষয়ী কাহাকে বলে? যাঁহারা কৃষ্ণের আনুকরণিক সংস্করণ হইতে চাহেন। কৃষ্ণ-ভোগী ও কৃষ্ণ-ত্যাগি-সম্প্রদায় জগদ্‌ভোগ বা জগৎত্যাগ করিবেন,- এই বাসনায় ধাবিত। ত্যাগিসম্প্রদায় কৃষ্ণের গলায় (?) ও নিজের গলায় ছুরি দিতে প্রস্তুত! গৌরবাণী হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে আমরা আবদ্ধ থাকিব না।

প্রস্তর, বৃক্ষ, তৃণ, লতা, পশু. পক্ষী. মানুষ. শত্রু মিত্র কাহারও কৃষ্ণ ভজন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ-ভজন করিলে ভোগ হইতে মুক্তি ও মুক্তিবাসনা হইতে মুক্তিলাভ হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকালে এই সকল কথা কীর্ত্তন করিবার পর অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, এখন কৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন, চলুন আমরাও বনে যাই। ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করিলেন। প্রভুপাদের অনুগমনে সেইদিন অনেক ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে গমন করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ার ভূতপূর্ব্ব এটর্নী বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গুহ মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সত্যবাবু শ্রীল প্রভুপাদকে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক যদি শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণববাবাজি প্রভৃতিকে সংশোধন করেন, তবে বৈষ্ণবজগতের বড়ই উপকার হয়। ইহারা

ব্রজোরাণীর উপর নানাপ্রকার অবিচারের কার্য্য করিতেছেন। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা আমাদের গুরুবর্গ। তাঁহাদিগকে সংশোধন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের নাই। তবে যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণবতা লাভ না করিয়াই ইঁচড়ে পাকা বৈষ্ণব সাজিয়াছেন, বাহ্যে আঁকুপাঁকুভাব দেখাইয়া অন্তরে সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, তাঁহাদের মঙ্গল সকল সময় না হইলেও সরল সত্যানুসন্ধিৎসু ও অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অকপট ও নির্ভীকভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবে দয়ার পরিচয় দিতে হইবে। ঐরূপ সম্ভোগবাদী বা বৈষ্ণবব্রুবগণকে কপটতা করিয়া 'সাধু' 'বৈষ্ণব' বলিলে আমাদেরও অসৎসঙ্গ হইয়া যাইবে।

সত্যবাবু বলিলেন, "আমি সময় সময় কোন কোন বাবাজীর আচরণ দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অন্তরে সেরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিতাম না। মনে করিতাম, একে ত' অসদ্ব্যক্তিকে 'সৎ' মনে করিলে একটি পাপ হইবে, আবার তাহার প্রতি অন্তরে অন্য ভাব পোষণ করিয়া কপটতাপূর্ব্বক বাহ্যে দণ্ডবন্নতি প্রদর্শন করিলে দ্বিতীয় পাপ হইবে। কিন্তু আমি যখন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস বাবাজীর নিকটে গেলাম, তখন শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাসজি আমাকে বলিলেন.—'আপনি ত' ঐসকল বাবাজিগণের মত ত্যাগটুকুও করিতে পারেননা, তাঁহারা আপনার অপেক্ষা কত অধিক দিন ব্রজে বাস করিতেছেন, আপনি কি সেইরূপ পারিয়াছেন?' তাহাতে আমি মনে করিলাম, কথা ত' সত্যই, বাবাজিগণ কত

অধিক নিষ্ঠার সহিত ব্রজে বাস করিতেছেন, কাজেই ব্রজবাসি-গণের চরণে আমার প্রণত হওয়াই আবশ্যক।"

সত্যবাবুর কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন,—"অঘ, বক, পূতনাও ত' ব্রজবাস করিয়াছিল, অভিমন্যু, ভৈরব প্রভৃতিও ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও যায় নাই; কিন্তু তাহাদের সঙ্গ দ্বারা কি কৃষ্ণভজনের আনুকূল্য হইবে? 'সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে' মহাভাগবতের এই বিচার কপটতা করিয়া অপরে অনুকরণ করিলে অসৎসঙ্গকেই 'সৎসঙ্গ' বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়। 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার' মহাপ্রভুর এই শিক্ষার সার্থকতাই থাকে না। সাধনকালে সিদ্ধঅবস্থার বিচারের সহিত একাকার করিলে সাধন ও সিদ্ধি উভয় অবস্থা হইতেই ভ্রষ্ট হইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সত্যবাবু ও উপস্থিত বহু বৈষ্ণব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় এক ঘণ্টার অধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সত্যবাবু শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—"আপনারা বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক পাইয়াছেন, অনেক উত্তম ক্ষেত্র পাইয়াছেন, কাজেই আপনাদের কাজ করিবার সুযোগ হইয়াছে। আমরা যাহাদিগকে লইয়া ব্যবহার করি, তাহারা ত' সেইরূপ নহে। কাজেই আমাদিগকে সত্য কথা বলিতে অনেক বেগ পাইতে হয়।" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"নিজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে নির্ভীক সত্য প্রচার করা যায় না। বাহিরে বৈরাগ্যের অভিনয় ও অন্তরে পূর্ণসম্ভোগবাদরূপ কপটতা মহা-

প্রভুর শিক্ষা নহে।" এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'আধিক্যে ন্যূনতায়াং চ চ্যবতে পরমার্থত' এই শ্লোকটির বিশেষ ব্যাখ্যা করেন এবং বৃন্দাবনের কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচারভেদ রহিয়াছে, তাহা বলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্' অর্থাৎ নিরাপরাধে শ্রীনামসংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বোৎকর্ষ বিচার করেন। নাম-সংকীর্ত্তন প্রভাবেই স্মরণ সম্ভব হয়। পূর্ণপ্রস্ফুটিত নামই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা। নামকীর্ত্তনমুখে স্মরণ না হইলে নামীর সাক্ষাৎকার ও সেবা লাভ হয় না। নামাপরাধ-কীর্ত্তনও নাম-কীর্ত্তন নহে। নামরূপ কলিকা স্বল্পস্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি চিন্ময়রূপ বিকশিত হন, পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণসৌরভ অনুভূত হয়। নামকুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকালীয় চিন্ময়ী নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিতা হন।

প্রভুপাদ শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনার্থ উদ্যোগী হইলে সত্য বাবু ভূমিষ্ঠ হইয়া আচার্য্যোচিত সম্মান করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে সত্যবাবু শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে,—তাঁহার নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে এ সকল কথার সন্ধান পাইলে তিনি গৌড়ীয়মঠেরই আশ্রিত হইতেন। সঙ্গের

আরও কতিপয় ব্যক্তি বলিলেন যে, —“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥”—এই গৌর-বাণীর সার্থকতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে।

ঐ দিবস রাত্রে প্রদোষলীলা-কীর্ত্তন হইবার পর প্রভুপাদ ‘অনর্পিতচরীং চিরাং’ শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রভুপাদব লেন, “শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা,—

“যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥”

“যিনি অকপটভাবে প্রচার করিবেন, তাঁহারই সুবিধা হইবে। যিনি কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্চ্চন করিবেন, বসিয়া বসিয় নাক টিপিবেন, তিনি হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া যাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। গুরুর কার্য্য করিতে পারিলেই সুবিধা হইবে। কেবল শিষ্য (?) হইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেলে সুবিধা হইবে না। যেমন আমরা সাধারণ স্মৃতির বচনে শুনিতে পাই যে, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন না করিতে পারিলে তাহাকে নরক ভোগ করিতে হয়। সেইরূপ কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন অর্থাৎ গোত্রবর্দ্ধন বা কীর্ত্তনকারী না হইলে আপনারাও ভোগী ও ত্যাগীর সজ্জায় মহা-প্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন। আমি অস্বচ্ছ গুরু বা পেশা-দার কীর্ত্তনওয়ালার কথা বলিতেছি না। অস্বচ্ছ গুরু মাঝপথে কৃষ্ণের দ্রব্য অপহরণ করিয়া বাটোয়ারি করেন। আর ব্যবসায়ী প্রচারক নিজ দগ্ধোদর বা ভোগ্য স্ত্রী-পুরুষ-পালনে ব্যস্ত, কনক,

কামিনী ও জড়প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক। তাহারা কখনই হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। নিষ্কিঞ্চন না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না।”

পরে শ্রীল প্রভুপাদ 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়' শ্লোকটি কীর্ত্তন করেন। 'আরাধ্য' শব্দের দ্বারা রাধার সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা। 'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরী-শ্বরঃ।' আমরা এতদিন সকলের নিকট লীলাগান কীর্ত্তন প্রকাশ করি নাই। কেন না, ইহা আমাদের অত্যন্ত গুপ্ত সম্পত্তি। ইহাই আমাদের একমাত্র সাধ্য। কিন্তু পাছে আপনারা ভুল করেন্ যে, অনর্থ-নিবৃত্তিই বুঝি প্রয়োজন, অর্থ-প্রবৃত্তির মধ্যে কোন-দিনই প্রবেশ করিতে হইবে না, এইজন্য আমি অষ্টকালীয়লীলা-কীর্ত্তন আরম্ভ করাইয়া দিয়াছি। আপনাদের এখনও সে কীর্ত্তন শুনিবার মত অবস্থা হয় নাই, আমি ইহা জানি। কিন্তু জানিয়া রাখুন, ভজন রাজ্যে আপনাদের এইরূপ একটি বাস্তব অপ্রাকৃত আদর্শ আছে, যাহার জন্য আপনাদের অনর্থ-নিবৃত্তি প্রয়োজন। **অনর্থনিবৃত্তির পরে অর্থপ্রবৃত্তি অর্থাৎ চিল্লীলা-মিথুনের সেবার যে অপ্রাকৃত বাস্তব-রাজ্য আছে, তাহা জানা না থাকিলে হয়ত' নির্ব্বিশেষবাদেই সকল চেষ্টা পর্য্যবসিত হইতে পারে।** যাঁহারা পনের বিশ বছর যাবৎ হরিনাম করিতে-ছেন, তাঁহারাই এই সকল কথা শুনিয়া রাখুন, **প্রাথমিক শিক্ষা-নবীসগণের এ সকল কীর্ত্তন শুনিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা এক বুঝিতে আর এক বুঝিবেন। ইহা সেবোন্মুখ বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের জন্য, সকলের জন্য নহে।** “আপন ভজন-কথা,

না কহিবে যথা তথা” আমাদের পূর্ব্বগুরুর এই আদেশকে অমান্য করিলে ভজনরাজ্য হইতে চিরপতিত হইতে হইবে।

আজ সকালে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গুহ মহাশয় বলিলেন,—‘আমার কৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বে শ্রদ্ধা ছিল. রাধারাণীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু এখন দেখিতেছি রাধারাণীর কথাই বড় কথা।’ আমি বলিলাম. লক্ষ্মীদেবীর কথা সীতাদেবীর কথা Western Savant সমূহ অনেকটা বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রীরাধারাণীর কথা শুনিতে বহু সময় লাগিবে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কল্পিত রাধারাণী (?) কিন্তু শ্রীরূপ-রঘুনাথের ঈশ্বরী নহেন। তাই আমরা শ্রীরূপ সনাতনের পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া পশ্চিমদেশে লোক পাঠাইয়াছি। তথায় যদি একজনও খাঁটি লোক পাওয়া যায়, তবে পাশ্চাত্য জগৎ কোন না কোন দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সদাচারের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন—শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন কতটা উচ্চে, তাহা জানিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের কতিপয় Renegade পরবর্ত্তিকালে আপনাদিগকে রাধাগোবিন্দের উপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়া কএকটি প্রসিদ্ধ দল সৃষ্টি করিয়াছেন।

অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ জিনিষটি সহজিয়াগণেরই সম্পত্তি মনে করিবেননা। বস্তুতঃ উহা আমাদেরই বস্তু। তাহা ঐ সকল ভণ্ডের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি রহস্য করিয়া এ সকল কথা আমাদিগকে অনেকভাবে বলিতেন। আমাদের শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে

তাঁহার একটি শেষ আদেশ শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন,—'যদি এগারটি পাষণ্ডের হাত হইতে রাধাকুণ্ড উদ্ধার করিতে পার তবে শ্রীরাধাকুণ্ড-বাস সুখকর হইবে।" এখন বোধ হয় এগারটির জায়গায় অনেকগুণ বাড়িয়া ১০৮টি হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের ব্রজবাসের কথা এবং সূর্য্যকুণ্ডে শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজি মহারাজের সমাধির কথা বলিলেন।

ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তসহ গোকুল দর্শনে গিয়াছিলেন।

—০—

ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক।

"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি মাধবান্॥

*　*　*

দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য দেবর্ষি নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাসদেব, শ্রীমধ্ব সেই শ্রীব্যাসদেবকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্বমুনির অষ্টাদশ

অধস্তনপর্য্যায়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যিনি এই জগতে প্রেমরত্ন বি[illegible] করিয়া জগৎ উদ্ধার করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে আমরা ভজনা করি। সেই গৌরসুন্দর প্রভুই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন কলিযুগে রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত তনু হইয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছিলেন 'সেই গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥' শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর জন্মোৎসব বর্ষ-পর্য্যায়ে গতকল্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতনামে যে পরমহংসী-সংহিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সুষ্ঠুভাবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু রহস্যবিচারে বিশেষভাবে শ্রীমতী রাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই। যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা, যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রধানা নায়িকা, যিনি আশ্রয়তত্ত্ব বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তাঁহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে উল্লেখ নাই কেন ?—ইহা অনেকেরই প্রশ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়াই লীলার পরমগোপনীয়ত্ব বিচারে শ্রীব্যাসদেব অনধিকারি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পরম দুর্ল্লভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাস্য শ্রীরাধাতত্ত্ব গোপন রাখিবার জন্য সেই তত্ত্বের উল্লেখ প্রকাশ্য ভাবে করেন নাই। মর্কটের নিকট মুক্তার মালা প্রদান করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য ? আবার পরমহংস ভক্তকুলের জন্য যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীরাধার বিষয় কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই, তাহাও নহে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে গৌরাবতারের কথা ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে,

তদ্রূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কথাও অতি গোপ্য রহস্য ভাবে উক্ত হইয়াছে।

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" (১০।৩০।২৮)

ষোড়শ সহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলীতে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্তা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিবলে দুই দুইটি গোপীকার মধ্যে এক একটি মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত। শ্রীমতীর অভিমান হইল, তবে কি আমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা নহি? আমাকে না হইলেও কি শ্রীকৃষ্ণের চলিতে পারে? ষোড়শ সহস্র গোপিকাইত তাঁহার সেবা সম্পূর্ণভাবে করিতে পারেন। সেই ষোড়শ সহস্র সেবিকা যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজ পরিজন প্রীতি, স্বজন-তাড়ন ভৎর্সন-ভয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন। যদি আমার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই বুঝিব যে আমি শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ সেবিকা। এইরূপ মনে করিয়া শ্রীমতী রাধিকা রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাস বন্ধ হইল। যাঁহার জন্য সব-যাঁহার জন্য রাস-যিনি না হইলে রাসোৎসবের পত্তনই হইত না, তাঁহার জন্য রাস বন্ধ হইবে না কেন? গোবিন্দও সেই প্রিয়তমা ও প্রধানা নায়িকার অনুসন্ধান করিবার জন্য রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন।

তখন গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, হে সহচরি, আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন।

রাধিকা বিনা অন্য সকল গোপী কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারস বৃদ্ধি করিবার জন্যই আর সব গোপীগণ রসোপকরণ স্বরূপা। শ্রীজয়দেব গোস্বামী পাদ শ্রীগীতগোবিন্দে বর্ণন করিয়াছেন,---

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥"

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপ রাসলীলাবাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া ব্রজসুন্দরীগণকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গেলেন।

শ্রীরামাবতারে দণ্ডকারণ্যস্থিত ষাট্ সহস্র ঋষি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কোটিকন্দর্পজিনি অপ্রাকৃত মোহনরূপ সন্দর্শন করিয়াও গোপীদেহ লাভের ইচ্ছা করিয়া বহু বৎসরব্যাপী গোপীর আনুগত্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণলীলায় গোপীদেহ লাভ করেন - সেই গোপীদেহ প্রাকৃত রক্ত-মাংসের থলি নহে, তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দময় তনু। সেই তাপস ঋষিগণের জটাজুট মণ্ডিত মস্তক, সাধনক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ প্রাকৃত বিচারযুক্ত দেহ শ্রীভগবানের নয়নোৎসব বিধান করিতে পারে না এবং তাঁহারা শান্ত, দাস্য বা গৌরব সখ্যে ভগবানের যে সেবা করিয়াছেন তাহাতে গোপী ভজনের চমৎ-কারিতা ও মাধুর্য্য নাই বলিয়াই তাঁহারা নিত্য চিদানন্দময়ী

গোপীতনু লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। গোপীগণের সচ্চিদানন্দময় দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি অংশ, প্রতি হাব-ভাব শ্রীগোবিন্দের সেবানুকূল।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বা তুঙ্গবিদ্যাদেবী তাঁহার 'রাধারসসুধানিধি' গ্রন্থে শ্রীবার্ষভানবীর স্তবে বলিয়াছেন,—

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ
ধন্যাতিধন্য পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবোদিশেঽপি।"

পবনযোগে যে শ্রীমতীর অঞ্চল কৃষ্ণগাত্রে স্পৃষ্ট হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ নিজকে ধন্যাতিধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন সেই শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে দিগবলম্বনে আমরা নমস্কার করি।

দাস রসের রসিক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, যে রসের আস্বাদন করিতে পারেন না, সখ্যরসে—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ যে মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারেন না, বৎসল রসের রসিক—শ্রীনন্দ, যশোদা যে রসের উৎকর্ষ ধারণা করিতে পারেন না, উদ্ধবাদি যে রসের জন্য নিত্য লালায়িত, সেই মধুর রসের রসিক গোপীকাবর্গ মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বোত্তমা, রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতের শ্লোকে সেই শ্রীমতী রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনে বলিয়াছেন,

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়াব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।

তেভ্যস্তা পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥"

পরের অপকার, চৌর্য্য, মিথ্যা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতি অসৎকার্য্যরত ব্যক্তি হইতে যাহারা দেশের উপকার, দান, ধ্যান, তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি করেন ; যাহারা কেবলমাত্র নিজ ইন্দ্রিয়ের স্বামীই নহেন সেইরূপ কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ। কারণ অসৎকর্ম্মের প্রাবল্যে জগতে মনুষ্যজাতির বাস করাই অসম্ভব হয়। কিন্তু এইরূপ কর্ম্মীর আদর্শই চরম নহে। কর্ম্মিগণ কুকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের অসৎকর্ম্ম সঙ্কোচ করিবার জন্যই কর্ম্মের ব্যবস্থা। কিন্তু কর্ম্মিগণ বুভুক্ষু তাহারা ইহকালে অভ্যুদয় ও পরকালে সুখের জন্য ব্যস্ত। যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মী বলিয়া মনে করেন, তাহারাও প্রচ্ছন্নভোগী। নিজের অন্তঃস্থলের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিই স্বদেশ-প্রীতি, দরিদ্রকে অন্নদান, বস্ত্রদান, দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, জলছত্র স্থাপন, অতিথি সৎকার কার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়। কর্ম্মিগণ তাহাদের কপটতা নিজেরা ধরিতে পারেন না। সেই বুভুক্ষু কর্ম্মী হইতে মুমুক্ষু জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। তাহারা তাত্ত্বিক, কর্ম্মিদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়াও তাহারা পাছে তাহাদিগকে সৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে গেলে উহারা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়ে এই জন্য জ্ঞানিগণ গীতার বাক্য স্মরণ করিয়া থাকেন—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং" অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মে আসক্ত কর্ম্মসঙ্গী মূর্খ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহা করিলে তাহারা অসৎ-

কর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়িবে। কর্ম্মিগণ মূর্খ। অমূর্খ জ্ঞানিগণ বিচার করেন "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য-লোকং বিশন্তি॥" কর্ম্মিগণ সৎকর্ম্মজনিত পুণ্যফলে দিব্য দেব-ভোগ সকল প্রাপ্ত হন। পরে সেই প্রভূত সুখজনক স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। সুতরাং তাহারা কর্ম্মীর মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া অমূর্খের বিচারে চির আনন্দের প্রয়াসী হইয়া মুমুক্ষু হন। তাঁহাদের বিচার এই যে অস্তিত্বই যখন ক্লেশদায়ক তখন চিৎরাহিত্য অচিৎনির্ব্বাণ বা চিৎ-সাহিত্য ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই শ্রেয়স্কর। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানতৎপর জ্ঞানী, মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ইহাদিগের আশা কত ক্ষুদ্র। ইহারা মূর্খ কর্ম্মীর উপর পাল্লা দিতে গিয়া, নিজেরা অমূর্খ সাজিতে গিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্খই হইয়া পড়িলেন, আত্মবিনাশ সাধন করিলেন। যে নিত্যানন্দ লাভের আশায় জ্ঞানী ত্যাগী সাজিলেন, ভোগীকে ঘৃণা করিলেন তাহার ভাগ্যে সেই নিত্যানন্দ লাভ হইল না।

'জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

এই জন্য সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানী হইতে ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভক্তের পদবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী। মূর্খ ভোগী কর্ম্মিগণ মনে করেন ভক্ত বুঝি তাদের মতই কর্ম্ম করেন, তাদের মতই ঘন্টা নাড়েন, ঈশ্বর পূজা করেন, 'জীবে দয়া' করেন, তীর্থে গমন করেন, সাধুগুরুর সেবা করেন, তাহা নহে। কর্ম্মীর ভালমন্দ বিচার চক্ষু—কর্ণাদি

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু ভক্তের সেবা অধোক্ষজ অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ঃ জ্ঞান ধারণা করিতে অসমর্থ। ভক্তের নিজেন্দ্রিয় প্রীতি নাই কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি।

জ্ঞানী মনে করেন, ভক্ত বুঝি তাহারই মত কোনও অনিত্য বস্তু, যে বস্তু পরে আর থাকিবে না, যে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। যাহার ত্রিপুটী বিনাশ হইবে সেইরূপ বস্তুরই অন্ধবিশ্বাস মূলে ভজনা করে। জ্ঞানিগণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক, ঠোঁট সব কাটিয়া, তাঁর হাতে হাতকড়ি, পায় বেড়ী দিয়া অবশেষে তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিতে প্রয়াসী। ভগবান্— যিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, তিনি হাত, পা ছাড়া বস্তু হইবেন আর যত হাত, পা ভোগীর থাকিবে তাহারা হিমালয়ের মুক্ত বায়ুতে, অরণ্যানীর নির্জ্জন সৌন্দর্য্যে, ভাগীরথীর রমণীয়কূলে বসিয়া ত্যাগের নামে প্রচ্ছন্নভোগ করিয়া নিবেন! ভক্তগণ সেইরূপ প্রচ্ছন্নভোগীও নহেন। যে মুক্তির জন্য জ্ঞানিগণ লালায়িত তাহা ভক্তগণের ত্যক্তনিষ্ঠীবনের ন্যায় বস্তু—অগ্রাহ্য পরিত্যজ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখক শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামী বলিয়াছেন,—

> "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবান্ যদি স্যা-
> দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
> মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
> ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষা ॥"

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে তাহার নিকট মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। ভক্ত তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকান না, আর ধর্ম, অর্থ, কামসকল কোন্ সময় সেবা করিবার সুযোগ পাইবে—সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মীর প্রার্থনীয় ধর্ম্মার্থ-কাম ও জ্ঞানীর লোভনীয় মোক্ষ ভক্তগণের থুংকারের বস্তু। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন,—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

জ্ঞানিযোগিগণের মৃগ্য কৈবল্যসুখ ভক্তের নিকট নরক তুল্য, কর্ম্মীর লোভনীয় ইন্দ্রপুরীর সুখ আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব। যাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরে প্রেম উদিত হইয়াছে বিশ্বামিত্রপ্রমুখ তাপসকুলের ন্যায় তাহার পতনাশঙ্কা নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষের এইরূপ প্রভাব। সুতরাং সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্ব প্রকার ভক্তগণ মধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের অধিক প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তের মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপী মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত প্রিয়, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর অধিক প্রিয় কেহ নাই। যেরূপ রাধিকা প্রিয় সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই রাধাদাস্যই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়। এমন দিন কবে হইবে,

যেদিন আমরা অন্য অভিলাষ, তুচ্ছ স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম, অকিঞ্চিৎকর নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, তপ, যোগ সমস্ত কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রাধাদাস্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য পরম চমৎকার মাধুর্য্যময়ী সেবার অধিকার পাইব। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রাধাদাস্য ঘটে না। যাহারা অনর্থযুক্ত অবস্থায় পরম শ্রেষ্ঠ সেবিকা শ্রীরাধার অপ্রাকৃত লীলা আলোচনায় তৎপর হন, তাহারা ইন্দ্রিয়ারামী, প্রচ্ছন্ন ভোগী, প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা স্তব করিয়াছেন,—

'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

প্রেমবিভাবিত সমাধি চক্ষেই সেই অচিন্ত্যগুণ স্বরূপ শ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শন হয়। অনর্থমুক্ত সাধুগণ সেই শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং যে সকল পরম সুকৃতিবান্ অনর্থমুক্ত পুরুষ রাধাদাস্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন তাঁহারাই শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারেন। তাঁহারাই অষ্টকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহারাই ধন্য! ধন্যাতিধন্য!!

—ঃঃ—

ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

(১৩শ খণ্ড)

গত ২৬শে চৈত্র (১৩৪১), ৯ই এপ্রিল (১৯৩৫) মঙ্গলবার অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হয়ে ঢাকায় জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রবীণ গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র পাল এম্-এ, সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ ও গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্-এ, শান্তিনগরস্থ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের ভবনে আগমন করেন। তৎপরে ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত-অমৃতলাল চৌধুরী বি-এল, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ শুনিবার জন্য উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকার উপকণ্ঠস্থিত কমলাপুর হতে সুপতিবাবুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে সভামণ্ডপে উপস্থিত হন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়বাবু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বল্লেন, - 'আমি বহুদিন যাবৎ শিক্ষকতা করে আসছি, তৎফলে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাতে জানতে পেরেছি যে, আধুনিক শিক্ষার্থিগণের অধিকাংশই এতদূর শিষ্টাচার, শ্লীলতা ও সংনীতি বর্জ্জিত হয়ে পড়ছে যে, তাতে তাদের নিকট ঈশ্বরভক্তির কথা ত' উপস্থিত করা যায়ই না, বরং হাস্যাস্পদ হতে হয়; এমন কি, সংনীতির কথাও তাদিগকে শিক্ষা দেওয়া একরূপ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায়

আমার জিজ্ঞাস্য–তাদিগকে ঈশ্বরোপাসনার কথা না ব
সর্ব্বাগ্রে কিরূপে নীতিপরায়ণ করা যেতে পারে? আপনি
বিষয়ে কিছু বলুন।"

অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্র
পাদ বল্‌লেন,–শাখা পল্লবের পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা ক
অপেক্ষা মূলের আলোচনা করাই ত' সমীচীন। ভগবদ্ভক্তিনীতি
আলোচনাই মূলবস্তু; সৎনীতি ত' তারই অন্তর্গত।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

(ভাঃ ৫।১৮।১২

ভগবান্ বিষ্ণুতে যাঁর নিষ্কাম-সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধ
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তা'তেই সম্য
রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি–অন্যাভিলা
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তা
কেবলা ভক্তি নেই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষ
ধাবিত; তা'তে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

মূলটা ঠিক করে রাখ্‌লে সবই ঠিক থাক্‌বে। সকল নী
ও অখিল সদ্‌গুণের আকর স্থানে কেন্দ্র ঠিক না রাখ্‌লে বিপ
চলে যেতেই হ'বে। মূল পদার্থ ঠিক থাক্‌লে মাঝপথের সব
আলোচনা ঠিক হ'বে। ভগবদ্-বিস্মৃতি হওয়ার দরুণই জীবে

ঐ সকল অসুবিধা। ভগবান্ কি জিনিষ, তাঁ'র অনুশীলনের অভাবে নানা প্রকার চিন্তাস্রোত, এমন কি, অখিল সদ্‌গুণের আকরের অস্তিত্বের অস্বীকার পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মূল কেন্দ্র ঠিক হ'লে কেবল যে কোন শ্রেণীবিশেষ বা কোন নীতি-বিশেষের উপকার হ'বে, তা' নয়, তদ্দ্বারা শিক্ষক-ছাত্র, অধ্যাপক-অধ্যাপিত, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভারতীয় ও ভারতের বহির্ভূত সকল শ্রেণীর জীবেরই পূর্ণমঙ্গল লাভ হ'বে।

কেউ কেউ বলেন,—গান্ধী-মুভ্‌মেণ্ট বিকৃতভাব ধারণ কর্‌ল। গান্ধীজীর কথা ত' অনেকের বিচারেই মন্দ কথা নয়। কিন্তু সেই সকল প্রস্তাবিত ভাল কথা থাক্‌ল না। গুণজাত জগতে প্রতি-মুহূর্ত্তেই একটা অসুবিধার সহিত শতসহস্র অসুবিধা এসে উপস্থিত হয়। এক ব্যাধির প্রতিকার কর্‌তে গিয়ে অন্যান্য ব্যাধিগুলি বেড়ে যায়, না হয়, নানাপ্রকার নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

মেদিনীপুরের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মেদিনীপুর-স্কুল-গৃহে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে দিলেন না। আমরা অনেক আশা ভরসা কর্‌ছি,—স্কুল-কলেজের ছেলেদের, কিম্বা বিভিন্ন বিদ্যা প্রতি-ষ্ঠানের বিদ্যার্থীদের চিত্তবৃত্তি ভাল হোক; কেননা, তাঁদের চিত্ত কমনীয় ও নমনীয়। প্রথম-মুখে যদি ঈশ্বর-বিষয়ের আলোচনা হয়, তবেই ভাল হ'বে। নীতি প্রভৃতি গৌণ বিষয়। শিক্ষা লাভের প্রথম থেকেই যদি মনে করি যে, আমাদের কোন নিয়ামক নেই—পরমেশ্বর নেই, তা' হ'লে নীতিশিক্ষা নিরর্থক ও উচ্চৃঙ্খল-তাতেই পরিণত হ'বে। কেবল নিজের সুবিধাবাদটুকু অর্জ্জনের

জন্য কৃত্রিম ও আগন্তুক নীতি ও তাৎকালিক নিয়ামকের অস্তি স্বীকার কর্‌লে নীতিপালন-কার্য্যটিও সাময়িক ও সুবিধাবা অর্জ্জনের শুল্কমাত্র হ'বে। এই নিরীশ্বর নীতি শিক্ষার বিষম ফলই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বত্র মহামারীর ন্যায় সংক্রামিত হ'য়েছে তাই স্কুল-কলেজের ছেলেরা মূল অতিমর্ত্ত্য নিয়ামকের প্রতি সন্দি হান হ'য়ে মর্ত্ত্য নিয়ামক, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি ব্যক্তিগণে প্রতিও শিষ্টাচার বর্জ্জিত হ'য়ে পড়্‌ছে—নানাপ্রকার দুর্নীতি তা'দের জীবনসঙ্গিনী হচ্ছে। বহুরূপিণী যথেচ্ছাচারিতা ও বিলা সিতা, সামাজিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক নীতির নামে সুবিধাবাদের ধর্ম্ম গড়ে তুলে নাস্তিকতার মহামারীকে আরং ব্যাপক ও ভয়াবহ ক'রে তুল্‌ছে।

আমাদের সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সময় প্রিন্সিপাল শিবচন্দ্র গুঁই এম্‌-এ মহাশয়ের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলাপ হ'য়েছিল। তিনি বল্‌লেন,—"ঈশ্বরের কথা আলোচনা না ক'রেও আমরা নৈতিক জীবন যাপন কর্‌তে পারি।" আমি এ বিষয়ের প্রতিবাদ ক'রেছিলাম। নিরীশ্বর নৈতিকতা সুবিধা-বাদ বা ভোগবাদ মাত্র, তদ্দ্বারা কা'রোও ব্যক্তিগত বা সামাজিক মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না।

আমরা আর এক সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহা-শয়ের ভবনে তাঁ'র নিকট গিয়েছিলাম। তিনি আমাদিগকে বল্‌লেন,—"দেখ, যখন আমার ঈশ্বর-বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই, তখন প্রকৃত ঈশ্বর কিরূপ, তা' যদি অপর কা'রো নিকট

বলি, আর যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে ঈশ্বর থেকেই থাকেন ও যদি তিনি আমার বিশ্বাসমত না হয়ে অন্যরূপ হন, তা' হ'লে আমার মৃত্যুর পর সেই ঈশ্বরের নিকট আমার বহু জুতো খেতে হ'বে। এজন্য আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে কা'রো নিকট কিছু আলোচনা করি না, বা কোন লোকের কোন কথা শুনাও উচিত মনে করি না। আমি লোককে সাধারণ নৈতিক উপদেশই দিয়ে থাকি, যে কথা আমি প্রত্যক্ষ দেখি ও বুঝি।" আমরা যে মহাপুরুষের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবনে গিয়েছিলাম, তিনি বল্‌লেন,—"তা' হ'লে আপনি আপনার 'বোধোদয়' পুস্তকে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ—এ কথা লিখ্‌লেন কেন? আপনি কি পরমেশ্বর বস্তুকে সাক্ষাৎ ক'রে একথা লিখে-ছেন?—না কোন প্রচলিত মতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে এরূপ উক্তি করেছেন?"

আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে আজকালও এরূপ বিচার দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাঁ'রা এদিকে বলেন,—ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন তাঁ'রা কিছু জানেন না, তখন ঈশ্বরের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলন কর্‌বেন না, অথচ তাঁ'রা না জেনেও ঈশ্বরকে নির্ব্বি-শেষ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত! তাই বলি, যে বিষয় আমরা না জানি, সেই বিষয়ের কথা ত' অভিজ্ঞগণের নিকট শ্রবণ ও অনুশীলন কর্‌ব? কিন্তু শ্রবণ কর্‌ব না, কোন প্রকার অনুশীলন ত' কর্‌বই না, অথচ 'সেই বস্তুর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কর্‌তে প্রস্তুত নই' ছল ক'রে আমার মনগড়া মত প্রচার কর্‌ব!—এরূপ একটা প্রচ্ছন্ন নাস্তি-কতা বহির্ম্মুখ মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে। মানবজাতির

নির্ব্বিশেষবাদের দিকে এরূপ স্বাভাবিক ঝোঁক; ঈশ্বরের কোন অনুশীলন বা আলোচনা না ক'রেও পরম পণ্ডিত হ'তে মূর্খ পর্য্যন্তের মধ্যে ঈশ্বরকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ কর্‌বার চেষ্টা যেন সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভগবানকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ কর্‌তে পার্‌লে কার্য্যতঃ আমরা নিয়ামকহীন হ'তে পারি। নির্ব্বিশেষ করা মানে - পরমেশ্বরের নিত্য নিয়ামকত্ব অস্বীকার করা। আমাদের চোখ, মুখ, কান প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই থাক্‌বে, নাম-রূপ-গুণ থাক্‌বে, কিন্তু পরমেশ্বরের উহা থাক্‌বে না, তাঁর ঐসকল থাক্‌লেই আমাদের মত হ'য়ে যেতে হ'বে। 'মায়া মিশিয়ে তিনি এ জগতে আসেন, কিন্তু তাঁ'র নিত্যস্বরূপে তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ তাঁ'র অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা নেই!"—এরূপ ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে উপরওয়ালা বা নিয়ামককে অস্বীকার করা মাত্র।

কেউ উপরওয়ালা নেই, নিয়ামক নেই,—এই বিচার হ'তেই উচ্ছৃঙ্খলতা এসে যায়। নিয়ামকহীন নীতি অর্থাৎ নিরীশ্বর নীতির কোন মূল্য নেই। নির্ব্বিশেষবাদীর সন্ন্যাস, ত্যাগ, শম, দম, ইন্দ্রিয় জয় প্রভৃতি আত্মকর্ষণের নানাপ্রকার চেষ্টা জগতের লোকের চোখ ঝল্‌সাইয়া দিলেও তা'র অন্তরে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা নিহিত।

আমাদের পঠদ্দশায় আমরা 'ব্লেকি'র 'সেল্‌ফ্ কাল্‌চার' পড়েছিলাম। তা'তে এরূপ একটা কথা লিখিত আছে, – রাজাকে অবজ্ঞা ক'রে রাজ্যে বাস করা যেমন, ঈশ্বরকে অবজ্ঞা ক'রে নীতি পালনও তদ্রূপ। আর যাঁ'রা পরমেশ্বরে স্বাভাবিক প্রীতিবিশিষ্ট

তাঁ'রা বাইরের দিকে বহির্ম্মুখ লোকের নিকট দুরাচার প্রতিভাত হ'য়েও প্রকৃত সদাচারী। সমস্ত নীতি তা'দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-গণের সহিত ভগবদ্ভক্তের মধ্যে অবস্থান করে।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥"

মূল বস্তু পরিত্যাগ ক'রে ডালপালার সেবা বৃথা। মূলকে কেটে যদি গাছের ডালপালায় খুব ক'রে জল সেচন করা যায়, তা' হ'লে তাহতে কোন সুফল লাভ করা যায় না। আর ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ নীতিপালনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টান্বিত না হ'য়েও যদি ভগবৎসেবায় ঐকান্তিক হওয়া যায়, তা' হ'লে সমস্ত সৎনীতি ও সদ্‌গুণ আনুষঙ্গিকভাবেই লাভ হয়।

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥"
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

আগে নীতি, পরে ভগবদ্ভক্তি—এরূপ ক্রম নয়। আগে ভগবদ্ভক্তি, তা'তেই আনুষঙ্গিকভাবে সব আছে। ভগবদ্ভক্তি পরমা নীতি। ভগবদ্ভক্ত স্বপ্নেও দুর্নীতিপরায়ণ হন না।

জগতের লোক কিন্তু ঠিক উহার বিপরীত বিচার ক'রে রেখেছে। তা'রা পরমেশ্বরের সেবাকে সকলের শেষে—হ'লে হ'লো, না হ'লে না হ'লো, আর হলেও গৌণভাবে হোক,—এরূপ বিচার ক'রে রেখেছে। অনেকে নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মুখে ভগবানকে স্বীকার করেন, ভগবান্ যেন তা'দের সুবিধাবাদ-জননী-নীতির সরবরাহকারী খানসামা! নীতির জন্য ভগবান্, ভগবানের সেবার জন্য ভগবান্ নন্। নীতির জন্য ভগবান্ জিনিষটা আমার খিদ্‌মদ্‌গার। আমি সুনৈতিক হ'য়ে জগতে নীতি ভোগ করতে পারব, আমি সংযমী, পবিত্রাত্মা ব'লে প্রতিষ্ঠা নিতে পারব বা ঐ পবিত্রতাকে ভোগ করতে পারব, এজন্যই আমার মাঝপথে সাময়িক ও মৌখিক ভগবান্ স্বীকার; চরমে কিন্তু আমি তাঁকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ক'রে রেখেছি! আর ভগবদ্ভক্তের ভগবান্—নিত্য অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্—ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই ভগবান্। যাঁ'রা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, তাঁ'দের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণকে কেন্দ্র ক'রে যত প্রকার দুর্নীতি বা নিরীশ্বর নীতি জগতে প্রকাশিত হয়, সেগুলি তাঁ'দের মধ্যে নেই। নিখিল সংনীতি, পবিত্রতা, সংযম, সদাচার, তিতিক্ষা, অমানি-মানদত্ব ও সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ তাঁ'দের সেবা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

> "এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
> হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।"
>
> (স্কন্দপুরাণ

হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হ'য়েছে, তা অদ্ভুত নয়, কেন না, যা'রা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তা'রা অন্যের ক্লেশদ হয় না।

'স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥"
(ভাঃ ১১।৫।৪২)

[যিনি অন্যভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ কোন প্রকারে উৎপতিত হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।]

এরূপ একটা দিক নয়, অসংখ্য দিক থেকে দেখান যেতে পারে যে, নিরীশ্বর নীতি বা নীতির অধীন ঈশ্বরকল্পনা নাস্তিকতা মাত্র। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের দ্বারা তাড়িত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, তা'দের তিনজনের তিন প্রকার গুণের উপযুক্ত ভাগ পাওয়া দরকার। ভাল বা সৎ ব'লে যে জিনিষটা বলা হয় অর্থাৎ যা' সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, তা'কে রজঃ ও তমোগুণের সংখ্যাগরিষ্ঠ-দল ব'লে থাকেন, ⅔ ভাগকে বঞ্চনা ক'রে ⅓ ভাগ প্রভুত্ব স্থাপন করবে, উহা কিছুতেই সহ্য করা যা'বে না। তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ এক তৃতীয়াংশের প্রতি কা'রো কা'রো করুণার উদ্রেক হয়। এঁ'রা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তখনই শাক্যসিংহ, কপিল বা তাঁ'দেরই প্রচ্ছন্ন বন্ধু শঙ্কর তাঁ'দের সেই মতবাদ নিয়ে উপস্থিত হন।

পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকালে সব ভাল হ'য়ে যা'বে যখ
এটা কলি শুন্‌তে পেল, তখন সেও তা'র কিছু ভাগ আদা
কর্‌বার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কাতর প্রার্থী হ'লো,

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমুনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসং তন্নিদেশকৃৎ॥"

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪০

দ্যূত, পান প্রভৃতির Exchange value আছে জাতরূপে
সেই জাতরূপ পাঁচটি সন্তান প্রসব কর্‌লে—(১) মিথ্যা, (২
মত্ততা, (৩) কাম, (৪) ক্রোধ ও (৫) শত্রুতা।

যদি আলাদা ক'রে দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা প্রভৃতি প
ত্যাগ কর্‌বার চেষ্টা হয়, তা'হলে সুবিধা হ'বে না। এদের মূ
কোথায়? মূল মালিকের সঙ্গে পরিচয়ের দরকার। All-per
vading (বিষ্ণু) মূল মালিক ভুল হ'য়ে গেলেই যত অসুবিধা
সৃষ্টি হয়। তখনই আমরা ন্যূনাধিক নাস্তিকতার চিন্তাস্রোতে
কৃষ্টি সাধন করি এবং মনে করি যে, আস্তিকতার কথা ত' একঘে
কথা। যে-কাল-পর্য্যন্ত "যত বা ইমানি ভূতানি"—এই শ্রুতি
স্বীকৃত না হয়, সেকাল-পর্য্যন্ত সুবিধা হয় না।

পরমেশ্বর বস্তুই সত্যবস্তু। বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য পরস্প

বিবদমান থাকার দরুণ উত্তরমীমাংসা প্রকাশিত হ'লো। অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত সেই উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।

"ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যং সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥" (ভাঃ ১।১।১)

আমাদের অনুশীলনের পদার্থ হউক পরমেশ্বর বস্তু। তিনি পূর্ণ জ্ঞানময় ও পূর্ণ আনন্দময় নিত্যবস্তু।

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" (ভাঃ ২।৯।৩০)

এক শ্রেণীর লোক এক প্রকার গুণতাড়িত হ'য়েছে, আর এক শ্রেণীর লোক অন্য প্রকার গুণতাড়িত হ'য়ে কাজ কর্‌ছে। যেখানে পাঁচজন মিলে পঞ্চায়িতি কাজ হচ্ছে, সেখানে লোক প্রিয়-তাই পরমেশ্বর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। পাঁচজনে পঞ্চদেবতা সৃষ্টি কর্‌ছে। এই সকল বারোয়ারী মতবাদ বারজন মহাজনের শ্রৌতসিদ্ধান্তই কেন একচেটিয়া হ'বে?' —এরূপ এক সন্দেহ ও কুতর্ক আনয়ন ক'রেছে। বদ্ধপঞ্চায়েৎ, বদ্ধবারোয়ারী—পরমমুক্ত নিত্যশুদ্ধ শ্রীচৈতন্য-রসবিগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব বা ভগবৎপার্ষদ দ্বাদশ মহাজনের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত হচ্ছে না; কেন না, উহা তা'দের

বদ্ধরুচির সহিত খাপ খায় না। আধ্যক্ষিকতা—রাবণের সিঁড়ি বাঁধার প্রণালী।

অনেকে বলেন, নীতিশাস্ত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের মূল কোথায়? নীতি কোথা হ'তে এসেছে? নীতি 'ডগ্‌মা' (dogma), ডিক্টেট্‌সগুলি (dictates) অসুবিধা করবে—যদি নীতির মূল মালিকের অনুসন্ধান না হয়। মূল বস্তুর অনুসন্ধান না করার দরুন জগৎসর্ব্বস্ববাদীর বড়ই অসুবিধা হচ্ছে।

অধোক্ষজ বিচারে পূর্ণত্ব, অপ্রাকৃতত্ব ব'লে কথা আছে। প্রকৃতির অন্তর্গত অধোক্ষজ এক প্রকার, আর প্রকৃতির অতীত স্থানে অধোক্ষজ আর এক প্রকার। চতুর্থমানের বিষয় বর্ত্তমানে জ্ঞাতব্য নয়। পুরুষোত্তমবাদ স্বীকার না করলে প্রত্যেকে নিজেরাই পুরুষোত্তম সাজ্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'বে। স্বরাট্‌ লীলাপুরুষোত্তমের সহিত জীবের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত না হ'লে এবং সম্বন্ধ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয় ও প্রয়োজনের নিত্যত্বের বিচার না থাক্‌লে নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হ'বে। যা'রা অভিধেয় বিচার ও ফল বিচার করে না, যা'রা সকল অভিধেয় ও ফলকেই একাকার কর্‌তে চায়, তা'রা নির্ব্বিশেষ বিচারে ধাবিত হ'য়ে থাকে। হাজার লোক হাজার ধরণের প্রস্তাব এনে ফেলেছে। মূল আকরবস্তুর প্রতি প্রীতির অভাব থাক্‌লে হাজার লোকের হাজার প্রস্তাবের প্রতি বেশী আদর হয়। পরমেশ্বরের প্রীতি-সন্ধানের নামই ভক্তি, বদ্ধজীবের প্রীতি-সাধন নয়। মূল আকর-বস্তুর প্রীতিসাধন কর্ত্তব্য হ'লে অসংখ্য জীবের অসংখ্য কামনা-

পরিতৃপ্তি অধিক কর্ত্তব্য ব'লে মনে হয় না এবং ভগবৎপ্রীতি সাধনের দ্বারাই সমস্ত জীবের প্রকৃত কামনার তৃপ্তি হয়,—এ কথা বুঝতে পারা যায়।

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যেন দত্তং ক্ষিতিপেন কিঞ্চিৎ
শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ॥"

আমরা যদি অপূর্ণ বস্তুকে চাই, তা' হ'লে সেই জিনিষ পেলেও মনটা খুঁৎ খুঁৎ করবে কেন এরূপ অপূর্ণ জিনিষই বা চেয়েছিলাম? এজন্য সর্ব্বাগ্রে পরম প্রয়োজন নির্ণয় করা আবশ্যক। অনেকে ব'লে থাকেন,—"যেমন ক'রে হোক, অগ্রসর হও না. এত বিচার ভাবনার দরকার কি? প্রয়োজন ত' সকলেরই এক।" প্রয়োজন এক হ'লে ত' সব ঠিকই হ'তো। চেতনের প্রয়োজন এক বটে; কিন্তু যেখানে অচেতন আবরণ ক'রেছে, সেখানে অভিধেয় ও প্রয়োজন সবই ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তথাকথিত সমন্বয়বাদী সেগুলিকে একাকার করতে চাচ্ছে!

যেখানে আদৌ বাস্তববস্তু নেই. সেখান হ'তে বাস্তববস্তুর সৃষ্টি হ'বে না। জল হ'তে দই হয় না, দুধ থাকলেই অম্ল-সংযোগে দই হ'তে পারে। সচ্চিদানন্দ বস্তুর অনুশীলন হ'লেই সকল মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথাই ব'লেছেন।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।

সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥”
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

আমাদের যেটা নিত্য প্রয়োজন, সেটা—Something positive, আর এই জড়গতের বা জড়াতিরিক্ত প্রয়োজনগুলি—negative, কেবল অসুবিধা থেকে ছুটি পাওয়াটাই চরম প্রয়োজন নয়। থেমে গেলেই কি positive হ'বে? মুক্ত হ'লেই কি চল্‌বে? মুক্ত হওয়ার পরে কৃত্য কি? যে মুক্তিতে ভগবৎসেবাই চরম প্রয়োজন নয়, সেরূপ মুক্তির মূল্য কি? সেরূপ মুক্তি কতক্ষণ আপনাকে মুক্ত রাখ্‌তে পারে?—

“ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥”
(ভাঃ ৪।২০।২৪)

হে নাথ, যে মোক্ষপদে মহত্তম ভাগবতগণের অন্তর্হৃদয় হ'তে মুখমার্গ-দ্বারা বিনিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্মসুধার যশোগান শ্রবণ কর্‌বার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ কর্‌বার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন,—এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাই না।

যাঁ'রা যে স্তরে আছেন, তা'তেই তাঁ'দের মঙ্গল হ'বে,—যদি তাঁ'রা সাধুগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ কর্‌বার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল থাকেন। যাঁ'রা অভিধেয় ও প্রয়োজন-

নির্ণয়ে বিচার ভুল ক'রেছেন, হরিকথা-শ্রবণে তাঁদেরও মঙ্গল লাভ হ'তে পারে,—

"স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥"
(ভাঃ ৪।২০।২৫)

হে উত্তমশ্লোক, মহাজনগণের মুখনিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্ম-মকরন্দকণাসম্পৃক্ত অনিল কুযোগিগণেরও পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন ক'রে থাকে। অতএব আমার আর অন্য বরে, প্রয়োজন কি?

হরিমায়ার জিনিষগুলি মানুষকে ভোগ ও ত্যাগ শিক্ষাদেয়। ভোগী কুযোগী কম্বলের লোভে কম্বলভ্রমে ভালুক ধরতে যায়। যখন ভালুক তা'কে আক্রমণ করে, তখন যে কম্বলকেত্যাগ করতে চায়; কিন্তু সে ত্যাগ করতে চাইলে কি হ'বে? কম্বলরূপী ভালুক যে তা'কে ছাড়ে না। হরিসম্বন্ধি-বস্তুজ্ঞান হ'লে সেরূপ ভোগ ও ত্যাগ কিছুই করতে হয় না, হরিসম্বন্ধি-বস্তুর সেবার চেষ্টা হয়,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।"
(ভঃ রঃ সিঃ)

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"
(ভঃ রঃ সিঃ)

গৃহে থেকে যদি হরিসেবা হয়, তবে তা'ই ভাল। আর গৃহ ছেড়ে যদি হরিসেবা না হয়, তবে সেরূপ গৃহ ছাড়ারও মূল্য নেই,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

(নারদপঞ্চরাত্র)

ধীর ব্যক্তি নিজের শ্রেয়ঃ প্রার্থী। শ্রেয়ঃ প্রার্থনা আমাদের প্রত্যেক বহির্ম্মুখ হৃদয়েই রয়েছে। আমরা প্রেমেতে লুব্ধ হ'য়ে যাঁতাকলে প্রাণ হারাই। যা'তে ক'রে নিত্য-মঙ্গল হ'বে, এখন তা, শুন্তে গা দিচ্ছি না। যে-কাল-পর্য্যন্ত পার্থিব চিন্তাস্রোত বহুমানন কর্‌বার্ প্রবৃত্তি রয়েছে, সেকাল পর্য্যন্ত হরিকথা কাণে যায় না।

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

(ভা ৬।৩।২৫)

জৈমিন্যাদি ঋষিগণের যে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবের পুষ্পিত পথ গ্রহণ কর্‌লে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হ'বে না। যে জিনিষটা পরিবর্ত্তিত হ'বে, তা'র উপর দাঁড়িয়ে কি মীমাংসা হ'তে পারে?— "পঙ্কে গৌরিব সীদতি।"

আমরা কতটা আশ্বস্ত হ'য়েছি ভগবানের এই বাণীতে,—

"সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

স্বয়ং পুরুষোত্তম বল্‌ছেন, হে পুরুষসকল, তোমরা সমস্ত দেহ-ধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, আর্য্যধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, লজ্জা, আত্মসুখ— সমস্ত পরি-বর্জ্জন ক'রে একমাত্র আমি যে সবিশেষ বস্তু, সেই আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি কর।

লোকে শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী বুঝ্‌তে না পারায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুরূপে দালাল সেজে বল্‌ছেন,—"কৃষ্ণকে ভজনা কর।" শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচ রকম ভক্ত। যা'রা সংসারে স্ত্রী-পুরুষ-বিচারে বাস করেন, তা'রা যদি এই প্রাকৃত হেয় প্রতিবিম্বিত রসের অপ্রাকৃত পরমোপাদেয়, অখণ্ড বিম্বের অনুসন্ধান করেন, তবে তাঁ'রা অপ্রাকৃত কান্তরসে ভগবানের ভজনা কর্‌তে পারেন। আর যাঁ'রা জগতে ছেলেপিলে নিয়ে ঘরকন্নায় আসক্ত, তাঁ'রা যদি অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসে অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদার আনুগত্য আত্ম-বৃত্তিতে অনুশীলন কর্‌তে পারেন, তা'হলে তাদের অনিত্য, হেয় ও খণ্ড বাৎসল্যের জন্য সময় নষ্ট কর্‌তে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মানবজাতির একমাত্র পরম শিক্ষক। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না ক'রে যখন জীব অন্য পথ গ্রহণ ক'রেছে, তখন গুরুর সজ্জায় তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন—পরমেশ্বরের উপাসনা।

ভজন জিনিষটি ধার করা ব্যাপার নয়, উহা অনুকরণও নয়। স্বরূপের উদ্বোধন হ'লে তবে ভজন হয়। রজোগুণের দ্বারা

তমোগুণের বিনাশ, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের বিনাশ, আবা
সত্ত্বগুণের বিনাশ ক'রে নির্গুণ অবস্থায় অধোক্ষজ তত্ত্বের অনুভূ
হয়। সেই অধোক্ষজ-সেবাই ভক্তি,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" (ভাঃ ১।২।৬

অধোক্ষজ জিনিষটি অপরোক্ষ নয়। মূল কথায় আস্‌ে
সকলেরই মঙ্গল হ'বে—ছাত্রের ও শিক্ষকের উভয়েরই মঙ্গল হ'বে
সকল শিক্ষকের শিক্ষক তাঁ'র শিক্ষাষ্টকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সে
শিক্ষাই সকল শিক্ষার সার। মোটকথা, 'কানু ছাড়া আর গীি
নেই।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আপনি যা বল্‌লেন,-
তা'ই প্রকৃষ্ট কথা, খুব উচ্চ কথা। আপনি বহু শাস্ত্র আলোচন
ক'রেছেন। এ সকল কথা অনুশীলন কর্‌লেই লোকের মঙ্গল
হ'তে পারে।

প্রভুপাদ—হাঁ, অনুশীলন চাই। মায়ার অনুশীলন নয়—
মনোধর্ম্মের অনুশীলন নয়—আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। আমরা
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অনুশীলনের জন্য ব্যস্ত নই। চতুর্থবর্গেরও
অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণিত হয় ভগবৎপ্রেমার কাছে। ভগবানের
সুখোদয় হচ্ছে কি না, এরই মূল অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া
আবশ্যক,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" (ভঃ রঃ সিঃ)

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ॥" (ভঃ রঃ সিঃ)

যে কয়দিন বেঁচে থাক্‌ব, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, প্রত্যেক প্রশ্বাসে, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক হস্তসঞ্চালনে, প্রত্যেক কথায় যেন কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন কর্‌তে পারি। অনুশীলনটা সেব্য পুরুষের সেবার জন্য কর্‌ছি, না নিজের দেহ-মনের খানিকটা ভাগ সেখানে বসা'বার চেষ্টা কর্‌ছি,—এ বিষয়ে সাবহিত হওয়া আবশ্যক।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুর প্রসঙ্গ থেকে এক মুহূর্ত্ত অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হ'লে অনুশীলন হ'বে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর প্রণালী,—

'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যং তত্তোষকারণম্।"

আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদেশ—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯০)

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

(গীতা

মুখে বল্ছি বড় বড় কথা, কিন্তু কার্য্যে যে তিমিরে, তিমিরে থাক্লে চলবে না—ছেঁড়া কাঁথায় শু'য়ে লাখ্ টাকা স্বপ্ন দেখ্লে চল্বে না, অনুশীলন কর্তে হ'বে। অনুশীল অর্থে—কৃষ্ণানুশীলন. আর কৃষ্ণানুশীলন অর্থে—অপ্রাকৃত কৃষ্ণে অপ্রাকৃত নামানুশীলন। অনুশীলন কর্তে হ'লে তৃণ হ' সুনীচ. তরু হ'তে সহিষ্ণু, অমানি ও মানদ হ'তে হ'বে - কৃত্রি ভাবে নয়। কৃষ্ণানুশীলনকারীর বাণী অনুক্ষণ কর্ণে গ্রহণ কর্ হ'বে শ্রবণ পথের দ্বারাই মঙ্গল হ'বে। শ্রীগৌরসুন্দর গ হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে পড়ুয়াগণকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে শিক্ষার সারকথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচারিত হোক, সক বিদ্যাপীঠে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সেই বাণী প্রচারিত হোক তা' হ'লে শিক্ষক ও ছাত্রের মঙ্গলোদয় হ'বে, ছাত্রগণ প্রকৃ শিক্ষিত ও শিক্ষকগণ প্রকৃত শিক্ষক হ'তে পার্বেন।

———

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

তারিখ—১৭ই আষাঢ় (১৩৩৭), ইং ২রা জুলাই (১৯৩০)

বুধবার, রাত্রি ৮ ঘটিকা

(৮ম খণ্ড)

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ "মানবজীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে কিছুকাল বক্তৃতা করেন। তৎপরে ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথজী ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরচিত "নারদমুনি বাজায় বীণা" সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামুখে যে ভগবদুপাসনা-রাজ্যের তারতম্য-বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারই চুম্বক (যথাসাধ্য প্রভুপাদের ভাষায়) নিম্নে বিবৃত হইল।]

কীর্ত্তন-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি নমস্কার করি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, আমরা পরম সত্যবস্তুর ধ্যানকারী। ধ্যানের কার্য্য—কৃতযুগের ; ত্রেতা-দ্বাপর ও কলিযুগে মানুষের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ক্রমেই ক'মে আস্‌ছে। কাজেই সে যুগগুলিতে ধ্যানের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয় না। ধ্যাতা ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়—ধ্যেয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন ; সে জন্যই সত্যযুগের

পরবর্ত্তী সময়ে যজ্ঞের বিধান, অর্চ্চনের বিধান প্রভৃতি প্রবর্ত্তি হ'য়েছে।

আমরা কলিহতজীব। সর্ব্বদাই তর্কের দ্বারা বিধ্বস্ত হচ্ছি যে কোন কথাই বলা যাক্ না কেন, তা'র প্রতিকূলে তর্ক উপস্থিত হয়—এটাই তর্কযুগের লক্ষণ।

ধ্যেয়বস্তু বিষয়ে আমরা ধ্যেয়, ধ্যান ও ধ্যাতা—এই ত্রিবিধ বিষয় লক্ষ্য করি। ধ্যায়বস্তুটী পরম সত্যবস্তু হওয়া চাই যিনি ধ্যান কর্‌বেন—যাঁ'কে ধ্যান কর্‌বেন ও ধ্যানরূপ মধ্যবর্ত্তী কার্য্য—এই তিনটী নিত্য হওয়া আবশ্যক। চিন্তনীয় বস্তু বা ধ্যানের বিষয় যদি পরিবর্ত্তনশীল হয়, ধ্যাতা যদি পরিবর্ত্তিত হন—ধ্যান যদি বিনষ্ট হয়, তা' হ'লে আর তা'কে "ধ্যান" বলা যায় না। ধ্যানকেই কিঞ্চিৎ সহজ কর্‌বার জন্য ত্রেতায় যজ্ঞ ও দ্বাপরে অর্চ্চনের ব্যবস্থা. 'যজ্ঞ' এবং 'অর্চ্চন'ও যখন সুষ্ঠুরূপে সম্ভব হয় না', তখন ধ্যানের অসুবিধা, যজ্ঞের অঙ্গহীনতা, অর্চ্চনের অসম্পূর্ণতা পরিপূরণ এবং ধ্যানকে আরও অধিকতর সহজ, সুলভ, ও সর্বব্যাপক কর্‌বার জন্য 'কীর্ত্তন' প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে। কলিতে কীর্ত্তনেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য স্বীকৃত হ'য়েছে। কারণ উচ্চ কীর্ত্তন অন্যান্য বিচারের প্রণালীকে স্তব্ধ ক'রে দেয়।

ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন প্রভৃতি সাধন-প্রণালীতে নিজের যেখানে যেখানে অসুবিধা আছে, তাহা অপরের দ্বারা শোধিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঐ সকল কার্য্যে লোককে-বেশ ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তনকারীর অন্য লোকের কাছে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে

পরীক্ষা দিতে হয়। কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য সাধন-প্রণালী অপরের পরীক্ষার জন্য প্রদর্শিত হয় না। সব সময়, সকল অবস্থায় সকলেই কীর্ত্তন করতে পারেন; কিন্তু ধ্যান, অর্চ্চন ও যজ্ঞ সম্বন্ধে তা' সম্ভব নয়। উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা যায়—মনে মনেও কীর্ত্তন করা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন হচ্ছে—রাইকানুর গান। আজ-কাল 'রাইকানুর গান' অনেকের আদরের বস্তু হয় না। রাই-কানুর গানের নামে 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতির কথা বলছি না, তা'র নাম রাইকানুর গান নয়, সেগুলি কেবল অপরাধ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ।

আধ্যক্ষিকগণের অনেকে মনে করেন, রাধাকৃষ্ণের গান সর্ব্বাপেক্ষা অবিবেচনার কথা! তদপেক্ষা রুক্মিণীশের গান—দ্বারকানাথের গান ভাল; কেননা, সেখানে বিবাহিত পতিপত্নীর কথা র'য়েছে। রাইকানুর গান অপেক্ষা রুক্মিণীশের গান পবিত্রতর; তদপেক্ষা সীতারামের গান আরও পবিত্র। কেননা, দ্বারকানাথে বিবাহিত পতি-পত্নীর বিচার থাকলেও তিনি বহু মহিষীর পতি, বহুবল্লভ। কিন্তু রামচন্দ্র একপত্নীব্রতধর। দ্বারকা-নাথের বহু মহিষী থাকায় তাঁ'র প্রণয় বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে, আর তদনুসারে মহিষীগণেরও পতিভক্তি বিভক্ত হ'য়েছে। সুতরাং সীতারামের গানই ভাল। রাধাগোবিন্দের গান সর্ব্বা-পেক্ষা অবৈধ। কিন্তু কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর বলেছেন,—রাধাগোবিন্দের গান ব্যতীত এরূপ পরম মঙ্গলময় ব্যাপার আর কিছুই নেই।

আধ্যক্ষিকগণ বলেন,—সীতারামের গান অপেক্ষা লক্ষ্মী নারায়ণের গান আরও ভাল। কারণ নারায়ণ অজবস্তু; তাঁ মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ কর্‌তে হয় নি। আবার কতকগুলি লো বলেন,—একল-বাসুদেবের গান আরও ভাল। তিনি পুরুষোত্ত তত্ত্ব- যেমন জগন্নাথের উপাসনা—তিনি প্রভু আমরা ভৃত্য আবার কেউ বল্‌ছেন—পুরুষোত্তমের গান অপেক্ষা ক্লীবব্রহ্মে গান (?) আরও ভাল! যিনি পুরুষোত্তম নন, শক্তিও নন অচেতন পদার্থ, তাঁ'তে চেতনের আরোপ ক'রে তাঁ'র উপাস আরও ভাল! এরা কীর্ত্তন-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের কথা হ'তে ক দূরে চ'লে আস্‌লেন !!

চেতনধর্ম্ম আছে, অথচ ক্লীব-পদার্থ এরূপ ক্লীবব্রহ্মের গান অপে নির্গুণ ব্রহ্মের গান আরও ভাল ! সেখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ একীভূ হ'য়ে গিয়েছে। আবার কেউ বল্‌ছেন,—নির্গুণের গান অপে সগুণের গান আরও ভাল। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য স্বীকার ক সত্ত্বগুণের আশ্রিত হওয়াই ভাল কথা। গুণজাত জগতে বা করা-কালে নির্গুণ জিনিষটা বুঝ্‌তে পারি না—অতএব সগুণ উপ সনাই ভাল। পঞ্চোপাসনা সগুণ উপাসনার অন্তর্গত। ত হ'তে আর একটুকু নেবে এসে নায়কপূজা—বীরপূজা—মা পিতার পূজা।

যাঁ'র বল নেই—তিনি বলের উপাসনা করাটাই সব চে বড় কাজ মনে করেন; যাঁ'র যে ঐশ্বর্য্য নেই, তিনি সেই ঈশ্বর টুকু সঞ্চয়ের জন্য সেই ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ-মূর্ত্তির উপাসনা করেন

এরূপভাবে নায়ক-পূজা বীরপূজার উদ্ভব হ'য়েছে। আবার কেউ বলেন,—'দূর ছাই, উপাসনা করবনা, সব ভেঙ্গে দিব। 'উপাসনা' প্রভৃতি হাঙ্গামার দরকার কি? ওসব বিচার বড় জটিল—যা বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে, তাই স্বীকার করা যাক্!'

বিচারশক্তি অচেতনের বশীভূত হ'য়ে গেলে মানুষ আস্তিক্য-বিচার-রহিত হ'য়ে যায়—খাব-দাব-থাক্‌ব চার্ব্বাকের বিচার এসে যায়। যা'তে সর্ব্বক্ষণ থাকা যায়, তাই করা যাক্ তা'তেই বহু লোকের অনুমোদন ও রুচি। যত উত্তরোত্তর আস্তিকতার অভিযানের দিকে উপরে উঠ্‌ছে, ততই লোক কমে যাচ্ছে, আর যত নাস্তিকতার দিকে গতি হচ্ছে বা নেবে আস্‌ছে, ততই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রত্যগ্‌গতির দিকে লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই কম হচ্ছে, আর পরাগ্‌গতির দিকে লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হচ্ছে।

পরাগ্‌গতির অভিযান হ'তে Henotheism, Kathenotheism, Anthropomorphism প্রভৃতির বিচার প্রবল হচ্ছে। জগতের আধ্যাত্মিক-সম্প্রদায় বহির্জগতের বস্তু বা অভিজ্ঞতাবাদে আসক্ত হ'য়ে নিম্নাধিকারে এসে যায় এবং তা'কেই খুব 'পাণ্ডিত্য' মনে করে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি অধোক্ষজ ভগবদবতার অর্থাৎ চেতনের অধোক্ষজ ক্রমবিকাশবাদকে zoo-morphism বা সাধারণ evolution এর বিচার—Lamark এর বিচারের মত কল্পনা ক'রে অনেকে অপ্রাকৃতে প্রাকৃতত্ব আরোপ কর্‌তে ধাবিত হয় অর্থাৎ 'প্রাকৃত সহজিয়া' বা 'মাটিয়া'-মতবাদ-প্রচারক হ'য়ে যায়। সেই সকল ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে যে-সকল

কীর্ত্তন, যেমন Agnostic দলের কীর্ত্তন, Sceptic দলের কীর্ত্ত Atheist দলের কীর্ত্তন, সগুণবাদিগণের কীর্ত্তন, নির্গুণবাদি গণের কীর্ত্তন ক্লীব-ব্রহ্মবাদিদের কীর্ত্তন ইত্যাদি—সে সকল 'প্র কীর্ত্তন' পদবাচ্য নয়। শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—রাইকানু কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন,— উহা একল বাসুদেবের কীর্ত্তন, লক্ষ্মী নারায়ণের কীর্ত্তন, সীতারামের কীর্ত্তন, স্বকীয়বাদীর কী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও পরমরস-চমৎকারিতাময়।

"গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম্ম ?
'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি'— যেই গীতের মর্ম্ম ॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥"

সর্ব্বক্ষণ রাইকানুর কীর্ত্তনই জীবের সহজধর্ম্ম—রাইকানু প্রেম লীলার কথাই মুক্ত জীবের সর্ব্বক্ষণ শ্রবণীয়। রাইকানু কীর্ত্তন ব্যতীত আর বড় কোন কথা হ'তে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দ ব'লেছেন,—আত্মা পূর্ণতমরূপে বিকাশ লাভ কর্‌বে ও পরমাত্ম সম্পূর্ণ অবিমিশ্র সেবা হ'বে রাইকানুর কীর্ত্তনে—পারকীয় বিচা রাধা-গোবিন্দের কীর্ত্তনে। এটাই মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রধান কথা।

দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চ; হ্রস্ব, দীর্ঘ ও পরিমণ্ডল অর্থাৎ তৃ মানের রাজ্যে আবদ্ধ থাক্‌লে জীব আধ্যক্ষিক হন; বি আধ্যক্ষিক জ্ঞান ব্যতীত অধোক্ষজের ধারণা মানবজীবনেই সম্ভব

পুরুষোত্তমবাদ হ'তে Theism (আস্তিকতা) আরম্ভ হ'য়ে ও উত্তরোত্তর কিরূপ বিস্তার লাভ ক'রেছে, তা' আধ্যক্ষিক বিচ প্রবল থাক্‌লে বুঝা যায় না। অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজের প্র

উন্মুখ না হ'য়ে যদি কেবল আধ্যাত্মিক হই, তা' হ'লে ক্রমে প্রস্তরত্ব বা পশুত্বে নেবে যাব। ক্লীব-ব্রহ্মবাদ হ'তে সগুণবাদে সংশয়-বাদে কেবল'খাব-দাব থাক্‌ব' বিচারে এসে পড়্‌ব। এ জগতে যদি অত্যন্ত আসক্তি হয়, তখন বিয়োগধর্ম্ম আস্‌লে শোক এসে উপস্থিত হ'বে। শোক, ভয়, মূঢ়তা হ'তে আমাদের মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

কএকদিন ত' মাত্র এই পৃথিবীতে থাক্‌ব, তারপর জীবিতোত্তর কালে আমি কোথায় নীত হ'ব, কিরূপে থাক্‌ব—চিন্তা করা উচিত। পৃথিবীতে যে ক'দিন আছি, অতি সহজভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে – কি প্রকারে নিত্যবাসস্থলীর দিকে অগ্রসর হ'তে পারি, সেই বিচারটা উত্তরোত্তর প্রবল করা দরকার। পৃথিবীতে কিরূপভাবে থাকলে সুবিধা হ'বে, তা'তে আবদ্ধ না থেকে কি প্রকারে জীবিতোত্তরকালে নিত্যকাল সুবিধায় থাক্‌তে পার্‌ব, তার বিচার করা আবশ্যক। সেই বিচার কর্‌তে গিয়ে উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের স্বরূপ বিচার করা প্রয়োজন।

এ জগতে কাম-ক্রোধ লোভ-মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাচ্ছি। এখানে আমরা কামে কিরূপ আবদ্ধ হ'য়ে নিজ অমঙ্গল বরণ কর্‌ছি! কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—চিন্তা নেই—কাম কেটে যা'বে কামের প্রকৃত পাত্রে অর্থাৎ অপ্রাকৃত কামদেবে সর্ব্ব কাম নিযুক্ত হ'লে— রাইকানুর গান কীর্ত্তন কর্‌লে—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩

যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি মধু
লীলা নিজের অপ্রাকৃত হৃদয়ের দ্বারা বিশ্বাস ক'রে বর্ণন বা শ্র
করেন, তাঁর প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হ'য়ে যায়
অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত-রাজ্যেই নি
অস্তিত্ব অনুভব করায় প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁ'কে পরাভূত করা
সমর্থ হয় না। তিনি জড়ে পরম নির্গুণভাববিশিষ্ট হ'য়ে অচঞ্চ
মতি এবং কৃষ্ণসেবায় নিজাধিকার বুঝ্‌তে সমর্থ। প্রাকৃত-সহজি
গণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেউ যেন মনে না করেন, প্রাকৃত কা
লুব্ধজীব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ কর্‌বার পরিবর্ত্তে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হ
নিজ ভোগময়রাজ্যে বাস এবং সাধনভক্তি পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণে
রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজের-মত প্রাকৃত ভোগে
আদর্শ জেনে শ্রবণ-কীর্ত্তন কর্‌লেই তাঁর কাম বিনষ্ট হ'বে
এরূপ ভোগবুদ্ধি নিষেধ কর্‌বার জন্যই মহাপ্রভু 'বিশ্বাস' শব্দদ্বা
প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রাকৃত-বুদ্ধি নিরসন ক'রেছেন। কৃষ্ণলী
—সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চি
(অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি
কর্‌বার যত্নের সহিত আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে চিৎপ্রেমের উদ
পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হ'তে থাকে
সম্পূর্ণ-চিন্ময়-লীলা উদিত হ'লে আর কিছুমাত্র জড়কামের গ
থাকে না।

কামের যন্ত্রণায় মানুষ কিরূপভাবে অমঙ্গল বরণ কর্ছে। "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণ-বর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥"—এ সকল সাধারণ নৈতিক কথা মহাভারতের পাঠক পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ আলোচনা ক'রে থাকেন। কামের ক্রীড়া-পুত্তলি না হ'য়ে কিরূপে মঙ্গল-লাভ কর্ব, তা' আলোচনা করা উচিত। "বরঃ দেহি, ধনং দেহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি, দ্বিষো জহি' প্রভৃতি অমঙ্গলময়ী কামনার হাত হ'তে অনায়াসে লোক পরিত্রাণ লাভ করতে পারে অবিলম্বেই সকল দুষ্ট কামনার হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ কর্তে পারে—জড়-বস্তুর প্রতি কাম, আসক্তি বিদূরিত হ'তে পারে, যদি চার প্রকার আস্তিক-পর্য্যায়ে যে সর্ব্বোত্তম রাধাগোবিন্দের কথা, সেই কথা যদি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত মানুষ আলোচনা করে। শুধু কাম দূর করা নয়, কামের যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ কৃষ্ণকাম বা প্রেমলাভ কর্তে পারে—এই রাইকানুর গান কীর্ত্তনে। কাম- পরম গতিশীল বৃত্তি, উহা কখনই কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ হ'তে পারে না, কেবল উহার যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ উহার গতি স্বাভাবিকী করা যেতে পারে মাত্র। কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণে কাম নিযুক্ত করাই কামের একমাত্র যথার্থ ব্যবহার বা উহাই কামের স্বাভাবিকীগতি। ঠাকুর মশাই ব'লেছেন,—

"কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে"

শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"কামধ্বঃ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া।"

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥" (ভঃ রঃ সঃ ২।১৮

গোপরামাগণের শ্রীচরণরেণুতে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে— শ্রীরূপ শ্রীপাদপঙ্কজে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে রাইকানুর গান কী ব্যতীত কখনই সম্পূর্ণভাবে কাম বিদূরিত হ'তে পারে না।

এ জগতে natural philosophy আলোচনা করেন যাঁ'রা- রাসায়নিক বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া করেন যাঁ'রা, তাঁ'দের দিক থে imanent (অন্তর্য্যামী) এর বিচারটা অনেকে বুঝেন। বহি গতের প্রণালীতে এরূপভাবেই আমরা অনেকে অগ্রসর হচ্ছি অচেতনধর্ম্মের আলোচনা ত' অনেক হ'লো। আমাদের An tomyর (শরীর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা) দ্বারা পুরুষ-স্ত্রী বিচার জগ সমৃদ্ধি হচ্ছে বুঝি। কিন্তু ঐ সকলের আলোচনা মাত্র ক'রে তা প্রকৃত ফল গ্রহণে বিমুখ হ'য়ে যাই। বাস্তবসত্যের বাস্তবি আলোচনা করা আবশ্যক।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির তরতম বিচা পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট না হ'য়ে আমরা মধুর রতির শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বো মত্ব উপলব্ধি কর্‌তে পারি। সভ্যজগতে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর স্নে ধীন থাকাটা জীবনের সার্থকতা মনে করেন। পূর্ব্বে বালক-বালি পৃথক্ থাকে, বয়ঃপ্রাপ্তিতে তা'দের চিত্তভাব বিকশিত হয়, তা' সুখ-শান্তি আনয়ন কর্‌বে ব'লে সংসারের দিকে অগ্রসর হ চেতনের ভাবটা পূর্ণতা লাভ কর্‌বে ব'লে তা'রা ঐরূপ অভি

করে কিন্তু এসকল বিবেক কতক্ষণের জন্য ?

বাল্যকালে আমরা আমাদের অভিভাবক সম্প্রদায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে জীবন পরম সুখময়, শান্তিময় কর্‌বার জন্য কত কষ্ট করে পড়াশুনা, চাকুরী প্রভৃতি ক'রে থাকি। যাঁরা পৃথিবীতে মাত্র অস্তিত্বটুকু দেখ্‌ছেন, তাঁদের বিচার ঐরূপ গণ্ডি ছেড়ে আর বেশী অধিক উচ্চে উঠতে পারে না। কিন্তু যাঁরা অনন্তকাল দেখ্‌তে পান বা পেয়েছেন তাঁদের বিচারের গণ্ডি অতটুকু নয়। তাঁ'রা উপাস্য-বিচারে পুরুষোত্তমবাদ হ'তে আরম্ভ ক'রে পূর্ণতম উপাস্য-তত্ত্বের বিচার অর্থাৎ রাইকানুর কীর্ত্তনেই পরম মঙ্গলের নিদান দেখ্‌তে পান। তাঁরাই জানেন —

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্লোকটীর অবতারণা ক'রে আমাদিগকে উপাস্য-তত্ত্বের পূর্ণতমত্ব জানিয়েছেন। জগতে যে দেহের বা জড়ের দাম্পত্য, তা'তে সমূহ অমঙ্গলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চেতনের দাম্পত্যেই মঙ্গলের কথা নিহিত। তাঁ'রই গান শ্রবণ-কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

মানবজাতির আধ্যক্ষিকজ্ঞানে লৌকিক শব্দ যে পরিমাণে শ্রদ্ধা বা আস্থা স্থাপন ক'রিয়েছে, সেই পরিমাণে আমরা পৃথিবীতে আসক্ত হচ্ছি। কিন্তু যদি অধোক্ষজজ্ঞানে শ্রদ্ধান্বিত হ'তে পারি, তা' হ'লে ভগবানের চিদ্‌বিলাসের সেবায় প্রবেশাধিকার পেতে পার্‌ব। যদি প্রকৃত গুরুর নিকট হ'তে শব্দ শ্রবণ করি—

শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে যদি শ্রবণ করি.—যদি রাইকানুর গান আম
অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত কর্ণে প্রবিষ্ট হ'তে পারে—যে-ব্যক্তি কপ
নয়—জড়-সংসারাসক্ত নয়—যে ব্যক্তি জড় চক্ষু-কর্ণ-ত্বকের দ্বা
বিষয় গ্রহণ কর্ ছে, সেরূপ ব্যক্তির নিকট নয়—যদি কৃষ্ণতত্ত্ববি
পরম মুক্তের নিকট রাইকানুর গান শ্রবণ করি, তা' হ'
আমারও যোগ্যতা হ'বে, আমিও রাইকানুর গান করতে পার
যদি আমার কর্ণবেধ হয়—যদি দশবিধ সংস্কৃত হই, তা'হ'
ক্লীবব্রহ্মের উপাসনার অকর্ম্মণ্যতা বুঝতে পার্ব পুরুষোত্তমবা
হ'তে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনার উৎকর্ষ, তদ্‌পেক্ষা সীতারা
উপাসনার উৎকর্ষ; তদপেক্ষা রুক্মিণীশের উপাসনার শ্রে
এবং সর্ব্বোপরি রাধাগোবিন্দের সেবার পরম শ্রেষ্ঠত্ব উপল
ক'রে রাধাদাস্যে নিযুক্ত হ'ব।

পুরুষোত্তমের উপাসনায় ক্লীবত্ব বিচার নিরস্ত হ'য়ে
ক্লীবত্ব নিরস্ত হ'লেও পুরুষোত্তমবাদে কেবল অর্দ্ধাংশ-বিচা
কেবল-পুরুষ-বাদের অর্দ্ধাংশ-বিচার মিথুনবাদে বা সীতারা
উপাসনায় অপগত হ'য়েছে। কিন্তু সীতারামের উপাসনা আম
দাস্যরসে মাত্র কর্‌তে পারি, যেমন—বজ্রাঙ্গজীর দৃষ্টান্ত। য
আমরা বলি, সীতাদেবী যেরূপভাবে রামচন্দ্রের উপাসনা ক'রেছে
আমাদেরও সেরূপভাবে রামচন্দ্রের উপাসনা কর্‌বার যোগ্য
আছে, তা'হ'লে রামচন্দ্রের একপত্নীব্রতধরত্ব ভঙ্গ হয়। হনুমা
আনুগত্য ব্যতীত—দাস্যরসে উপাসনা ব্যতীত অন্য প্রকারে সী
রামের উপাসনা সম্ভব হয় না। রুক্মিণীশ—ক্ষত্রিয় রাজকুমা
তাঁ'র উপাসনাও আমরা মহিষীগণের দাসী হ'য়ে মাত্র দাস্য-র

কর্‌তে পারি। কিন্তু রাইকানুর উপাসনায় রাধাগোবিন্দের দাম্পত্য নষ্ট হয় না—উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণ—স্বরাট্ পুরুষ—স্বতন্ত্র পুরুষ। গোপীর যে চিত্তবৃত্তি, তা'তে তিনি বলেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

উপাস্য-নির্দ্দেশের কথা শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপভাবে ব'লেছেন সেরূপ পরম পবিত্র, পরম শ্রেষ্ঠ, পরম কমনীয়, পরম মাধুর্য্যমণ্ডিত উপাস্যের বিচার আমাদের কর্ণে কোন দিন প্রবেশ কর্‌বে না—যে পর্য্যন্ত না আমরা শ্রদ্ধান্বিত হ'ব। শ্রদ্ধান্বিত হ'লে হৃদ্‌রোগ—মনের চাঞ্চল্য—চক্ষু কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের দ্বারা বিষয়-গ্রহণ ইত্যাদি হৃদয়ের তুষ্পিপাসা সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হ'য়ে যায়।

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ, যদি বলে একবার
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥'

খণ্ডিত বস্তুকে মেপে নেওয়া যায়। মেপে-নেওয়া ধর্ম্মে—কুদার্শনিকের চিত্তবৃত্তিতে—পূর্ণের সহিত বিরোধকারী যে ভাব অভিজ্ঞতাবাদের দ্বারা লভ্য হয়, সেরূপ অসম্পূর্ণতায় যেন আবদ্ধ না হই। হাড়মাসের থলে—যা' পঞ্চভূতে পুনরায় বিতরিত হ'য়ে যা'বে, তা'দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত রাইকানুর সেবা হয় না। তা'দ্বারা আবৃত হ'লে চেতন কখনও সহজগতি পাবে না।

রাইকানুর গান করবার জন্য যাঁরা ব্যস্ত হ'বেন, তাঁদের চিত্তবৃ
হ'বে—মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের চরম শ্লোক,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

আমার ব্যক্তিগত আনন্দের মধ্যে যে দৌরাত্ম্য, সেই দৌরা
তোমাকে চাকর ক'রে খাটিয়ে নিব না— তোমার যা' ইচ্ছা, তা
যদি আমি কষ্টও পাই, সেই কষ্ট পাওয়াটাই আমার আনন্
এরূপভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'লেই কৃষ্ণ তাঁ'র সেবক
নিবেদন গ্রহণ করেন, নতুবা কৃষ্ণ গ্রহণ করে না। কৃষ্ণের স্বার্
আমাদের স্বার্থ, তদ্ব্যতীত সব অপস্বার্থ।

রাইকানুর গান পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নি। ডাঃ স্
ভাণ্ডারকার, ম্যাকনিকল্, কেনেডি প্রভৃতি রাইকানুর গান বুঝ
পারে নি। প্রাকৃত সহজিয়াগণও রাইকানুর গান বুঝ্তে পা
না। নাস্তিক-সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা আরও অনেক ক
ব'লেছেন,- যাঁ'দের বিচার শ্রীচৈতন্যের বিচার হ'তে বিক্ষি
সেই সকল অচৈতন্য বিচারের কথা শুনতে হ'বে না। তা
তৃতীয়মানের অধিক দেখতে পাচ্ছে না— চতুর্থমানের কথার খ
পাচ্ছে না। এইজন্য গীতা ব'লেছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অন্যান্য সব কীর্ত্তন - ছুঁচোর কীর্ত্তন। অন্যান্য সব গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হ'য়ে গেলেও কোন অসুবিধা হ'বে না—যদি ভাগবতগ্রন্থখানা থাকে—যা'তে রাইকানুর কীর্ত্তন র'য়েছে। জগতে তুলনামূলক বিচার হোক, আস্তিকতার কথার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের কথা সর্ব্বোত্তম কি না? এক রাইকানুর কথা থাক্‌লেই—চৈতন্যের কথা থাক্‌লেই—ভাগবতগ্রন্থ থাক্‌লেই সমগ্র জগতের মঙ্গল হ'বে। সকল বিদ্বৎসমাজ আলোচনা করুন—সমগ্র জগতে বিদ্বৎ প্রতিভা সমৃদ্ধ হ'বে। এটা তর্কের কথা নয়—সভা জয় করার কথা নয়—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থানুসন্ধিৎসুর নিকট অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত নিবেদন কর্‌ছি, শ্রীচৈতন্যদেবের কথার তুলনামূলক আলোচনা হোক,—

> "দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
> কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
> হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
> চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

শ্রীচৈতন্যচরণে অনুরাগবিশিষ্ট হ'লে সর্ব্বোত্তম মঙ্গল হ'বে। আপনারা সকলেই সাধু লোক, যেহেতু আপনারা মানুষ আকার ধারণ ক'রেছেন—চৈতন্যকথা শুন্‌বার কান পেয়েছেন। আপনাদের সব ভাল কথা খানিকক্ষণের জন্য বন্ধ ক'রে রেখে একটুকু চৈতন্যবাণী শ্রবণ করুন।

—০—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১১ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, শ্রীরাধাষ্টমী)

[পুষ্পরস]

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ
ধন্যাতিধন্য পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্র দুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানু-ভূবো দিশেঽপি ॥"

যে বৃষভানু-নন্দিনীর গাত্রবসন অনিল-প্রবাহে মধুসূদনে গাত্রস্পৃষ্ট হওয়ায় ভগবান্ আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছিলেন সেই বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে আমি প্রণাম করি ; এই কথাটী 'শ্রীরাধারস-সুধানিধি' গ্রন্থে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ স্বয়ং একজন যূথেশ্বরী, তিনি কৃষ্ণলীলায় তুঙ্গবিদ্যা। আমরাও শ্রীপ্রবোধানন্দ পাদের অনুগমনেই বৃষভানু-কুমারীর অভিমুখে প্রণাম করিতেছি।

জগতে শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের আধারস্বরূপ নানা প্রকার বস্তু বিদ্যমান আছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ঐ সকল শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের সমাশ্রয়। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের আশ্রয়তত্ত্ব। আবার সেই ভগবান্ যাঁহার আশ্রয় ও বিষয় সেই স্বরূপটী যে কত বড় তাহা মানবজ্ঞানের অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত সেই ভুবন্-মোহন মদনমোহনও

যাহাতে মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু তাহা ভাষাদ্বারা অপর লোককে বুঝান যায় না।

যদিও কৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই বিষয়। জড় জগতে যে প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য স্থাপিত রহিয়াছে, উচ্চাবচভাব রহিয়াছে, পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই প্রকার ভেদ-নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদক ও আস্বাদিত-রূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য বেশী না হয়, তবে মোহনকার্য্য হইতে পারে না। শ্রীমতী ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, হরিহৃদ্ভৃঙ্গমঞ্জরী, মুকুন্দ-মধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী, কৃষ্ণাকর্ষিণী, কৃষ্ণকান্তা-গণের অংশিনী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীব সমষ্টির ভাষাতে বোঝান যায় না। সেবকের এরূপ ভাষা নাই, যাহা সেব্য বস্তুকে বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণনা করিতে সেব্যই সমর্থ। তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণী তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ; যিনি বৃষভানুসুতা ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন গুরু বা গৌরদাসগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিততনু"—রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন সেই কৃষ্ণ-চন্দ্রই জগতে শ্রীমতীর কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার

প্রিয়তম দাসগণও সেই তত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কো ব্যক্তিই সমর্থ নহেন। পূর্ব্বে জগতে যেরূপ বৃষভানুরাজকুমারী কথা প্রচারিত হইয়াছিল, আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীনিবাসাচা ও সুদর্শনাচারীকে শ্রীরাধাগোবিন্দের যে সেবা প্রণালীর ক বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমতীর স্বরূপ তত সুসমৃদ্ধভাবে প্রক শিত হয় নাই। মাধ্যাহ্নিক লীলায় যাঁহাদের প্রবেশাধিকার ছি না, তাঁহাদের নিকটই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঐরূপ লীলা-কথা ব মানিত হইয়াছিল। কলিন্দতনয়াতটে নৈশ-বিহারের কথা যা শ্রীনিম্বার্কপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীল রূপপাদ ও শ্রীগৌ সুন্দরের প্রিয়তমগণ-কথিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুরিমার উৎক তারতম্যবিচারে তাহা হইতে অনেক উন্নত ও সুসম্পূর্ণ। দ্বৈতাদ্বৈ বিচার হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ রসের উৎকর্ষের কথা, গোলোকে নিভৃত স্তরের কথা, রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময় তরুত অপূর্ব্ব নবনবায়মান বিহার-কথা শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ব্বে কো উপাসক সুষ্ঠুবর্ণনে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাসস্থলী লীলার কথা মাত্র অবগত ছিলেন ; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভা নন্দিনী কি প্রকার কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তা পূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না—সেই সৌন্দর্য্য সেবায় অধিকা ছিল না।

বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি বহু কৃষ্ণসেবিকা রাসস্থলীতে যোগদানের অধিকার পাইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীরূপ কথিত,—

"দোলারণ্যাম্বু বংশীহৃতিরতিমধুপনার্কপূজাদি"

শ্লোক-নির্দ্দিষ্ট লীলাপরাকাষ্ঠার কথা গৌড়ীয় মধুর-রসসেবী গৌরজন ব্যতীত অন্যের লভ্য নহে।

—একথা নিগমানন্দ সম্প্রদায়ের কাহারও জানা নাই। শ্রীমতীর পাল্যদাসীর উন্নত পদবী সন্দর্শন মানবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। বার্ষভানবীর নিত্যকাল সেবানিরত নিজজন ব্যতীত এসকল কথা কেহ জানিতে পারেন না। যেদিন আপনাদের সমগ্র বাহ্যজগতের অনুভূতি থাকিবে না, তুচ্ছনীতি, তপঃ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির চেষ্টা থুৎকারের বস্তু বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্য্য প্রধান শ্রীনারায়ণের কথাও ততদূর রুচিকর বোধ হইবে না, রাসস্থলীর নৃত্যও তত বড় কথা বলিয়া বোধ হইবে না, সেই দিন আপনারা এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবার কথা এদেশের ভাষাতে বলা যায় না। 'স্বকীয়া', 'পারকীয়া' শব্দ বলিলে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ধারণার সহিত মিশাইয়া ফেলি। এই জন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা-কথা বুঝিবার ও শুনিবার অধিকারী বড় বিরল—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এক শ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপপাদ পারকীয়া-সেবায় উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব সেরূপ নহেন। অক্ষজবাদিগণ ভোগপরতা-ক্রমে বিচার করিয়া যাহা পান, প্রকৃত কথা সেরূপ নহে। শ্রীরূপানুগ-প্রবর শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর স্থানেই অবস্থিত ছিলেন।

শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থে শ্রীজীবপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবাহ-ক
বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া এবং সন্দর্ভাদি গ্রন্থে তিনি বিচারপ্র
অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াসম্প্রদায় শ্রীজী
পাদে শ্রীরূপপ্রবর্ত্তিত পারকীয় বিচার স্তব্ধ হইয়া গিয়া
বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

আমরা দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বের ঐতিহ্যে এইরূপ বিচ
লক্ষ্য করি। আজও প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়ে সেই উদ্দা
প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজীবপাদ আচার্য্য। তিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব
কুপথ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুচিবিক
যাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, অপ্রাকৃত চিদ্বৈচিত্র্যের কথা বু
বার যাহাদের সামর্থ্য নাই, সেই সকল লোক মহা অসুবিধ
পড়িতে পারে—এই জন্য শ্রীজীবপাদ ঐরূপ বিচার দেখাইয়াছে

যাঁহারা নীতির পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছেন, যাঁহারা কঠো
তপস্যা ও বৃহদ্ব্রতধর্ম্মযাজনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন-
এইরূপ ব্যক্তিগণও যে আশ্চর্য্য-লীলার এক কণিকাও বুঝি
সমর্থ নহে, সেইরূপ পরম চমৎকারময়ী পারকীয়া লীলা অন
কারিজনগণ বুঝিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই শ্রীজীবপাদ কোন
কোনও স্থলে তত্তদধিকারীর যোগ্যতানুসারে নীতিমূলক বিচ
প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভজনে কোনপ্রকার দো
আসে নাই। গোপালচম্পূর বৈধ-বিবাহ পারকীয় ভাবের প্র
আক্রমণ নহে।

পারকীয়-রসের পরমশ্রেষ্ঠা নায়িকা বৃষভানুসুতা অভিমন্যুর সহিত প্রজাপত্যবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণরূপে পতিবঞ্চনা করিয়া, সর্ব্বক্ষণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্রাকৃতবিচার পরিপূর্ণ মস্তিষ্কগণ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমতী রাধিকা জাররতা ছিলেন। কিন্তু অরুন্ধতী অপেক্ষাও বৃষভানুনন্দিনীর পাতিব্রত্য অধিক। বার্ষভানবী হইতে সমগ্র পাতিব্রত্যধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। উহা যাবতীয় নীতির মূলবস্তু বৃষভানু-নন্দিনীর পাদপদ্মে আবদ্ধ।

"যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥"

—(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতী অংশিনী। অংশী অবতারিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকা লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপতি। তাঁহার নিত্যকাল সেবাধিকারিণী বৃষভানু-নন্দিনী; সুতরাং তিনি নিত্য কান্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। একমাত্র বিষয়—কৃষ্ণ। তাদৃশ রতিবিশিষ্ট যাবতীয় জীবাত্মা সেই ভগবত্তত্ত্বেরই আশ্রয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—জীবাত্মার স্বরূপসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি বা স্থায়িভাব এই পঞ্চপ্রকার। এই স্থায়িভাবরতি স্বয়ং আনন্দরূপা সত্ত্বেও সামগ্রীর মিলনে রসাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। সামগ্রী চারি-প্রকার:-(১) বিভাব, (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভি-

চারী বা সঞ্চারী। রত্যাস্বাদনহেতুরূপ বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। যিনি রতির বিষয় অর্থাৎ যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনি বিষয়রূপ আলম্বন। বিষয়রূপ আলম্বনই রতির আশ্রয়। যিনি রতির আধার অর্থাৎ যাঁহাতে রতি বর্তমান তিনি আশ্রয়-রূপ আলম্বন।

বৈকুণ্ঠাদিতে ত্রিবিধ কালই যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। যে বৈকুণ্ঠাদি লোকের হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এ জড় জগতে ভূত-কাল বা ভাবী কালের সৌভাগ্য বর্ত্তমানকালে অনুভূত হয়না, তদ্রূপ নহে। তথায় সমস্ত সৌভাগ্য একই কালে অনুভূত হইয়া থাকে।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই বিষয় ও অনন্তকোটী জীবাত্মা তাঁহার আশ্রয়। আশ্রয়গণ কিছু বিষয় হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই আশ্রয়। বস্তু এক ও শক্তিত্বে বহু, ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজবাদিগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল নরহরি তীর্থ বংশীয় বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য-দর্পণ' নামক অলঙ্কার গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এইরূপ সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই। এমন কি কাব্যপ্রকাশ বা ভরত মুনিও বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান

বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন অনন্ত কোটী জীবাত্মা আশ্রয়তত্ত্বে বিরাজিত থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব পাঁচটী। মধুর রসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্যে নন্দ যশোদা, সখ্যে সুবলাদি, দাস্যে রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি, শান্তরসে গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত-চেতন চিত্তত্ত্ব গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, কদম্ববৃক্ষ, কদম্ব বৃক্ষের ছায়া, যামুন সৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাহাদের জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাহারা এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপ-পাদ ইহা দেখাইবার জন্য বিষয়ত্যাগের অভিনয় করিয়া "শুষ্করুটী, চানা, এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস" প্রভৃতি "কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগে"র আদর্শ প্রদর্শন করিয়া এই সকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রচার করিয়াছেন।

আমরা যে স্থানে ও যে রাজ্যে অবস্থান করিতেছি, তাহাতে অংশিনী তত্ত্বের কথা আমাদের গোচরীভূত হইতেছে না। বৃষ-ভানুনন্দিনী আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে বস্তুতে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্ম-জগৎ, বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, যে অপ্রাকৃত ধামে চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবাস অধিকার করিয়া বর্ত্তমানা—শ্রীরাধিকা। তিনি সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণ সেবার জন্য পর্য্যঙ্কে শয়ন করেন।

এইরূপ কথা সামান্য মানব-যুক্তির উন্নতস্তরে অধিরোহণ করি-

বার কথা নয়, নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র পর্য্যন্ত কথা নয়, যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আত্ম-বৃত্তিতে এই কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ংরূপ-ভগবানের স্বয়ংরূপিণী। শ্রীরূপ গোস্বামী যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী যাবতীয় নারী-কুলের মূল আকর। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ-বর্ণনে পাই,—

"কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ"। সহস্র সহস্র গোপীর পতি যূথেশ্বরী সমূহ. মূল অষ্টসখীর সহস্র সহস্র পরিচারিকা বৃষ-ভানুনন্দিনীর সেবা করিতেছে। মনোবৃত্তিরূপা সখী আট প্রকার,— (১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা' (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা, (৮) স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

বৃষভানুনন্দিনী বিভিন্ন সেবিকার দ্বারা সেব্যের বিপ্রলম্ভ সমৃদ্ধ করিয়া চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা উৎপাদন করেন। বৃষভানুনন্দিনীর আট দিকে আটটা সখী। বার্ষভানবী যুগপৎ অষ্টভাবে পরিপূর্ণা। কৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক. যে রসের রসিক, যে রতির বিষয়, কৃষ্ণ যাহা যাহা চান, সেই ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণ রূপে কৃষ্ণেচ্ছাপূর্ত্তি-ময়ী হইয়া অনন্ত কাল শ্রীকৃষ্ণের সেবারসে নিমগ্না।

—*—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—চাঁপাহাটী, শ্রীগৌর-গদাধর-মন্দির-প্রাঙ্গণ,

কাল—১৮ই ফাল্গুন ১৩২৪, ২রা মার্চ্চ ১৯১৮, শুক্রবার,

পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস—শ্রীএকাদশী।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥"

আমরা আজ্‌কে শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত ঋতুদ্বীপে উপস্থিত। অনেকে জিজ্ঞেস কর্‌তে পারেন যে, নানা স্থান ভ্রমণ ক'রে কি প্রয়োজন? বিশেষতঃ বাড়ীতে বসে থেকে যদি হরিসেবা হয়, তবে অন্যত্র যাওয়ারই বা কি দরকার?

বাড়ীতে বসে থাক্‌লে আমরা সাধুগণের সহিত মিলিত হ'তে পারি না—তাঁ'দের নিকট হ'তে কথাবার্ত্তা শুন্‌বার অবসর পাই না—আমাদের যখন কাজ না থাকে, তখন অপকর্ম্ম ক'রে বসি—বাজে গল্পে, গুজবে, পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায় সময় কাটিয়ে দি'। সাধুদের সঙ্গে থাক্‌লে হরিকথা শুন্‌তে পারি, নিজদের বিচারে ভ্রান্তি হওয়ায় যে সকল অপকর্ম্ম ক'রে থাকি, তা'হ'তে নির্ম্মুক্ত হ'তে পারি। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারা আমাদের যে অসুবিধা হয়, সাধুর সঙ্গে থেকে হরিকথা শুন্‌লে আমরা সেই অসুবিধার হাত থেকে ছুটী পেতে পারি। হরি—নির্গুণ; আমরা গুণজাত জগতের মানুষ, আমাদের সকল ইন্দ্রিয় গুণজাত বস্তুর সহিত সম্মিলিত হবার যোগ্যতাবিশিষ্ট। এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা

আমাদের সঙ্গে গুণজাত বস্তুরই সাক্ষাৎ হয়। গুণজাত বস্তুর হাত অতিক্রম ক'রে নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নেই— একমাত্র 'কান' ছাড়া। ছ'টা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-কলাপ যে বস্তুর প্রতি নিযুক্ত হ'তে পারে, সেটা হচ্ছে গুণজাত বস্তু। গুণ ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক—মর্ত্ত্যমঙ্গল প্রসব করে, রজোগুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে আমরা ক্ষণিক মঙ্গল বা অমঙ্গলে ধাবিত হ'তে পারি, তমোগুণের দ্বারা অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত হই। যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সার্থকতা মাত্র, মরে গেলে উহাদের কোন সার্থকতা নেই। তখন এই গুণজাত জগৎ আমাদের কাছে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। গুণজাত জগৎ স্তব্ধ হয়ে যায় ব'লে নির্গুণ জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় না।

আমরা গুণাতীত জগতের আদর কর্‌বার প্রয়োজন মনে করি না, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি গুণজাত জগতের বস্তু গ্রহণের উপযোগী হ'য়ে পড়েছে। যে সকল কার্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ঘটে, আমরা সেই সকল কার্য্যেই চেষ্টাবিশিষ্ট হই। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তুতে আমরা প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি। প্রয়োজনবোধে মক্ষিকার গুড় খাবার চেষ্টার ন্যায় আমরা তা'তে ডুবে যাই। যে সকল কথা আমাদের পূর্ব্বে পূর্ব্বে শোনা আছে, তা'তেই আমাদের রুচি হয়; যে সকল কথা আমাদের শোনা নেই, তা'তে আমাদের রুচি হয় না। জড়-জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার

ক'রে আমাদিগকে বিষয়ে নিযুক্ত করায়। আমরা চাই—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। যে যত পরিমাণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে, সে আমাদের নিকট তত প্রিয়। আমরা আশু-প্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে আদর ক'রে সংসারে চিরদিন ঐরূপভাবে জীবন-যাপন কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হই। আমাদিগের বুদ্ধি মনুষ্যত্বের দিকে যাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে উহা নেবে যাচ্ছে। জড়-জগতে যাতে জড়তা উৎপন্ন কর্‌তে পারে, তাই আমাদের আশু প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পরিবর্ত্তিত রুচিতে জীবের চেষ্টা হচ্ছে—বিমুখতার দিকে যাওয়া।

নির্গুণবস্তু স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আস্‌তে পারেন, তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তা'তে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপ-লাপ হয় না। আমার ন্যায় গুণজাত জড়পিণ্ড যে কথা বলে, সে সকল গুণজাত। কিন্তু শ্রৌত-পন্থাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে সকল কথা প্রবিষ্ট হয়,—এমন অলৌকিকী শক্তি সেই শব্দের ভেতরে আছে—যে শব্দ শ্রুতিপথে গেলে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়ে দেয়। যে শব্দ বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাতে পারে, যে শব্দ বৈকুণ্ঠ হ'তে ব্রহ্মলোক-বিরজা ভেদ ক'রে চতুর্দ্দশ ভুবনে অবতীর্ণ হয়, সেই শব্দই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়; আর যে শব্দ জড়াকাশ হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দ আমাদিগকে নরকের পথে লয়ে যায়। এ সকল শব্দ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য—আমাদিগকে মূর্খ কর্‌বার জন্য জগতে প্রচারিত হয়েছে—ভূতাকাশে ব্যাপ্ত রয়েছে। খাওয়া, দাওয়া, থাকা, মিথুন-ধর্ম্মে রত হওয়া, মরে

যাওয়া যে শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়, তা'ই এই জগতের শব্দ। জড় বস্তুতে অধিক জড়তা লাভ হ'তে পারে এই শব্দের দ্বারা। শ্রীচৈতন্য চন্দ্র এ স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জগতে পরব্যোমের শব্দ বিস্তার করতে। কিন্তু সেই পরম কৃপাময়ের সেই কৃপা-কথা এখনও লোকের কাণে যাচ্ছে না। তা'রা যোষিৎসঙ্গ করে—যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ক'রে তাতেই ভুলে থাকে. এজন্য তা'দের মঙ্গল হয় না—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

[ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার জন্য যাহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয় দর্শন ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু]

সৃষ্টির প্রারম্ভে যোষিৎ ও যোষিতের ভোক্তা এ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, তা'রই অধস্তন-সূত্রে এই সকল যোষিৎসঙ্গী-সমাজ জগতে বিস্তার লাভ করায় জগতের এত অমঙ্গল হয়েছে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ যোষিৎসঙ্গী নন —

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥"

মহাপ্রভু বাগানের মালী-হিসাবে আমার ভোগের ফুলের তোড়া আমাকে যোগাবেন, এই বুদ্ধি--ভোগবুদ্ধি ; ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর

বস্তু। যারা ইতর-ব্যোমের শব্দের বাহাদুরী লয়ে 'ভবানীভর্ত্তা' হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ কর্চ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধমতিকৃতদোষ মহাপ্রভু দেখিয়েছেন। যে সকল ব্যক্তির সৌভাগ্য হয়, তারাই এ সকল কথা বুঝ্তে পারেন; যারা ভাগ্যহীন, তারা কথা শ্রবণ কর্চ্ছে মনে কর্লে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুন্লে না—বঞ্চিত হলো। আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা কর্বার জন্য প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হই, তা হলেই আমাদের কাণে কথা যাবে—আমরা কথা শুন্তে পার্ব—ধরতে পার্ব। যার যে অবস্থা, সে অবস্থা হ'তে উন্নত হ'তে হবে—ভাল হ'তে হবে—যমে ছাড়্বে না গায়ে বিষ্ঠা মাখ্লে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবীমায়া ভগবদ্বিমুখতার রাজ্যে উপস্থিত করাচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাক্বে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্বে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শুন্ব—নিষ্কপটে সাধুর সেবা না কর্ব, সেই সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস কর্বে। পশুর যে বৃত্তি, তা'র সঙ্গে যারা মানুষের বৃত্তিকে সমান মনে ক'রে চেতনতার-বৃত্তিকে হারিয়ে ফেলেছে, তা'রা নির্গুণ হরিকথা শুন্তে পারে না। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য—কোথায় হরিকথা হচ্ছে—সত্যি সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, সেইদিকে মনোযোগ রাখা। জগতে অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে মাথা ও জিহ্বার কসরৎ করার লক্ষ লক্ষ দল আছে; পরব্যোম হ'তে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের

তাৎপর্য্য তা'দের উপলব্ধি হ'বে না, তা'রা হরিকথা বলতে পারে না, তা'দের কথা গ্রামোফোনের গানের মত। তারা বিষয়েই ডুবে যাবে—সত্যের উপলব্ধি হবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার করেন, আমাদের যেন বাস্তবিক মঙ্গল হয় এবং সে মঙ্গল হ'তে যেন কোনদিন বঞ্চিত হ'তে না হয়। জড়জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সেই সকল বস্তু তা'দের বিপরীত ধর্ম্ম উদয় করাবে—পাণ্ডিত্য, 'মূর্খতা' আন্‌বে সুখ, 'দুঃখ' আন্‌বে—দুঃখ, 'সুখ' আন্‌বে ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে তা'র আবার অসদুদ্দেশ্য হলো কেন? সে নির্গুণ হরিকথাতে সময় দেয় নাই, কিম্বা শুন্‌বার ছল ক'রে অন্যমনস্ক হয়েছে; সে আপাত-প্রয়োজনীয় সুখের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'তে আদৌ চেষ্টা করে নি, অসৎ লোকের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়জ সুখের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তা'তে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক্ আর না থাকুক্, কিছুতেই অসুবিধা নেই। জীব নির্গুণবস্তু; জীব যখন নিজেকে গুণবদ্ধবস্তু মনে করে, তখনই তার সগুণ জগতের প্রতি আসক্তি হয়। ভগবানের দাস-সমূহ মানবগণের উপকারের জন্য ইহজগতে আগমন করেন। তাঁদের জগতের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নেই—এ জগতে আস্‌বার কোন আবশ্যকতা নেই—জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়দের একমাত্র কর্ত্তব্য। ক্ষুধিতকে অন্নদান প্রভৃতি পণ্ডশ্রম হ'য়ে যায়

যদি মূল বিষয় হ'তে আমরা তফাৎ হই। ভোগরাজ্যে প্রতি-
মুহূর্ত্তে জীবকে আকর্ষণ কর্চ্ছে, মায়া টোপ দেখিয়ে আমাদিগকে
সর্ব্বদা বিদ্ধ কর্চ্ছে, স্ত্রী-হাতী দ্বারা বনের পুরুষ-হাতী বশ ক'রে
শৃঙ্খলিত কর্‌বার মত মায়া যোষিৎসঙ্গাদির লোভ দেখিয়ে জীবকে
সংসারে আবদ্ধ কর্চ্ছে। অসদ্‌বস্তুকে সত্য জ্ঞান ক'রে তা'তে
উপকার হবে মনে ক'রে জীব দৌড়াচ্ছে, মায়া সুখটাকে রেখেছে
মানুষকে বঞ্চনা কর্‌বার জন্য। জগতে যা কিছু আমার ভোগের
চক্ষে সুন্দর- ভালো. সেগুলি সব বড়্‌শী। যে ভোগী হবে,
সে বঞ্চিত হবে—বিদ্ধ হবে। খাবে দাবে নরকে যাবে - এই বুদ্ধি,
বিচারসম্পন্ন মানব জাতিকে গ্রাস করেছে—এর চেয়ে আর
লজ্জার কথা কি! এই বুদ্ধির হাত হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্যে
Sugar coating দিয়ে Quinine খাওয়াবার ন্যায় শ্রীগৌরসুন্দর
ব্যবস্থা করেছেন। ইতর ব্যোমের অসংশব্দ মানুষকে সর্ব্বদা
ইতর বিষয়ে টেনে নিচ্ছে – এই শব্দটাই যত গোলমাল কর্চ্ছে।
মানুষ এই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মৃগের ন্যায় মায়াবী ব্যাধের বাণে
বিদ্ধ হচ্ছে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর হরিকথার সঙ্গে তাল-মান-লয় সং-
যোগ ক'রে জিলেটিং দিয়ে কুইনাইন খাওয়াবার ব্যবস্থা কর্চ্ছেন।
তৌর্য্যত্রিক যা পাপের আকর—মহাপাপিষ্ঠদের কার্য্য; তা
কামদেবের সেবায় নিযুক্ত না হ'লে বিষ উদ্গীরণ করবেই করবে।

যে সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী না করেন, সেই সকল
সাধুর আদর নেই। হরিকথার নামে বর্ত্তমানকালে যারা লোককে
বিপথগামী কর্চ্ছেন, তাদের নিকট হ'তে বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমান-

কালের একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা প্রকৃত সাধু—যাঁরা অসাধুকে ধরে দিতে চাচ্ছেন, অসাধুগণ, কপটগণ, চোরগণ তা'দিকে আবার উল্টে "ঐ চোর"—"ঐ অসাধু"—"ঐ ভণ্ড" ব'লে লোককে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পালাবার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই মানুষকে নিষ্কপট হ'তে দেবে না—কতরকম ক'রে খাঁটি সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল সৃষ্টি কর্চ্ছে। কুলিয়ায় রাসলীলার গান হচ্ছে কত শ্রোতা! আর কীর্ত্তনীয়ারই বা কত তাল-মান ভাঁজার কসরং; কিন্তু বিদ্যাসুন্দর শুনলে যে নরকের পথে ধাবিত হ'তে হয়, রাই-কানুর গান্ (?) শুনেও তাই হচ্ছে। এতে অদ্বিতীয় কামদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হচ্ছে না, সেখানে নিজেরাই কামদেব সাজ্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। রাই-কানুর গান এদের মুখ হ'তে বের হ'তে পারে না। কৃমি যেমন মানুষের সব রক্ত খেয়ে ফেলে—মানুষকে পুষ্ট হ'তে দেয় না, তেম্‌নি এদের যত চেষ্টা, সব অমঙ্গলের পথে যাওয়ার সোপান মাত্র। যা'দের ইন্দ্রিয় জয় হয় নি', তা'রা কি ক'রে রাই-কানুর গান গাইতে বা শুন্‌তে পারে? মহাদেবের জন্য যে ব্যবস্থা, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর জন্যও কি সে ব্যবস্থা হ'তে পারে? এত লোক যে কালকূট-বিষ পান কর্‌তে ধাবিত হচ্ছে—সুধা মনে ক'রে গরলের ভাণ্ড বরণ ক'রে নিচ্ছে, তখন আচার্য্যের চীৎকার কি একবারও এদের কানে যাবে না? সদ্‌বৈদ্য রোগীর মঙ্গলের জন্য বিনা দর্শনীতে প্রাণপণে চেষ্টা কর্চ্ছেন, আর রোগিগণ সেই বৈদ্যবিনাশকার্য্যে উঠে পড়ে লেগেছে। নিজের

পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে। যে-শাখায় বসেছে, সেই শাখাই কাটছে।

কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠকাব—বৈদ্যের চোখে ধূলি দেবো—আমার অসৎপ্রবৃত্তি-কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ কলা দিয়ে পুষ্‌ব—লোককে জান্‌তে দেবো না—লোকের কাছে 'সাধু' বলে প্রতিষ্ঠা নেবো—এ সকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতামাত্র নয়, কিন্তু ভীষণ কপটতা, এদের কোনকালেই মঙ্গল হয় না। মঙ্গলের পথটাকে যা'রা প্রথম মুখেই রুদ্ধ করেছে, তা'দের মঙ্গল হবে না। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে, বিনীতভাবে সাধুদের মুখ-বিগলিত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। যদি আমরা লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি তা'হলে আমাদের নরক-প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'তে থাক্‌বে। শ্রীগৌরসুন্দর যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তা'তে কপটতার স্থান নেই। ছোট হরিদাসের আদর্শে কপটতা ছিল। আমার মত সাধুর বেশ ধারণ ক'রে যদি কেউ অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে যায়—ত্রিদণ্ড নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতাহরণের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তা'হলে সে নিজের গলায় নিজে ছুরি দিলে—হরিভজনের নামে আর কিছু কর্‌লে। লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে, তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি - সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণের প্রবৃত্তি বিশিষ্ট হই, তা'হলে অসুবিধা-সর্পিণীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে

ফেল্‌লাম। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নয়। কপটের প্রতি কথনও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হয় না,—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

(ভাঃ ২।৭।৪২

[ভগবান্-অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন,—তাঁহারা যদি কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি" ও "আমার" বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না।]

'আমি কে'—এই কথা আলোচনা না হ'লেই আমাদের দুর্গতি ঘটে—সংসারের নানা প্রকার প্রলোভনে আমাদিগকে ডুবিয়ে দেয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা এতটুকুও অসতর্ক হই, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া রাক্ষসী আমাদের গলা টিপে আমাদিগকে গ্রাস ক'রে ফেলে। পারমহংসী কথা নিয়ত শ্রবণ না কর্‌লে এই মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার পাওয়ার আর উপায় নেই,—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।

নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্।"

(ভাঃ ৬।৩।২৮)

[মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে সকল অসদ্ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, (হে দূতগণ!) তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে।]

আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন কপটতা-রাক্ষসী আমাকে আশ্রয় না করে; কারণ, মঙ্গলাকাঙ্খী বৈষ্ণবগণ ব'লেছেন, সরলতার অপর নামই—বৈষ্ণবতা। পরমহংসবৈষ্ণবের দাসগণ—সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। "আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জব লক্ষণম্"। আমি কোন ব্যক্তিকে কোন কটাক্ষ ক'রে বল্‌ছি না, প্রকৃতপ্রস্তাবে যা'তে আমি সরল হ'য়ে নির্গুণ-ভগবানের সেবা কর্‌তে পারি, আমাকে সকলে মিলে সেই আশীর্ব্বাদ করুন্। বড় বিপন্ন আমি,—আমার তুল্য বিপন্ন আর কেউ নেই, আপনারা আমায় রক্ষা করুন্ সকলের চরণে আমার এই বিজ্ঞপ্তি—আপনারা আমার মঙ্গল-বিধান করুন্। আপনারা যদি আমার মঙ্গল বিধান করেন, তা'হলে পরম লাভবান্ হবেন। আমাকে যে রক্ষা কর্‌বে, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁ'কে রক্ষা কর্‌বেন। আমি হরিকথা জানিনে—হরিকথা শুন্‌বার জন্যে আমার চেষ্টা থাকে মাত্র; কিন্তু প্রতি পদে পদে কুকর্ম্ম,

বিকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম আমাকে বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত করিয়ে কপটত
শিখায়। আপনারা দয়া ক'রে আমার মঙ্গল-বিধান করুন্ এ
আমার প্রার্থনা সকলের চরণে।

—*—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান যোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর,

কাল— সন্ধ্যা, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৬।

প্রত্যেক জীবহৃদয়ে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বা
করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে জীব ও ভগবানের অবিচ্ছে
সম্বন্ধ এবং পরস্পরের নিত্য যুক্তাবস্থান কথিত আছে,—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

প্রত্যেক জীবাত্মায় দুইটি বস্তু আছেন—সেব্য ও সেবক
প্রত্যেক জীবের হরিসেবা-ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য নাই। ভগবান্‌কে
ষোল আনা সেবা প্রদান করাই ভক্তের কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডিগণ
প্রভুর সেবা নিজেরা গ্রহণ করেন। ভক্তি না থাকিলে ভগবান্‌কে
বঞ্চনা করিয়া আমরা নিজেই জগৎ ভোগ করি। কর্ম্মকাণ্ডে
অবস্থানকালে নিজেই ফলভোক্তা সাজিয়া আমরা অন্যের উপর
প্রভুত্ব করি। জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভিমানে মত্ত থাকিলে এব

নিজেকে প্রভু ও 'গুরু' বুদ্ধি করিলে জীবমাত্রকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জ্ঞানে সম্মানপ্রদানের পরিবর্ত্তে উহাদের নিকট হইতে সম্মান ও অভিবাদনাদি গ্রহণের স্পৃহা বলবতী হয়। অন্যে অভিবাদন করিলে তাহাকে প্রত্যভিবাদন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে জীবপ্রভু বিষ্ণু আছেন। সেই জীবপ্রভুকে উদ্বেগ দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। কোনও প্রাণীকে হীনজ্ঞানে অথবা অসূয়া বশতঃ কষ্ট দেওয়া ও অবজ্ঞা করা উচিত নহে। নিজের অন্তঃস্থিত প্রভুর প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য। অশ্বগোখরচণ্ডাল সকলকে বিষ্ণুর সেবক জ্ঞানে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়েও ভগবান্ আছেন। ভগবানের প্রতি সেবা-বিমুখ হওয়ার ফলেই ইহারা lower creation হইয়াছে। চারি বর্ণাশ্রম বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত।

"মুখ-বাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥"
(ভাঃ ১১।৫।২)

জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেই 'কর্ত্তা' সাজিয়া পড়েন। তখন ভূতোদ্বেগ অথবা শ্রীগোবিন্দের সেবক বৈষ্ণবগণের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণদাস জীবকে উদ্বেগ প্রদান করিলে কৃষ্ণসেবা হয় না। সেইজন্য শাস্ত্র বলেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা ৩।২৭)

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

(ভাঃ ১১।২।৪৭

লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করে কিন্তু হরিভক্ত ও হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্যজীবকে শ্রদ্ধা ও দয় করেন না, তিনি কনিষ্ঠ।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।"

ভগবানের সেবকগণ তাঁহার সেবকের সেবা করেন। হরি সেবাবিমুখগণ গুরুদাস নহেন। এই মায়িক জগতে—এ বিবাদের যুগে হরিকথা-ব্যতীত ইতরকথার প্রাবল্যই অধিক সুতরাং আমাদের পক্ষে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই বিব মান জগতে ভগবান্ অনন্তের কথা প্রচার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য শ্রীঅনন্তদেবের কৃপা হইলে এবং কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তি নিষ্কপট হই সেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহাকে লাভ করেন।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

(ভাঃ ২।৭।৪২

অদ্য আমাদের আলোচ্য—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে গুরুমুখ হইতে সুষ্ঠু ভাবে জানিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা জানিতে পারেন যে, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গুরুগণ, ঈশ ভক্ত, ঈশ, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ ও ঈশশক্তিরূপে প্রকাশিত। পারমার্থিক গুরু ব্যতীত জাগতিক গুরুসকলও মানবের সম্মানার্হ। ভগবানের শক্তিবলেই জাগতিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ রাজা, পুরোহিত ও শিক্ষক প্রভৃতি সকলেই যথা-যোগ্য সম্মানের পাত্র। জাগতিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও জাগতিক গুরুর আবশ্যকতা আছে, পরমার্থ-জগতের ত' কথাই নাই। আধ্যক্ষিক চেষ্টায় ভগবান্‌কে জানা যায় না। আবার ইহজগতে অবতীর্ণ ভগবদবতার ও ভক্তগণকে জাগতিক ব্যক্তি-গণের সঙ্গে সমান জ্ঞান করা উচিত নহে। মধ্যমাধিকার হইতেই হরিভজন আরম্ভ হয়। তাঁহার আচরণ যথা—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

(ভাঃ ১১।২।৪৬)

আমি ভগবানের সেবা করিলাম, অতএব উহার বিনিময়ে তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইব,—ইহা নারকীয় বিচার। ভগবানের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না, তাঁহাকে সেবা নিবেদন করিতে হইবে। লোক নাস্তিক হইয়া জল-বায়ু, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি কতরূপে ভগবানের সেবা গ্রহণ করি-তেছে! অভক্ত কর্ম্মী ও স্মার্ত্তদের Ethical principleই ঈশ্বরকে নিজেদের ভোগের জন্য খাটাইয়া লওয়া। We think we

are to receive or accept service from this Universe which is His creation. ইতরজন্তুগুলিও ভগবানের সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পশুগুলিকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিলে ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। Altruistic idea must be avoided. We must be altruist in the fullest and unalloyed sense. All so called relligionists seek after altruism.

শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তাধারা জাগতিক চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে একাদশটি পরম রত্নের সন্ধান প্রদান করিয়া প্রচুর কৃপা করেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনায় বলিয়াছেন,—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

জাগতিক গুরুগণ আমাদিগকে মায়িকবস্তুর সন্ধান দান করে' স্বর্গ ও মোক্ষের সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেষ্ঠ ব্যতীত ভগবানের সন্ধান কেহই দিতে পারেন না। পূর্ণতম গুরুপাদপদ্মের সন্ধান না পাইলে ছায়াস্বরূপ মায়িক-গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম—ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবক, ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ভগবান্‌ও তাঁহার সেবা করেন। ভগবানের কৃপা হইলে ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের সহিত

সাক্ষাৎকার হয়। ভক্ত-ভাগবতের আনুগত্যে গ্রন্থ-ভাগবত সেবনীয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য এরূপভাবে কীর্ত্তিত,—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"

(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা শ্রৌত পথে জানিতে পারি। অপ্রাকৃত শব্দের শ্রবণের ফলেই অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধান স্পৃহার উদয় হয়। মানবের শ্রবণ করিবার জন্যই শব্দের আবির্ভাব হয়। আবার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দ শ্রবণের জন্য। শব্দ না থাকিলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার করিতে পারি না। বিষয়ের অভাবে ইন্দ্রিয় চালনা করিতে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী, বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করিবার জন্যই—বিপথগামীকে সুপথে চালিত করিবার জন্যই গুরুবর্গ অপ্রাকৃত শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন। পাঠশালার বালক-ছাত্র যখন উপদেশ শ্রবণে অমনোযোগী হয়, তখন পণ্ডিত মহাশয় তাহার কান টানিয়া মনোযোগী করেন। অপ্রাকৃত শব্দবিৎ শ্রীগুরুদেবও বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণভজনে অমনোযোগী শিষ্যকে কর্ণে আঘাত প্রদান করিয়া আকর্ষণ করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের জড়বিপ্লবাত্মিকা বাণী শ্রবণ করিতে প্রথম প্রথম শিষ্যের বড়ই কষ্টবোধ হয়, কিন্তু শিষ্যকে বেদ শ্রবণ করাইবার পূর্ব্বে আচার্য্যকে মানবের কর্ণবেধসংস্কার

প্রদান করিতে হইবে। শিষ্যের প্রতি উহাই আচার্য্যের প্রথম কার্য্য। Attention is drawn by pulling the ear. For mundane objects we impart mundane words, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ-নাম প্রদান করেন। সেই বৈকুণ্ঠ-নামই আমাদিগকে অপ্রাকৃত চিন্তার রাজ্যে লইয়া যায়।

কএক বৎসর যাবৎ শিশুদিগকে 'Kinder garten' systemএ শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উদ্দেশ্য. বিভিন্ন বস্তুর সাহায্যে শব্দের এবং শব্দের সাহায্যে বস্তুর পরিচয় শিক্ষা দেওয়া। শিশুর মন বাহ্য-জগতের সহিত অভিজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ নহে বলিয়া তাহার তৎকালে কোন বিষয়ের প্রতি তেমন আগ্রহের উদয় হয় না। কাকের 'কা কা' শব্দ উহার কর্ণে প্রবেশ করিলে উহা কোথায় এবং কি প্রকার জন্তু, তাহা জানিবার স্পৃহা হয় এই স্থলেও দেখিতে পাইতেছি যে শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়া Ocular vision-কে regulate করিতেছে। বর্ত্তমান যুগে শিশু বালক-বালিকাগণের Psychology যে যত study করিতে পারে, তাহার শিক্ষা প্রদান তত ভাল হয়।

'নাম' বা সংজ্ঞাটি বাচ্যবস্তুর বাচক। 'নামশ্রেষ্ঠং" অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ object হরিনামের কথা জানিতে হইবে। সকল ভগবন্নাম অপেক্ষা কৃষ্ণনাম শ্রেষ্ঠ।

Our sight must be erroneous if we do not first hear from our spiritual master. Aural reception must be offered at first. বক্তব্যবস্তুর impressionটী

অধিকরূপে দিতে হইলে শ্রবণকারীর কর্ণবেধ সংস্কার করিতে হয়। সাধারণতঃ শিশুদিগের কোন কিছু শব্দ বা ইঙ্গিতের দিকে প্রথমেই কাণ প্রধাবিত হয়। উহাদের চক্ষুর দৃষ্টিটী vacant. শব্দের সঙ্গে empirical knowledge এর নিকট সম্বন্ধ আছে। Transcendental knowledge সম্বন্ধেও তাহাই। Absolute atmosphereএ থাকিতে ইচ্ছা করিলে Absolute এর কথা শ্রবণ করা আবশ্যক। সকলপ্রকার মঙ্গললাভের মধ্যে বিষ্ণুর নাম শ্রবণ primary thing. সর্ব্বক্ষণ Absolute এর শ্রবণ হওয়া দরকার। Infinitesimal whole এর survey হইলেই Absolute কে শ্রবণ করা হয়। "আমি দেখিতেছি, আমি আস্বাদন করিতেছি," —এইগুলি প্রাকৃত দর্শন। সাংখ্যবাদীর মতে—'প্রকৃতের্মহান, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি ইত্যাদি।" মায়িক দৃষ্টিতে যে দর্শন, তাহা eclipsed বিষ্ণুদর্শন। মায়া হইল বিষ্ণুর eclipsing agent. যেইখানে নিজের চেষ্টা স্তব্ধ হইয়া ভগবানের চেষ্টার উদয় হয়, সেইখান হইতে জীবের সুবিধা হয়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের কথা নিজের বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে চাহিয়াছিল। সুতরাং তাহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তি ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রবণ হয় নাই। হিরণ্যকশিপুর অনুগত নাস্তিকগণ বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়। তাহারা বিষ্ণুকে নিজের ন্যায় প্রাকৃত ও অন্য দেবতার সহিত সমজ্ঞান করিতে থাকে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীগুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

(পদ্মপুরাণ)

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৫)

ব্রহ্মের আলোচনায় জানি—"বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম।" ব্রহ্মের ধারণা প্রাকৃত বস্তুর অনুপাতে magnitudinal difference এ অবস্থিত। ব্রহ্মানুসন্ধানটি—from finite towards infinite এ proceed করা। জ্ঞানীদের মধ্যে all kinds of specifications are barriers. উহাদের ধারনায় একটি whole thing করার দরকার। জীবের ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া অথবা "সকলই ব্রহ্ম"—ইহা Pantheistic ও Panantheistic idea. নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা—সকলই নামে আছে। Vishnu is All-pervading. তাঁহাকে অধোক্ষজ বাসুদেব রূপে দর্শন না হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রীবিষ্ণু সকল দেবতার নমস্য। বিষ্ণুতত্ত্বের পরিপূর্ণ তত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা এই শ্লোকদ্বয়ে ভাগবত গান্ করিয়াছেন.—

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।

ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥" (ভাঃ ১১।৫।৩৩)

সাধন প্রণালীর মধ্যে ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়ামের কথা শুনা যায়। ধ্যান-কার্য্যটি বিচারপুষ্ট অবস্থা। হিন্দী-ভাষায় একটি কথা সচরাচর পারমার্থিকগণের মধ্যে শ্রুত হয়—"শোচ্না চাহিয়ে" অর্থাৎ চিজ্জগতের বিষয়ে ধারণা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রৌত বাণী গ্রহণের যোগ্যতা আবশ্যক, ইহাকে 'ধারণা' বলা যায়। প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণবায়ু সংযমন ও প্রসারণ করা। প্রাণবায়ু যোগমার্গে সংযত ও প্রসারিত হয়। আমাদের নাসিকাবায়ু পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্গত ; উহা বায়ুর all-pervasive অবস্থা পায় না। বিষ্ণুই জীবের মুখ্য প্রাণবায়ুর অধিদেবতা। শুধু যে মানবেরই প্রাণবায়ুর আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে ; জলচর প্রাণীদেরও প্রাণবায়ুর দরকার। প্রাণকে পাশ্চাত্ত্য ভাষায় Pneuma বলে। প্রাণধারণের জন্য শুধু নাসিকা-দ্বারা বায়ু গ্রহণই পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের জীবন ধারণের জন্য বায়ু ব্যতীতও অন্যান্য gross materials এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিষ্ণুর ইচ্ছা ও কৃপাতেই যে আমাদের জীবন-ধারণ হইতেছে, ইহা বলা বাহুল্য।

'নামশ্রেষ্ঠং'—বিষ্ণু-নামের সহিত অন্য নামের তুলনা করা নামাপরাধ। "মেপে নেওয়া" ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিলে কোনও কালে সুবিধা হইবে না। চিজ্জগতের ব্যাপারে এই জড় জগতের মূর্খতা আবাহন করিতে হইবে না। "যত মত তত পথ" বা সকল প্রকার যাত্রারই সমান ফল হইতে পারে না। হাওড়া হইতে হরিদ্বারে

যাইতে পথে লক্‌সার ও সাহারাণপুর প্রভৃতি ষ্টেশন পড়িয়া যাইবে। আমি যদি ভুলক্রমে হরিদ্বারের টিকেট ক্রয় না করিয়া উহার পূর্ব্বের কোনও ষ্টেশনের টিকেট ক্রয় করিয়া বসি, তাহা হইলে মনে মনে হরিদ্বারের কথা চিন্তা করিলেও ফল-কালে শেষ গন্তব্য ষ্টেশন হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে না, বা পৌঁছান হইবে না।

বৈকুণ্ঠ-শব্দ হইতে বৈকুণ্ঠ-শব্দী ভগবানের ভেদ নাই। বেদ-শাস্ত্র অদ্বয় জ্ঞানের কথা বলিবার জন্যই তত্ত্ববস্তুকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন। Synthetic system হইতে analytic এবং diversity হইতে unityতে উপস্থিত হইতে হইবে। উহাই একায়ন।

আচার্য্যই বৈকুণ্ঠনাম প্রদান করেন ও করিতে পারেন। তিনি ভগবানেরই অভিন্ন-সেবক-বিগ্রহ। তাঁহাকে মনুষ্য-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে নাই, অবজ্ঞা করিলে মহাপরাধ হয়।

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিং।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

বৈকুণ্ঠনাম দৃশ্য জগতের ক্ষুদ্রতার মধ্যে আবদ্ধ নহে। মায়িক বা জাগতিক গুরুব্রুবের দল নামকে all-pervading-রূপে প্রকাশ হইতে বাধা প্রদান করিতেছে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। 'শরণাগতি'-পাঠে আমরা অবগত হই যে, বৈষ্ণব গুরুই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। যথা—

"কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি',
ধাই তব পাছে পাছে ॥"

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর অথবা জাগতিক অধ্যাপকের নিকট গমন করিলে মায়ার কথা শ্রবণ করিতে হইবে। ইহারা বিষ্ণুর নিত্যাস্তিত্ব ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব স্বীকার করেন না। ইহারা ভগবদবতার ও আচার্য্যদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন।

'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥"

দীক্ষাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবব্রাহ্মণেরই বিষ্ণুসেবায় অধিকার আছে। অদীক্ষিত স্ত্রী ও শূদ্রগণের বিষ্ণু পূজায় অধিকার নাই। মানুষ রজস্তমোগুণতাড়িত হইলে 'বিষ্ণুভক্তি ছাড়া অন্য কথা বা উপায় আছে এবং বিষ্ণুভক্ত ছাড়াও ভাল লোক আছে'—এইরূপ বিচার করে। ইহারা ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া যায়। যাহাদের non-devotional attitude আছে, তাহারা নামের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারেন না। শব্দ যদি প্রাকৃত বা ক্ষুদ্র হইল, তাহা হইলে উহা মায়াশক্তির অন্তর্গত হইয়া পড়িল। এই জন্যই নামকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়।

'অনয়ারাধিতঃ'র বিচার গ্রহণীয় কিন্তু 'অনয়া মীয়তে'র বিচার গ্রহণীয় নয়। বস্তুকে measure করা মায়ার কার্য্য। চিচ্ছক্তি হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি। The word God

or Theos has got a very limited idea, We find the perfect and highest conception of theism in Krishna only. The word 'Allah' means the greatest i.e. possessor of a partial quality. It is an adjective. But Krishna is the source of all powers. He is the proper noun. The inculcators of Vishnu the Absolute Truth are perfectly sanguine of their full conception. Baikuntha must not be measured.

'নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি' কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র যাহা শ্রীগুরুদেব অনুগত শিষ্যকে প্রদান করেন, তাহার আলোচনা হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমার দর্শন হয়। যেইকাল পর্য্যন্ত গুরুতে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি থাকিবে, সেইকাল পর্য্যন্ত হরিনামের কথা ও মহিমা বুঝা যাইবে না। 'একমাত্র কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ'—ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ দান। শ্রীচৈতন্যদেবকে মানুষরূপে মনে করিলে অনন্ত-কালেও মঙ্গল হইবে না। "শচীপুত্রমত্র স্বরূপং, রূপং তস্যাগ্রজ-মুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্' শ্রীগুরুকৃপাতেই এইসকল পাওয়া যায়। মথুরা শুদ্ধ কৃষ্ণ-জ্ঞান-ভূমিকা, তথায় জাগতিক abstract ও concrete এর idea পৌঁছিতে পারে না।

কৃষ্ণ-মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জগতে সাপের মন্ত্র, বাঘের মন্ত্র প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রাকৃত মন্ত্রেরও কার্য্যকারিতা আছে। কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-মন্ত্রে সিদ্ধি হইলে সর্ব্বপ্রকার মনোধর্ম্ম থামিয়া যায়। তৎকালেই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর কথা অর্থাৎ 'ভক্তি

রসামৃতসিন্ধু' বুঝিতে পারা যায়। তৎকালেই শ্রীল সনাতনের Theologyর মধুরতাও উপলব্ধি হয়। গোষ্ঠবাটী ও মথুরার আশে পাশের সকল স্থানই কৃষ্ণের বিহার-ক্ষেত্র। শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যকুঞ্জ আছে, সেইস্থানে তিনি সেবা-প্রভাবে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়াছেন; সেইস্থান হইতে কৃষ্ণ এক মুহূর্ত্তও অন্যত্র যাইতে পারেন না। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে গোষ্ঠ নাই। গো + স্থ = গোষ্ঠ, অর্থাৎ যেস্থানে কৃষ্ণের গো-সকল বিচরণ ও অবস্থান করে। কৃষ্ণের গো-সকল কি রকম, তাহা সেইখানে গেলে দেখা যায়। শান্তরস-রসিক শুদ্ধ কৃষ্ণজ্ঞান-নিষ্ঠ জ্ঞানিভক্তগণ কৃষ্ণের গো-সমূহ হইয়াছেন। "রাধা-কুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং" শ্রীগুরুদেবের কৃপা-বলেই গিরিবর গোবর্দ্ধনকে পাওয়া যায়। ব্রজবাসিভক্তগণের আনন্দ-বিধানের জন্যই কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা। কৃষ্ণই অপর মূর্ত্তিতে গোবর্দ্ধন। মনোধর্ম্মযুক্ত হইলে গোবর্দ্ধনকে প্রস্তররাশি-রূপে দর্শন হয়।

শ্রীমতী বার্ষভানবী যেস্থানে ক্রীড়া করেন, তাহা জড়-জগতের কাদা-মাটির জিনিষ নয়, উহা দিব্যচিন্তামণিময়। "রাধিকা-মাধবাশাং" অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গসেবা-লাভের আশা যাঁহার কৃপায় পাওয়া যায়, তিনিই শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম।

শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া-ছিলেন। অরিষ্টাসুর অর্থাৎ যাহাকে 'ধর্ম্মের ষাঁড়' অথবা ethi-

cal principle বা 'মাপাধর্ম্মের প্রতীক' বলা যায়, উহাকে বধ করিয়াছিলেন কৃষ্ণ। ঐ অসুরটি শ্রীরাধারাণীকে সামান্য গোপিকা-জ্ঞানে আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণসেবায় বাধা উৎপাদন করিয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গলের উদয় করায়। মাপাধর্ম্ম বা জড়নীতি দ্বারা কৃষ্ণকে কখনও জানা যায় না। তাঁহাকে জানিতে পারা যায় একমাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারা।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

(গীতা ১৮।৫৫)

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" (গীতা ১৮।৫৪)

একমাত্র কৃষ্ণকথাই মূল্যবান্। গোলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষ্ণকথাই সম্বল। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথার কাণাকড়িও মূল্য নাই। জগতে কৃষ্ণকথার বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণের অবতার সমূহের কথার আলোচনা-ফলে জীবের সর্ব্বপ্রকার মূর্খতা দূরীভূত হইলে জীব বিরজা-ব্রহ্ম-লোকের কেবল-নির্ব্বিশেষত্ব অতিক্রম করিয়া ক্ষীরসাগরের তীরে ব্যষ্টি-অন্তর্যামী পরমাত্মা তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার পায়। আমরা বর্ত্তমানে কৃষ্ণের কথা ও কৃষ্ণধামের কথা পরিত্যাগ করিয়া হাড়মাসের থলি এই দেহের চিন্তায় দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছি। আমাদিগের জড়বস্তুর সহিত পরিচয়

হইতেছে। আত্মা বা soul এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইতেছে না। বৈকুণ্ঠ অনুভূতি না হওয়ায় জগদ্বাসী আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। পরম সত্যবস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। উহা কাহারও আক্রমণ-যোগ্য নহে। আমরা যদি নিজেকে জাগতিক বহুধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির অন্যতম মনে করি, তাহা হইলে জাগতিক কথা লইয়া পরস্পর বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতামূলে আমাদের জীবন বৃথা অতিবাহিত হয়।

আমরা বর্ত্তমানে যে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা যোগমায়া-পুরপীঠ অথবা যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর। কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা যোগমায়া বা চিচ্ছক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয়। আর জাগতিক অভ্যুদয় ও জড়বিলাস ভোগমায়া বা মহামায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। এই স্থান বৃন্দাবন-শ্রীযোগপীঠের অভিন্ন। শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠে রত্নমন্দিরে রত্নসিংহাসনে শ্রীগোবিন্দদেব প্রিয়সখীগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হন।

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"
"শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥"

শ্রীমতী বার্ষভানবীর অমল দাস্যে নিযুক্ত হইতে পারিলেই জড়জগতের চিন্তাস্রোতঃ চিরতরে সমূলে বিনষ্ট হয়। অরিষ্টাসুরের

বিনাশ না হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সুখ লাভ হয় না। **হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের ব্যবহার না করিলে হরিভজন হয় না।**

"'কাম' কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

আজ এই পর্য্যন্ত।

—*—

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(নবম খণ্ড)

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বারস্বত-নাট্যমন্দির

কাল—২১শে আশ্বিন ১৩৩৭ সন, বুধবার

বিস্তৃত নাট্যমন্দির লোক সংখ্যায় পরিপূর্ণ হয়েছে। বিদ্বজ্জনমণ্ডলি-মণ্ডিত সারস্বত নাট্যমন্দিরের বিরাট্ সভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সর্ব্বপ্রথম অভিভাষণ প্রদান করার জন্য বক্তৃতা-মঞ্চ সমলঙ্কৃত করলে কোটি করতালির আনন্দ স্ূচক মুদ্রা ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রভুপাদ আবেগ-গম্ভীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন,—

'হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

যে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি সম্ভাষণে গৌড়দেশের অধিবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত, যে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যকথা আলোচনা ক'রে জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময়। আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক। মানব জাতি—অভাবক্লিষ্ট; সেই অভাব যাঁ'রা মোচন করেন, 'তাঁ'রা 'দাতা' ব'লে গৃহীত হন। জগতে যে-সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকাল স্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তা'র পর জগতের দাতৃগণের সমষ্টিও অতি অল্প। যদি দানপ্রার্থীর আশা-ভরসা বেশী থাকে, তা' হ'লে সেই সকল দাতা প্রার্থীগণের

আশানুরূপ দান দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দরিদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগীগণকে, বুদ্ধিমান্ নির্ব্বুদ্ধিগণকে তা'দের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানব জাতিকে যে দান প্রদান ক'রেছেন, মানব জাতি তত-বড় দানের আশা—প্রার্থনাও কর্‌তে পারে নি। এত বড় দান জগতে আস্‌তে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ'তে পারে—একথা মানব-জাতি পূর্ব্বে ভাব্‌তে ও আশা-কর্‌তে পারে নি। শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন তা' সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান কর্‌ছে। ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য যাঁ'রা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁ'দিগকে বাধা দিবার জন্য এমন কি, দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্ব্বদৃষ্টি-সম্পন্ন। আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হ'য়ে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান কর্‌তে পারি না। এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তা'তে প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি, তা' হ'লে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হয় না।

শ্রীগৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হ'য়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেম-প্রয়োজন-মহীরুহের মধ্যমূল। যে প্রেম একমাত্র মৃগ্য—অবিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়,

শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ তাঁর একটী মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন. সেই গান শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শুনেছিলেন. মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটী এই,—

'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না. আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কাণে পৌঁছেছে. তাঁ'রই সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হ'য়েছে, আর যা'দের কাণে পৌঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝ্‌লেন না, তাঁর মানব-জীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলম্ভগীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম্ম আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবেশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হ'য়ে লীলাশুক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলম্ভ ভজনের কথা ন্যূনাধিক-গান ক'রেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বল্‌বার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হোক। 'গৌড়-দেশের অধিবাসী' অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয় কার্য্যে অভিনিবিষ্ট র'য়েছি। উহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষা দ্বারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা-মোচনের জন্য শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গে'য়েছিলেন,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

যে ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা ব'লেছিলেন। আর বল্লেন,—'মথুরানাথ'; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শু'নে থাক্‌বেন; এসকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের বিরহে বল্ছেন—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরানাথ'; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে গেছ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা বল্‌তে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আসতে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চ'লে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ। [এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর গদ্গদ, বদনমণ্ডল এক অপার্থিব ভাবের রক্তিম আভায় রঞ্জিত এবং নয়নদ্বয় অদ্ভুত ভাবাবেশে বিভাবিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাভাবগম্ভীর প্রভুপাদ সাধারণের সভায় শীঘ্রই ভাবসঙ্কোচ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।]

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাক্‌বে। তোমার

এমন সৌন্দর্য্য, রূপ, রস আমরা দর্শন করতে পারব না? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু: আমাদের জ্ঞান নেই ব'লে দেখ্‌তে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা নেই ব'লে তুমি জ্ঞানভূমিতে চ'লে গেছ - যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখ্‌তে পা'ব? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ ক'রেছিলে—আমাদের সর্ব্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণবিরহবিভ্রান্ত চিত্তের যে ব্যাধি, তা'র ঔষধি কোথায়? সেই জিনিষটী হ'চ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মূলমন্ত্র,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

শ্রীগৌরসুন্দর বল্লেন,—হে বিষয়নিবিষ্টচিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর ছাইপাঁশের মুটেগিরি কর্‌তে কর্‌তেও তা'র প্রতি বিরক্তি এসে কি-প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হ'বে, তোমরা কি-প্রকারে উৎক্রান্ত-দশায় এসে উপস্থিত হ'বে, সেজন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন কর।

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥”

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কর্ম্মী জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি, এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তন জয়লাভ করুক। যে-সকল লোকের বিষয়-কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ একেবারে বধির হ'য়ে গেছে, তা'দিগকে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন শুনা'তে হয়। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত তা'দিগকে ঠেলে মায়াবাদের অকূলসাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার-সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোত তা'দিগকে মায়াবাদসাগরের বিষয়-ত্যাগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত্ত-বিবর্ত্তে পাতিত কর্‌ছে। 'হাম্‌খোদাই' বুদ্ধিতে চালিত হ'য়ে মানুষ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুটী-বিনাশের বিচার অবলম্বন ক'রে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হন। তা' হ'তে রক্ষা পে'তে হ'লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর; তা'তে আট-প্রকার সুখোদয় হ'বে।”

চিত্তদর্পণে দৃশ্যজগতের আব্‌হাওয়া নিরন্তর স্তূপীকৃত আব-র্জ্জনা এনে ফেলেছে। সেই আবর্জ্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদর্পণে যে ধূলো প'ড়ে গিয়েছে—তা'র উপর যে-প্রকারে বিকৃতভাবে দৃশ্য জগৎ প্রতিফলিত হচ্ছে, যা'র ফলে আমরা কেউ কর্ম্মবীর, কেউ ধর্ম্মবীর, কেউ কামবীর, কেউ অর্থ-বীর, কেউ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভি-লাষ সৃষ্টি ক'রে তা'তে ধ্বংস লাভ কর্‌বার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে

উঠেছি—মানব-সমাজ প্রেম হ'তে দিন দিন কতদূরে চ'লে যাচ্ছে, সেই সব অসুবিধা আনুসঙ্গিকভাবে অতি সহজে বিদূরিত হ'তে পারে—কৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তনে। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের অভাবে মানবজাতির শুভোদয়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'শ্রীকৃষ্ণটী' মানুষের মনোধর্ম্মের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ নন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কামুকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেচ্ছাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কারও ব্যক্তিগত রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—"শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণ" নন। বিখ্যাতকীর্ত্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন কর্‌লেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাসভরেই না সেই বর্ণনার কীর্ত্তিগাথা বাঙ্গলার হাটে-ঘাটে-মাঠে গে'য়ে বেড়া'তে লাগ্‌লেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো, তখন নবীন প্রবীণ সকলের মুখেই শুন্‌লাম যে, এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এ'সে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হ'লো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ নন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে 'শ্রী' কথাটী, সেই 'শ্রী' আকৃষ্টা হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এজন্য 'শ্রীকৃষ্ণ'। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি

নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ কর্‌তে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চম স্বরে যে বংশীধ্বনি গীত হয় তা' ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শুন্‌তে পায় না; এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুন্‌তে পান না। তুরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝ্‌তে পারেন না।

যেরূপভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা বিষ্ণুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতার-জাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ নন। তিনি গুণাবতারগণের অবতারী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষমাত্রও তিনি নন। তিনি চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্যবানকে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন।

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা কর্‌তে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতার-সমূহকে পাই। অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যবানের উপাসক ক'রে তুলে। শ্রীগৌরসুন্দর যখন দক্ষিণদেশে গিয়েছিলেন, তখন সে দেশ থেকে একখানা গ্রন্থের একটী অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তা'র নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। তা'তে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন ক'রে ব'ল্‌ছেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া

যায়। কার্য্যকারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন। সৌন্দর্য্য না থাক্‌লে—যোগ্যতা না থাক্‌লে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ কর্‌তে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব প্রেয়সী হ'তে হয়।

তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দঘনমূর্ত্তি। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত; কাল তাঁ' হতেই প্রসূত হ'য়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁ'র অধীন, তিনি পূর্ণজ্ঞানবস্তু' তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বসুখোদয় হয়। কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন ক'রে যদি জীবের সর্ব্ব সুখোদয় না হয়, তাহ'লে অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তি বিষয়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়্‌তে পারেন। কৃষ্ণের বিকৃত কীর্ত্তনে জীবের তুচ্ছফল লাভ হ'তে পারে। এজন্য বুদ্ধিমানগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের বিজয় বাঞ্ছা করেন।

[মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল. মহাশয় লণ্ডনের গোল-টেবেল-বৈঠকের নির্ব্বাচিত অন্যতম বঙ্গীয় প্রতিনিধিরূপে সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিদায়-আশীর্ব্বাদ-গ্রহণার্থ উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ-উপদেশ গ্রহণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর কিঞ্চিৎ অভিভাষণ প্রদান করার অবসর উপস্থিত হওয়ায় শ্রীশ্রীল

প্রভুপাদ সেই দিনের জন্য তাঁর বক্তৃতা স্থগিত রেখে আসন গ্রহণ করলেন।]

—✱—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বিদ্বজ্জনমণ্ডিত বিরাটসভাস্থল,
কাল— শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর অভিধানোৎসব,
১২ই ভাদ্র (১৩৩৫), ১৮ই আগষ্ট (১৯২৮)
মঙ্গলবার, গৌর-দ্বাদশী, অপরাহ্ণ।
(৭ম খণ্ড)

আজ্‌কে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর স্মরণের দিন, প্রপঞ্চ হ'তে নিত্যধামে অভিসরণের স্মরণ-দিন। প্রতিবর্ষেই এই দিনের আগমন হয়, সে দিন তাঁ'র স্মৃতি ন্যূনাধিক স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত এবং সেই উদ্দীপনার প্রভাবে আমাদের মঙ্গল হয়। কতকগুলি কথায় জুগুপ্সা রতির উদয় হয় কতকগুলি কথায় আনন্দের উদ্রেক হয়, কতকগুলি কথা শুনে' উৎসাহ, আবার কোন কোন কথায় নিরুৎসাহ উপস্থিত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু আমাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার আশা ও উৎসাহের সঞ্চার ক'রেছেন। মনুষ্যজীবন যে সময়ে দার্শনিক বিচারে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিল, সে সময় শ্রীরূপ-প্রভু যা' বলেছিলেন, তা'তে মৃতের প্রতি সঞ্জীবনীশক্তি প্রয়োগের ন্যায় অচৈতন্য জীবজগতে আশা-সঞ্জীবনী সঞ্চারিত হ'য়েছে।

"মরণই জীবের শেষ প্রাপ্য; মরণের পর, সব থেমে যাবে" —এই বিচারে যে মানব সমাজ ধাবিত হচ্ছিল অথবা আনন্দের আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন, এই ত্রিপুটী—বিনাশই যে মানব-চিন্তাস্রোতের পরম কাম্যবস্তু হ'য়ে একুল ওকুল-দুকুল বিনাশ করাতে ব'সেছিল, তখন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মই আমাদের আশ্রয়স্থলরূপে সামনে এসে আমাদিগকে ভীষণ বিপৎপাত হ'তে রক্ষা করেছিলেন এবং আমাদের হৃদয়ে এক চমৎকারিণী আশাজোৎস্নার বিকাশ ক'রে দিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর বিশেষত্ব আছে। শ্রীরূপ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অতি প্রিয়; গৌরানুগ-পরিচয়সূত্রে অন্যান্য সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের রূপানুগ সম্প্রদায়ের সহস্রাংশের এক অংশও আশা কর্‌তে পারেন না।

শ্রীরূপ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত ভাব যে প্রকার জান্‌তেন—শ্রীগৌরসুন্দরের অন্য কোন আচার্য্যানুষ্ঠানরত অনুগতজনে সেরূপ সেবাপরাকাষ্ঠার কথা প্রকাশিত হয় নি। শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত জনেই শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত নিগূঢ়ভাব প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর নিকট সকলেই ঋণী। যে পর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রকটিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অসামান্য ও অপূর্ব্বদানের কথা কেউ অস্বীকার কর্ত্তে পার্‌বেন না। শ্রীরূপের পূর্ণ আনুগত্য ক'রেও সেই ঋণ কেউ শোধ কর্ত্তে পারেন না।

শ্রীরূপ প্রভু, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় স্বরূপ—দয়িতস্বরূপ—নিজানুরূপ—স্ববিলাসরূপ ; শ্রীরূপ প্রভু বছরের ভিতরে এই দিনে যে উদ্দীপনাটুকু দিয়ে যান, তাই আমাদের আত্মার সারা বছরের প্রসাদস্বরূপ হ'য়ে থাকে ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অহৈতুক বৈরাগ্যবান প্রেমিক ছিলেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সঙ্ঘ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কাছে একটি নিবেদন জানিয়েছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিত অঙ্কন কর্‌বার জন্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিত অবলম্বনে যে মহাগ্রন্থ লিখেছেন, তা'র গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়েরই জয় ঘোষণা করেছেন। সেই মহাগ্রন্থের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, আর অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ, উপবৃত্তি যাহাই বলুন, সর্ব্বত্রই শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণেরই জয়কীর্ত্তন-মহোৎসব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁর মহাগ্রন্থের প্রত্যেক চরম পয়ারে লিখেছেন,—

"শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যা'র আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভু শ্রীচরিতামৃত বর্ণন করেছেন, কৃষ্ণের দাস্য কি রকমে হ'তে পারে, বল্‌তে গিয়ে কৃষ্ণদাসের সর্ব্বাগ্রণী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভু বলেছেন,—শ্রীরূপ-রঘুনাথের দাস্য দ্বারাই কৃষ্ণদাস্য লাভ হয়। শ্রীরূপের আনুগত্যই চরম—তাঁ'র (শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর) পরিচয় আর কিছু নয়, তিনি শ্রীরূপানুগ-

বর। আধ্যক্ষিক বিচারে যাঁ'রা বিচার করেন, তাঁ'দিগকে তিনি বল্‌ছেন,—

"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥"

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেছেন,—"**আমি শ্রীরূপের আশা করি**"—"শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে মোর আশ।" অহো, পৃথিবীতে আর অন্য কোথায়ও কি পাওয়া যাবে এত বড় কথা, এমন একটী সুদুর্ল্লভ বস্তু? হৈতুক বিচারের মধ্যে পাওয়া যাবে না—বিশৃঙ্খলতার মধ্যে পাওয়া যাবে না—অনন্ত কোটি মানব ও দেবতার মধ্যে পাওয়া যাবে না—কিন্তু পাওয়া যাবে একমাত্র শ্রীরূপানুগগণের চরিত্রে। **আমরা শ্রীরূপের পাদপদ্ম হ'তে যে পরিমাণে বঞ্চিত, আমাদের সেবোপলব্ধির পরিমাণ সেই পরিমাণে ন্যূন।** শ্রীরূপের অনুগতজনই সর্ব্বসম্পদের অধিকারী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলার ১৭টী অধ্যায়, মধ্য লীলার ২৫টী অধ্যায় এবং অন্ত-লীলার ২০টী অধ্যায়ে শ্রীরূপের আশা ক'রেছেন।

শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ে যে দৈন্য আছে, তা' আর পৃথিবীর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি একটা ঘটনার কথা বলি,—আমার বাল্যকালে আমি কল্‌কাতার "বিডন্ গার্ডেনে" গিয়েছি, দেখি, তখন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বক্তৃতা দিচ্ছেন খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে; বহু লোক জড় হয়েছে। তিনি তাঁ'র বক্তৃতায়

বল্‌ছেন,—“এই ভারতবর্ষ ত্যাগী লোকের ভূমি, ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র আর এরূপ ত্যাগের উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী ও ত্যাগী পুরুষে পরিপূর্ণ। তিনি তারপরে বল্‌ছেন, এর চেয়ে আরও বড় ত্যাগী, আরও বড় কথার অনুশীলনকারী আছেন শ্রীচৈতন্যদেবের ভজনাকারী বৈরাগী সম্প্রদায়ের বৈরাগ্যের তুলনা আর কোথায়ও মিলে না। ভারতবর্ষে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা আছে, কিন্তু বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত সম্প্রদায়ে যে সর্ব্বোত্তম ত্যাগের আদর্শ ও অনুশীলন আছে, তা' আর কোথাও নেই।”

দেখুন একজন বিদেশীয়-ধর্ম্ম প্রচারক—নিরপেক্ষ ও তৃতীয় ব্যক্তিরূপে কি কথা বল্‌ছেন। যাঁ'রা হরিমায়ার সেবায় ব্যস্ত, যাঁ'রা সামান্য নীতিকথারও আলোচক তাঁ'রাও শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের 'তৃণাদপি-সুনীচতা”র কথা বলেন।

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যে জন্য এই বৈরাগ্য-বিশিষ্ট চরিত্র দেখিয়েছেন, সেই জন্য নিরূপণে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের পূর্ণ আদর্শবিগ্রহ। তিনি সাধারণ ঐতিহাসিকের চক্ষে তাঁহার দাদা শ্রীসনাতন গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু শ্রীসনাতন প্রভুও “শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপের কৃপা যাচ্‌ঞা করেন। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের প্রারম্ভ শ্লোকে শ্রীসনাতন প্রভু এই আদর্শ প্রদর্শন ক'রে আমাদিগকে জানিয়েছেন যে শ্রীরূপের কৃপার যাঁদের আশা নেই, তা'রা কখনও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-শোভা দর্শন কর্‌তে পারে না'

এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে সর্ব্বোত্তম সেনাপতি ক'রে পাঠিয়েছিলেন পাশ্চাত্য দেশে ভগবৎ-প্রীতির কথা প্রচার করবার জন্যে, যেখানের "লোক সব মূঢ় অনাচার"— যেখানে কর্ম্মাগ্রহ প্রবল। মহাপ্রভু তাঁ'র সেনাপতিদ্বয়কে পশ্চিম-দেশে পাঠিয়েছিলেন কর্ম্মকাণ্ডি-সম্প্রদায়কে জয় কর্‌বার জন্য। কর্মকাণ্ডি-সম্প্রদায় বাহ্য আচারে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট; পুণ্য-পুষ্করিণী, পবিত্র তীর্থাদি গমনে তা'দের কর্ম্মগ্রহিতা প্রবল। কর্ম্মকাণ্ডী ও নির্ভেদ-জ্ঞানি-সম্প্রদায় যখন ভক্তির বিলোপ-সাধন কর্‌বার জন্য বল-সংগ্রহ করেছিলেন, সেই বলকে হ্রাস ও দমন করাবার জন্য নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ-প্রচারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সেনাপতির আবশ্যক হ'য়ে-ছিল। যে রাজনীতি সাধারণের খুব প্রয়োজনীয়, সেই রাজ-নীতিকে যাঁরা খুব ভাল ক'রে বুঝ্‌তেন—সেইগুলিকে (রাজ-নীতি সমূহকে) নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন কর্‌-বার জন্য যা'দের হৃদয়ের অসামান্য বল ছিল, শ্রীরূপ—সনাতনই মহাপ্রভুর সেই সেনাপতিদ্বয়। শ্রীরূপ—সেনাপতি, রূপানুগগণ—সব সেনা। শ্রীদামোদর স্বরূপ—গৌড়ীয়ের ঈশ্বর, তাঁ'র নিকট হ'তে recruit ক'রে সব সেনা হবে, বিরুদ্ধ দলকে—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি-সম্প্রদায়কে পরাজয় কর্‌বার জন্য।

সং কর্ম্মবীর স্বর্গে অপ্সরার নৃত্য দর্শন কর্‌বে, পারিজাত আঘ্রাণ কর্‌বে, ইন্দ্র হবে, সোমরস পান কর্‌বে—এই আশায় ঘুর্‌চে। তা'রা সুরভী আঘ্রাণ কর্‌বে, 'ঠাকুরকে ফুলচন্দন দেখিয়ে—ভোগ' দিয়ে নিজে স্রক্‌চন্দনাদি ভোগ কর্‌বে। তাঁ'রা

কপট। ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে - মায়ার বিচার ও বস্তু দিয়ে ভোগের পুতুল গ'ড়ে বলে,—

"ধনং দেহি, দ্বিষো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি।" যা'দের এরূপ বিচার, তা'দের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান হচ্ছে। রূপানুগ সৈন্যের হস্তে অন্য কোন অস্ত্র নেই—তাঁদের একমাত্র অস্ত্র,—সুনির্ম্মলতা—কীর্ত্তন। সেই সকল রূপানুগ-সৈন্যের দ্বারা কিরূপ ব্যূহরচনা কর্ত্তে হবে, ভক্তিবিদ্বেষি-সম্প্রদায় সমূহের বিরুদ্ধে কিরূপ অভিযান কর্ত্তে হবে, এবং সেই সকল দুঃসঙ্গ হ'তে কিরূপে আত্মরক্ষা কর্ত্তে হবে, তা'র প্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীগৌরসুন্দর, সেনাপতি শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুকে প্রয়াগে শক্তিসঞ্চার ক'রে। সেই সেনাপতি গিয়ে পৌঁচেছিলেন শ্রীবৃন্দাবনে। সেনাপতি তাঁ'র সৈন্যগণের দ্বারা কি প্রকার যুদ্ধ করিয়েছিলেন, সেই সকল বর্ণনা আলোচনা ক'রে, আমরা অত্যুৎকৃষ্ট drill, target প্রভৃতি শিখে ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায়ের বিচারের প্রতি গুলি কর্ত্তে পারবো—অসদ্‌বুদ্ধি, ফলকামনা কর্ম্মাগ্রহ অন্যাভিলাষিতা - পাষণ্ডতা—নাস্তিকতা—বিদ্ধভাব, এসকলের প্রতি গুলি কর্ত্তে হবে।

শ্রীরূপ সেনাপতির অধীনে রূপানুগ-সৈন্যগণ যেরূপ ধরণে ব্যূহরচনা করেছেন, তা'তে প্রথম মুখে দেখছি, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে, যিনি রূপানুগসৈন্যসিংহসূত্রে অমোঘ বিচার বাণে, মায়াবাদি সম্প্রদায় যতকিছু আটঘাট বেঁধেছিল, সবগুলিকে বিদ্ধ, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে তা'দের দম আটকে মেরে ফেলেছেন। আর "স্বরূপের রঘু'র আনুগত্য করেছেন—শ্রীকবিরাজ। শ্রীরঘুনাথের

গ্রন্থে পাই শ্রীকবিরাজের কথা। শ্রীরূপসেনাপতির অনুগত—শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ। রঘুনাথ যখন ভৃগুপাতে দেহত্যাগ কর্বার সঙ্কল্প ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছেছিলেন, তখন শ্রীরূপ-সনাতন-সেনাপতিদ্বয় তাঁদের তৃতীয় ভাইরূপে রঘুকে স্থান দিয়েছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের 'অনুপম' ভাইটী রঘুনাথের উপাসক ছিলেন। অনুপমের স্থানটী পূরণ কর্ত্তে রঘুনাথ গেলেন শ্রীবৃন্দাবন। 'অনুপম' অর্থে—যা'র উপমা মিলেনা; বিদ্বদ্রূঢ়িতে যা'র অহৈতুক বৈরাগ্য কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি রূপানুগত্বের উপমা নেই—তিনিই 'অনুপম'। তাই রঘুনাথই—অনুপম।

নির্ব্বেদজ্ঞানানুসন্ধান ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেলেছিল। 'মুক্ত হওয়া যায় কি প্রকারে'? আধ্যক্ষিক জ্ঞানে তার বিচার কর্ত্তে গিয়ে আরোহবাদি-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তির প্রতি আক্রমণ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিল। তখন শ্রীরূপ-সনাতন সেনাপতিদ্বয়ের কার্য্য-হচ্ছিল, নিজের সেনা-সমূহের দ্বারা মানবজাতির চিন্তাস্রোতে যে মায়াবাদ-দানব এসে পড়েছিল, তা'দিগকে ধ্বংস করা। অন্যাভিলাষ - জ্ঞান-কর্ম্ম ও 'আদি' বল্তে যোগ-তপাদি; অপ্রতিহতা. নিরপেক্ষা, অহৈতুকী ভক্তির বাধক শুভাশুভ যে কিছু কর্ম্ম বা প্রয়াস। প্রয়াগে যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সূত্র রচিত হ'য়েছিল, তারই প্রারম্ভে ঐ সকল অভক্তিমতবাদ নিরাস ক'রে অনুকূল অহৈতুক কৃষ্ণানুশীলনের বিচার স্থাপিত হ'য়েছিল। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের জীবাতু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর 'রসামৃতসিন্ধু' ও নীলমণি' রূপানুগগণের নিত্যসেব্য প্রসাদস্বরূপ, রূপানুগগণ নিত্য

সেই প্রসাদামৃত সেবনে তুষ্ট, পুষ্ট ও নবনবায়মানভাবে অমৃতাভিষিক্ত হ'য়ে থাকেন। ঐ 'রসামৃতসিন্ধু' ও 'নীলমণিতে' আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের সেবা-শোভার চরমকাষ্ঠা দর্শন করতে পাই। বর্ত্তমানে যেরূপ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের ব্যাঘাত হ'য়েছে আনুকরণিক, এঁচড়েপাকা প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ে, তা' গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের আদর্শ নয়। দৈবী-মায়া-বিমোহিত মানবসমাজের লোচন আবৃত ক'রে কুজ্ঝটিকা উপস্থিত হ'য়েছে, তা'তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রকৃত আদর্শ দেখা যাচ্ছে না। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদ:"—শ্রীরূপসেনাপতির এই কীর্ত্তনাস্ত্র প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়কে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে। ঐ বাণীর তাৎপর্য্য প্রকৃত রূপানুগ গুরুবরের আনুগত্য ও সেবা ছাড়া উপলব্ধির বিষয় হয় না। রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁ'র শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে ঐ বাণীর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ ক'রেছেন। তা'তে প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা প'ড়েছে। রূপানুগবরের অসামান্য দান—অমন্দোদয়-দয়ার পরাকাষ্ঠা তা'রা গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়ে পাষণ্ডতা বৃদ্ধি কর্চ্ছে। আজ যে কুয়াসারাশি আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, শ্রীনামসূর্য্যোদয় হ'লে সব অপসারিত হবে; আবার আমরা শ্রীরূপের ধর্ম্ম—সেই অনর্পিতচরী সেবাশোভা দর্শন কর্ত্তে পারব।

শ্রীরূপ তাঁ'র দাসগণের নিকট সুদুর্ল্লভ সম্পদ্ রেখে গেছেন তা' ঠাকুর মশায় ও চক্রবর্ত্তী প্রভুর নিকট পাওয়া যেতে পারে

অনেকে আবার মনোধর্ম্ম সাহায্যে বুঝ্‌তে গিয়ে চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কথা ধারণা কর্ত্তে পারে না। চক্রবর্ত্তী গোস্বামীকে প্রাকৃত সহজিয়ার আদর্শরূপে খাড়া কর্ত্তে চায়। হরিবল্লভদাসের কথা বলদেব, জগন্নাথ ও ভক্তিবিনোদ প্রভু বুঝ্‌তে পেরেছেন। আমরা তাঁদের অনুবর্ত্তী হ'লে শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণের কথা জান্‌তে পারব, নতুবা পদে পদে বঞ্চিত হ'ব। যদি আমরা সত্য সত্য খাঁটি, নিষ্কপট, অন্যাভিলাষরহিত লোক হ'তে পারি, যদি সত্য-সত্য হৃদয়ান্তর হ'তে নিষ্কপটে সে সম্পদ চাই, তা' হ'লেই শ্রীরূপের সম্পদ্—সেই সেবা-সম্পদ্ পেতে পার্‌ব,- নতুবা সেবার নামে হরি-মায়ার সেবা বরণ ক'রে ফেলবো। রূপের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, অলৌকিকী, অসামান্যা, অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া যা' জগতে শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তিমতী, কৃপাপরাকাষ্ঠা, তা' পেলে কুরূপ, বিরূপানুগত্য আর থাকে না, সব সুরূপ হয়- সুদর্শন হয়।

আজ্‌কে শ্রীরূপের স্মৃতি-দিবস। যাঁরা শ্রীরূপের আনুগত্য করেছেন, তাঁ'দের স্মৃতি হ'লে আমাদের শ্রীরূপের আনুগত্য হ'বে।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর জগন্মোহক রূপ আছে। তিনি জগন্মোহিনী; রূপজ মোহে জগৎকে বিমোহিত কর্চ্ছেন; কিন্তু সেই রূপ প্রদর্শন ক'রে ত' নারায়ণকে মোহন করেন নি। জগন্মোহিনী নারায়ণের সম্মুখে যেতেই যে লজ্জা পান—ভয় পান—জগৎ যে রূপে মুগ্ধ হয়—সেই কুরূপ নিয়ে কি প্রকারেই বা সর্ব্বশোভার আকরের সম্মুখীন হবে?

স্থায়ীভাবরতিতে সামগ্রী মিলনের পরিবর্ত্তে অস্থায়ী ভাব-রতিতে সামগ্রী-মিলনফলে জড় রস উৎপন্ন হয়; সেই জড়রসেই জগৎ মুগ্ধ হয়। যে রূপের দ্বারা কৃষ্ণকে মুগ্ধ করা যায়, তা' নরোত্তমের সম্পদ। রূপানুগের রূপ কৃষ্ণকে মুগ্ধ করে। সেইরূপের সৌন্দর্য্যচ্ছটায় যদি উদ্ভাসিত হ'তে পারি, তা'হ'লে আমরাও ব্রজেন্দ্রনন্দনের নয়নোৎসবযোগ্য রূপ দেখবার অধিকারী হ'য়ে কুরূপ ও বিরূপকে চিরতরে জলাঞ্জলি দিতে পার্‌ব, বিশ্ব-ভরা-লোক যে রূপের জন্য পাগল—সেই কু-রূপের প্রতি অতি সহজেই থুৎকার কর্ত্তে পার্‌ব,—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবৃন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ ॥"

যেদিন হ'তে মন নব নব রসের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে রমণ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে, সেইদিন হ'তেই নারী-সঙ্গম স্মরণমাত্রেও অত্যন্ত মুখ বিকার ও থুৎকার উপস্থিত হচ্ছে।

যে রূপের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করা যায়, তা' বর্ত্তমানে ঢাকা পড়েছে—উপাধি দ্বারা; একটা মানসিক উপাধি আর একটা শারীরিক উপাধি। সেই রূপের বিরোধী হওয়ায় কেউ অন্যাভিলাষী কর্ম্মী সেজেছি, কেউ জ্ঞানী সেজেছি, কেউ যোগী সেজেছি, কখনও মনে কর্চ্ছি আমি মানবরূপ, কখনও মনে কর্চ্ছি আমি দেবতারূপ, কখনও মনে কর্চ্ছি—আমি পশু-পক্ষী-প্রেতাদিরূপ—

কখনও মনে কর্চ্ছি—আমি ব্রাহ্মণাদিরূপ, আমি সন্ন্যাসী প্রভৃতি রূপ। জাত-রূপ রমণী-রূপ, প্রতিষ্ঠা-রূপ, আমার নিকট বরণীয়, লোভনীয় হচ্ছে। 'শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ' যে রূপের কথা জানিয়েছেন, সেই রূপ প্রাপ্ত হবার জন্য কি আমাদের একবারও লৌল্য হবে না ?

রূপানুগ সম্প্রদায় পরিত্যাগ ক'রে যারা শ্রীচৈতন্যকে দর্শন কর্ত্তে যান, তাদের দর্শন মৃতকের প্রায়; তাদের প্রকৃত বা সম্যক্ শ্রীচৈতন্য দর্শন হয় না।

প্রেমবিভাবিত, সেবোন্মুখ, নিষ্কপট দৈন্যময় চিত্তে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন হয়। ভজন, পূজন, সর্ব্বস্ব, ইহ-পরকাল যখন শ্রীরূপগোস্বামীর পাদপদ্ম হবে তখনই শ্রীচৈতন্যকে পূর্ণভাবে দেখতে পাব। শ্রীরূপের পাদপদ্মে আমাদের প্রভূত আশা আছে। **বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে যখন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি, যখন কর্ম্মী হ'য়ে পড়ি, জ্ঞানী হ'য়ে পড়ি, অন্যাভিলাষী হ'য়ে পড়ি, তখনই শ্রীরূপপ্রভু আমাদের কাছ থেকে সেবাবিমুখ জেনে চ'লে যান।**

আমাদের বড় আশা : নিত্য জীবনে যে আমাদের প্রাপ্য এত বড় আশা ভরসা, তা' কেবল শ্রীরূপের পাদপদ্ম। আমাদের আশাবন্ধ—শ্রীরূপের পাদপদ্ম, আমাদের আকাঙ্ক্ষা শ্রীরূপের পাদপদ্ম, আমাদের অভিলাষ - শ্রীরূপের পাদপদ্ম। সেই আশা-কলিকা প্রস্ফুটিত হোক্। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর আজ অভিযান-দিবস, কিন্তু তিনি অমৃত—তিনি নিত্য অমৃত হ'য়ে আছেন

'ভক্তিরসামৃত' ও 'উজ্জ্বল'রূপে। শ্রীরূপপ্রভু তদনুগগণের উপর বরাত দিয়েছেন ভাগবত কথা কীর্ত্তন কর্ত্তে—প্রোষ্ঠপদ মাসে ভাগবত আলোচনা কর্ত্তে, নিরন্তর ভাগবত শ্রবণকীর্ত্তন কর্ত্তে।

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥"

—:::—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
চতুর্দ্দশ বার্ষিক বিরহমহোৎসবে
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক
স্থান :—নীলিমা চক্রতীর্থ, সমুদ্রতীর, পুরী

১৩৩৫ সাল, ৩রা আষাঢ় সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকা

(ষষ্ঠ খণ্ড)

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

আমি বৈষ্ণবদিগকে বন্দনা করি ;—একবার নহে, দুইবার নহে, বহুবার। তদ্ব্যতীত আমার আর কোন কার্য্য নাই। 'ম'-কারের অর্থ—অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু। জগতে কল্পবৃক্ষ যেমন প্রার্থীর প্রার্থনানুযায়ী ফল দান করে, সেইরূপ অপার্থিব বৈষ্ণবঠাকুরের

নিকট যে প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা পূরণ করেন। তবে প্রাকৃত-জগতে কল্পবৃক্ষ অস্থায়ি জাগতিক ফল দান করে, আর বৈষ্ণবঠাকুর অখণ্ড পরম ফল বা নিত্য প্রয়োজন দান করেন।

বৈষ্ণবঠাকুর কৃপার সমুদ্র। তিনি অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ দয়া করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অল্প নহে। সে ভাণ্ডারে অভাব হয় না। প্রাকৃত-জগতে সমুদ্রের শুখাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বৈষ্ণবের কৃপা-ভাণ্ডার অপূর্ণ হয় না। সে ভাণ্ডারের ধন অপরকে দিলে ক্ষতি হয় না। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥" এমন বৈষ্ণব-ঠাকুরকে আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন। ইহজগতে আমার পবিত্রতাকারক আর কেহই নাই। এখানে একজনের সহিত অপরের দেখা হইলে ঈর্ষা-মূলে অহঙ্কার আসে। একজন অপরকে নিজ অপেক্ষা নীচ, শূদ্র, দরিদ্র, মূর্খ, কুৎসিৎ ইত্যাদিভাবে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণব-ঠাকুর সেরূপ নহেন। আমি পতিত; কৃষ্ণ ভুলিয়া বিষয়-ভোগে প্রমত্ত। চক্ষু আমার পরম শত্রু, সে সর্ব্বক্ষণ রূপজ-মোহে প্রমত্ত; কর্ণ নিজের প্রশংসা শুনিতে ব্যস্ত; রসনা সুস্বাদু দ্রব্য-সংগ্রহে, নাসিকা সুগন্ধগ্রহণে, ত্বক্ কোমল বস্তুর স্পর্শে এবং মন বিষয়-চিন্তায় মত্ত। আমি কেবলমাত্র ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া আছি। আমার অবস্থা যখন বিচার করি, তখন দেখি যে, আমি ঊর্দ্ধে ছিলাম, অধঃপতিত হইয়াছি। নারকী আমি, পাপিষ্ঠ আমি। এ হেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত। জীবে দয়া

ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্ত্তব্য নাই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই। যাবতীয় অহঙ্কার,—অর্থাৎ দর্শনকারী, স্পর্শনকারী, গ্রহণকারী ও চিন্তনকারি-সূত্রে যাবতীয় অভিমান—যে অভিমান ইন্দ্রিয়জবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নহে যে-বৃত্তি দ্বারা আমি পতিত ও ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি, সেই অভিমান ছাড়িয়া আমি আজ বৈষ্ণবের শরণাগত। আমি আজ যে-স্থানে উপস্থিত, সেখানকার প্রত্যেক বস্তুই আমাকে আকৃষ্ট করিতেছে। আমার এই দুরাবস্থার কথা চিন্তা করিয়া যখন দেখিতেছি যে আমার ন্যায় নারকী আর কেহই নাই, তখনই বুঝিতেছি-যে, বৈষ্ণব পাদপদ্মাশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই।

"বৈষ্ণব শব্দটী শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন যে, বিষ্ণুর উপাসক একটী সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক জীববিশেষ। কিন্তু তাহা নহে। ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ জানেন যে ভগবান্ সকল জগতে ব্যাপ্ত,—অন্তর্য্যামিসূত্রে সর্ব্বত্র অবস্থিত। একদিকে তিনি—ভূমা, ব্যাপক আবার অন্যদিকে প্রত্যেক ত্রাসরেণুর ভিতর নিজ অসীম বৈকুণ্ঠ রাজ্য ধারণ করিতে সমর্থ। মানুষের বুদ্ধিতে 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ যে বস্তু জ্ঞাপন করে, 'বিষ্ণু' শব্দে তাহা বুঝায় না। 'বিষ্ণু'-শব্দ—বিভুত্ব বা ব্যাপক ধর্ম্মসূচক, সাম্প্রদায়িক শব্দ নহে। বৈষ্ণবই সেই ভগবানের একমাত্র সেবক। তাঁহার সহিত ভগবানের কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণব—ভগবানের অভিন্ন কলেবর। এই 'বৈষ্ণব'-শব্দে বিষ্ণুসম্বন্ধি অর্থাৎ বিষ্ণুর (Parapharnalia) বস্তুকে বুঝায়।

তিনি আত্মধর্ম্মবিৎ, জড়জগতের সীমা-বিশিষ্ট ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন। মানবের সঙ্কীর্ণ বিচার অতিক্রম করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব'। 'বৈষ্ণব'-শব্দে অবৈষ্ণবতা বাদ দিয়া সঙ্কীর্ণতা আরোপ করা যায়,—এইরূপ নহে। আমরা এইরূপ বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নমস্কার করি।

আজ একটা কার্য্যোপলক্ষে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ কোন বৈষ্ণব-সম্রাটের অপ্রকট-তিথি। সাধারণ-মানুষের মৃত্যুতে শোকসভাদির অধিবেশন হয়, কিন্তু আজ আমাদের মহা-আনন্দের দিন। কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। মৃত্যু-দিনই সেই জীবের শেষ বিচারের দিন—জীবিতাবস্থায় সে যে-সকল সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম করিয়াছে, সেই সকল কার্য্যের শেষ-বিচারের দিন। মানবের হিসাব নিকাশের শেষ-দিনই মৃত্যু-দিবস। সেইদিন জীবের দণ্ড বা পুরস্কারের কাল উপস্থিত হয়। বৈষ্ণবের বিচার এইরূপ নহে। তিনি কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন। সাধারণ জীব কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম্ম করে, সুতরাং সেই সেই কর্ম্মের ভাল বা মন্দ ফল লাভ করে। মৃত্যু সেই ভাল-মন্দের প্রাপ্তির দিন। পাশ্চাত্যদেশে ঐ দিনকে 'Day of Judgment' বলে। যাঁহারা জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে মৃত্যুর দিন—জীবিতাবস্থার ক্রিয়ার শেষ ও তৎফলা-ফল-প্রাপ্তির প্রারম্ভ। একজন্মই জীবের শেষ, দ্বিতীয় জন্ম নাই, এইরূপ বিচার ভারতবর্ষে ছিল না। ভারতেতর-দেশে এইরূপ কথা সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা জন্মান্তরবাদ

স্বীকার করেন, আর যাঁহারা স্বীকার করেন না —এই দুই মতের সম্বন্ধে আমি আজ কিছু আলোচনা করিব।

জন্মান্তরবাদ-অস্বীকারকারী বলেন যে, যদি আমরা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করি, তবে আমরা বলিতে পারি যে, এই জন্মের ফল যখন পর-পর-জন্মে ভোগ করিতে হয়, তখন এই জন্মে আমি কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লই -ভোগ করিয়া লই; পরজন্মে make up (পূরণ) করিয়া লইব। এই ভাব গ্রহণ করিলে জীব ধর্ম্ম-পথে চলিবে না, অধর্ম্মপথে চলিবে। অতএব জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা উচিত নহে।

যাঁহারা তথা-কথিত জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের যে চিন্তাস্রোত, তাহাও প্রশংসনীয় নহে। তাঁহারা বলেন যে, এই জীবনে পুণ্যকার্য্যাদির দ্বারা জীবিতাবস্থায় সুখ ও পরবর্ত্তিকালে স্বর্গাদি রাজ্য-ভোগ-লাভ হয়। এই জন্মে অধর্ম্মপথে চলিলে ইহ-জন্মেও দুঃখ, পরজন্মেও দুঃখ। এই বিচারে কর্ম্মস্রোতে ভাসমান জীবের উদ্ধারের পথ চিরতরে রুদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত এইসকল চিন্তাস্রোত বাধা দিয়া বলেন,—

'লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

প্রত্যক্ষবাদী বলেন যে, যখন এই জন্ম পাইয়াছি, তখন বেশ করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিয়া লওয়া যাউক্। 'Make hay while

the sun shines'—সূর্য্যের উত্তাপ থাকিতে থাকিতে কাঁচা ঘাস শুখাইয়া লও। ভারতে শাক্যসিংহ, সাংখ্যকার, মীমাংসকাদি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্য-জীবন-প্রাপ্তি একটা chance মাত্র,—এই বুদ্ধি থাকিলে মনুষ্য পবিত্র থাকিবে। এই যুক্তি সাধারণজ্ঞানে কার্য্যকরী হইলেও ভাগবত তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

আমরা মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। এই জন্ম সুদুর্লভ। 'মানুষ্যম্'—মনুষ্য সম্বন্ধি জন্ম, পশু-পক্ষী-কীট-জন্ম নহে। আবার এমন কোন স্থিরতা নাই যে পরজন্মেও 'মানুষ' হইব,—ভূত, প্রেত, পশু বা পক্ষীও হইতে পারি। সুতরাং এই জন্মের যে কয়টা দিন পাইয়াছি, তাহা অন্য কার্য্যে লাগাইবার আবশ্যকতা নাই।

'অর্থদম্'—'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন, তাহা দানকারী। কিন্তু অসুবিধা এই যে, জীবন—অনিত্য। শীঘ্র শীঘ্র 'অর্থ' অর্থাৎ 'পরমার্থ' অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। মনুষ্য নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা অভিমানের অন্তর্গত হইবেন না। কেননা ঐরূপ বিচারকারীর নিকট মনুষ্য-জন্মের ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধ হইল না। 'অহং'-'মম'-ভাবকারী ব্যক্তির জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারিত হন না। নিত্যকৃষ্ণবৈমুখ্য বশতঃ অসুবিধায় পতিত ব্যক্তির অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবে

—সত্য বস্তুতে শরণাগতি ব্যতীত অন্যগতি নাই। হাতী নিজেকে 'হাতী', কুকুর নিজেকে 'কুকুর' বলিয়া অভিমান করে ; কিন্তু মানুষ সেইরূপ করিবেন না,—নিজের স্বরূপের অভিমান করিবেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু 'প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥"

আমি প্রাকৃত-বুদ্ধিতে বর্ণাভিমানে ব্রাহ্মণ' নই, ক্ষত্রিয় রাজা' নই, 'বৈশ্য' বা শূদ্র' নই, আশ্রমাভিমানে 'ব্রহ্মচারী নই, 'গৃহস্থ' নই, 'বানপ্রস্থ' নই 'সন্ন্যাসী'ও নই। কিন্তু প্রোন্মীলিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্রস্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

যে-দিন সূত-গোস্বামীর নিকট শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি শরণাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জানিতেন যে, সূত-গোস্বামী — বর্ণসঙ্কর-কুলে জাত। ঋষিগণ কিন্তু এই বুদ্ধি ছাড়িয়া বৈষ্ণব-জ্ঞানে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের অভিমান, বয়োবৃদ্ধির অভিমান, অপরের সহিত তুলনায় আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করায় বটে, কিন্তু এতাদৃশ অভিমান-মত্ত ব্যক্তিগণের কোনও সুবিধা নাই। এইরূপ ভেদ কখন্ গত হয় তদ্বিষয়ক বিচারে গীতা বলেন,—

"বিদ্যা বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ।' 'পণ্ডা'—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ। অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি-দ্বারা জীব 'পণ্ডিত'-শব্দের যে বিচার করেন, বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তিজাত বিচার তাহা নহে।

আমরা এই জগতে পরস্পরের সহিত পরস্পর বিবাদে প্রমত্ত। আবার বিশেষত্ব এই যে, বিবাদে পরাস্ত হইলেও আমরা নিজেদের অহঙ্কার ছাড়ি না ;—যে 'অহঙ্কার' আমাদিগকে নরক-পথে লইয়া যায়।

'সম্ভব'—জন্ম। এই মনুষ্য-জন্ম মহা-দুষ্প্রাপ্য, অতএব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জগতে অনন্তকোটি জীবের তুলনায় মানুষ সংখ্যায় খুব অল্প। উদাহরণ-স্থলেও দেখা যায় যে, একটী অল্প-পরিসর-যুক্ত স্থানে অসংখ্য কীটের সমাবেশ রহিয়াছে। এমন মনুষ্য-জন্মে অনিত্যতার উপলব্ধি না হইলে মানুষ নিশ্চয়ই মূর্খ, গর্দ্দভেন্দ্র-শেখর।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

বোতলের ভিতর সুরক্ষিত মধু পাইবার লোভে কাচের বাহিরে অবস্থিত মক্ষিকার ন্যায় পিতামাতার নিকট হইতে

প্রাপ্ত অনিত্য দেহে 'অহং'-অভিমানে অভিমানী ব্যক্তির সহস্র চেষ্টায় ভগবদ্দর্শন বা তাঁহার ভক্তের নিকট যাইবার যোগ্যতা নাই। এইজগতে জীব অক্ষজরুচিবৃত্তির দ্বারা চালিত ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া নিজের প্রত্যক্ষ বিচারের সাহায্যে নিজের সুবিধা করিতে পারে না।

প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর, ত্র্যসরেণুর ভিতর, শব্দের ভিতর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর ভিতর ভগবান্ বিশ্বন্তর চৈতন্যবস্তু অবস্থিত। তিনি মূর্খকে তাহার মূর্খতা, পণ্ডিতকে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করাইয়া আচণ্ডালকে স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন। যাঁহাদের চঞ্চলতা বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের ভোগের বাসনা, বড় হওয়ার আশা, 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা পাইবার অভিলাষ নাই, তাঁহারাই তাঁহার কথা শুনিবেন। কিন্তু ঐ সকল বস্তু-প্রার্থীর কর্ণে প্রভুর ডাক পৌঁছিবে না। কিন্তু তাহাদেরও জানা উচিত, মৃত্যু যে, অবশ্যম্ভাবী—'অদ্যবাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥'

আমরা চৈতন্য-বস্তু। কিন্তু আমরা যখন চেতন হইয়া বৈষ্ণবের নিকট—পরমহংসগণের নিকট উপনীত হইলাম না,—তাঁহাদের কথায় কর্ণ দিলাম না, তখন আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

প্রত্যেক মানুষের 'ধীর' হওয়া আবশ্যক। প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের

সমস্ত কথা ছাড়িয়া অর্থাৎ summarily reject করিয়া কেবল-মাত্র ভগবদ্ভজন করিব। জগতে সকলেই আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে, 'আত্মীয়'-নামধারী, সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। আত্মীয়রূপে একমাত্র বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই। কোন মানুষের জন্য কোন কাজই করিবার দরকার নাই,—সকলে মিলিয়া কেবল-মাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুন্। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল, অর্থ সামর্থ্যের দ্বারাও সকলেই ভগবানের সেবা করুক। 'তূর্ণং যতেত'—কাল-বিলম্বে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

অবৈষ্ণব-ধর্ম্ম-গ্রহণকারীর মঙ্গল নাই। সর্ব্ববিধ মঙ্গল—বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়কারীর হস্তামলক। অবৈষ্ণবই জন্ম-মরণ-মালা গলায় ধারণ করিয়াছে। হরি-পরায়ণগণের কখনও মাতৃ-কুক্ষিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবের অলৌকিক অসামান্য পাদপদ্ম-দর্শনের যাঁহার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জ্জন্ম নাই। এমন বৈষ্ণবের বিরহ-তিথিতে তাঁহার কথা স্মৃতিপথে আনিবার জন্যই এই মহোৎসব। এস্থলে লোকে বলিতে পারে.—'বিরহ বাসরে আনন্দোৎসব কি প্রকারে হয়? এ জগতে সে দিনে ত' শোকসভারই অধিবেশন হয়?' তাহার উত্তর এই যে, বৈষ্ণবের 'মৃত্যু' নাই তিনি—অমর, তিনি—ভগবানের সঙ্গে নিত্যলীলায় নিযুক্ত, তাঁহার কার্য্য—কেবলমাত্র কৃষ্ণসেবা। তাঁহার প্রকটকালীয় কার্য্যও - কৃষ্ণ-সেবা এবং জীবিতোত্তর কালেও তাঁহার কার্য্য—নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ-সেবা। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—নিত্য।

আপনারা বিচারের কথা-শ্রবণে কষ্ট বোধ করিতেছেন বটে; আপাততঃ শারীরিক কষ্ট হইলেও হরিকথায় আপনাদের নিত্য উপকার হইবে। বর্ত্তমানে এই কথা আপনাদের প্রয়োজনীয় না হইলেও মঙ্গলপ্রার্থী হইয়াই আমি এই কথা বলিতেছি।

এই বৈষ্ণব কি করেন? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার কথা বুঝিতে চেষ্টা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্, সুতরাং তাঁহার ভজন কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তের ভজনীয় বস্তু যে কৃষ্ণ, তিনি তাহাই। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট নিজেকে অসমোর্দ্ধ বলিয়া জানাইয়াছিলেন। তিনি ত্রিসত্য করিয়াছেন যে, তিনিই 'ভগবান্'—

১। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

২। যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি **মামেব** কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্॥

৩। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য **মামেকং** শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সহস্র-সহস্রবার ইহা বলা সত্ত্বেও জীবের জ্ঞানোদয় হইল না। আপনাকে ভজন করিবার উপদেশ আপনিই দিতেছেন, এইরূপ স্বার্থপর বাক্যে অনেকে কৃষ্ণভজন বুঝিল না। সেই জন্য পরম-করুণাময় ভগবান্, ভক্তরূপে, ভজনকারিরূপে এই জগতে আসিলেন, যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গালগল্প সৃষ্ট হইয়াছিল যে,—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ"

মূর্খ-সম্প্রদায়, তদপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করেন। যে যেভাবে দর্শন করে, করুক। যদি তাঁহাকে কেহ সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে স্বীকার করেন, 'শচী-পিসীর' ছেলে বলেন এবং এই বিচারেও তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহার দাসগণের নিকট পৌঁছেন, তবে তিনি লোকের নাড়ী-নক্ষত্র নাড়া দিবেন, তাঁহার মৃত্যু হইবে—অর্থাৎ একাল পর্য্যন্ত তাঁহার মূর্খতা-সম্ভূত সংগৃহীত জ্ঞান স্তব্ধ হইবে, পূর্ব্ব-সঞ্চিত মূর্খতা ও অভিজ্ঞতাকে মল-মূত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া পরম সত্যের অনুসন্ধান করিবে। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই "শ্রীচৈতন্যদেব" হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানিলেন যে, কৃষ্ণের জন্য যাঁহার এত স্বার্থ, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহেন।

আর একদল ভাবিলেন, মহাপ্রভু কৃষ্ণ নহেন,—ভক্ত। তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থদ্বয় বৈষ্ণব বা গুরুর নিকট পড়িতে হয়। 'গুরু' কিন্তু যে-সে ব্যক্তি নহেন। ভগবানের চব্বিশ-ঘণ্টা উপাসক ছাড়া কেহই 'গুরু' নহেন। সাজান ব্যক্তি 'গুরু' নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে যদি কেহ চৈতন্যদেবের চরিত্র অনুশীলন করিতে করিতে কৃষ্ণের চরিত্র আলোচনা করেন, তবে মায়া হইতে উদ্ধার পাইবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা ব্যতীত জড়তা যায় না—চৈতন্য হয় না।

বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত, কৃষ্ণ-

সেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে, জীবনে-মরণে তিনি চৈতন্য-চরণ ছাড়িয়া অন্যকার্য্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চশ্‌মায় বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আসিলেন, তখন জগন্নাথকে 'মুরলীবদন কৃষ্ণ' দেখিলেন। আমরা আমাদের চোখে 'পুঁয়ের মাচা' দেখি। জড়লোক 'জগন্নাথ' না দেখিয়া ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হয় বা চেতন-রহিত কাষ্ঠ দেখে; আবার কেহ বা জীবিকা-বিশেষ দর্শন করে। 'গৌড়ীয়' পত্রে কোন বৈষ্ণবের জগন্নাথ-দর্শনের কথা আমি পাঠ করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতেছি—গৌড়ীয়—৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৩।৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের পরিচয় দিতে। শ্রীজগন্নাথের সেবকসূত্রে আজ আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। বিষয়টা এই,—

প্রথমভাবে ভগবদ্দর্শনকে বেদশাস্ত্র 'সম্বন্ধ' বলেন। যিনি দর্শন করেন, তিনি—দর্শক, যাঁহাকে দর্শন করেন, তিনি—দৃশ্য; যে-বৃত্তি অবলম্বনে দর্শক ও দৃশ্যের সম্মেলন হয়, তাহা—দর্শন। যেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের ভিতর অনিত্যতা আছে, তাহাই স্মার্ত্তাচার। বৈষ্ণব বিচার ঐরূপ নহে; সেখানে ঐ তিনটাই নিত্য। সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধ-জ্ঞানলাভের আবশ্যকতা আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে—পরিচয়ের অভাবে প্রাপ্যবস্তুলাভে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। আমরা ঐ সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের জন্য যদি

শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ না করি, ভজনের অছিলায় বাহ্য বেষ ধারণ করি, অসংখ্য হরিনামোচ্চারণের ছল করি, তবে কেবলমাত্র পিত্তবৃদ্ধি হইবে নামাপরাধ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত হরিনাম হয় না। নামাপরাধ ও নামের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবে অনেকে ক্ষীরের বদলে পঙ্ক গ্রহণ করেন। সুতরাং ভজনীয় বস্তুর জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কেন ভজন করি, কি ভজন করি, এ সমস্ত কথা জানার নামই শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ; দীক্ষা-কার্য্যটাই সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদান-লীলা।

জগন্নাথের প্রথম দর্শন—নিরাকারবাদী দেখেন,—জগন্নাথদেব কাষ্ঠ-মাত্র। তাহাকে ভগবান্ বলিয়া ছেলেভুলান-ভাবে বিশ্বাস করি। প্রকৃত কথা তাহা নহে। কেননা, তবে জগন্নাথদেবের পাদপদ্ম হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত দর্শন হইত।

লৌকিক-দৃষ্টিতে প্রথমে পাদপদ্ম-দর্শন হয়। নিম্বকাষ্ঠের পদ-দর্শন হইলে পৌত্তলিকতা হইত। জগন্নাথের দর্শন পৌত্তলিকতা নহে। আকার দর্শনে প্রথমে পাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইয়া কোথায় তাঁহার পাদপদ্ম অবস্থিত, তাহা দেখিতে পাই না। আমাদিগকে এই অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পদদ্বয়ের দর্শন দিতেছেন না। তাঁহার পাদপদ্ম-শোভার দর্শন হইলে অন্যবস্তু দর্শনে বিরক্তি আসিবে; এই জন্যই তিনি পদদ্বয় দেখাইতেছেন না। বদ্ধজীবকে তাহার যোগ্যতানুসারে নব্য-ব্রাহ্মবাদের দ্বারা আক্রান্ত করাইবার জন্য তিনি পদযুগল দেখান না। বৈষ্ণবেরা কিন্তু তাঁহাকে মুরলীবদন ও তাঁহার পদনখ-

শোভা দর্শন করেন। আমার ন্যায় ব্যক্তি, দূরবর্ত্তী মণিকোঠার ভিতরে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতে যাইয়া বৃন্ধার পুঁ মাচার দর্শনের ন্যায় দেখে। শ্রীগৌরসুন্দর কিন্তু সাক্ষাৎ মুরলীবদন দেখিলেন—প্রণব-পুটিত মূর্ত্তি দেখিলেন না। জগতের ব্যাপারে অন্যতম শ্রীজগন্নাথকে দেখিলে খণ্ডিত দর্শন হইবে—অন্য কি দেখিবে।

শ্রীজগন্নাথদেব মানবের মঙ্গলের জন্য মূর্ত্ত-বিগ্রহে—অর্চ্চা বিগ্রহে আসিয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—কাষ্ঠনা নহেন। যাহারা তাঁহাকে কাঠ দেখিবে, তাহারা সংসার কূপে জলহীন মীনের ন্যায় থাকিবে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত জগন্নাথকে দেখা উচিত। আমি নরাধম, তিনি সর্ব্বজগতের পতি,—সমস্ত দেবলোকের পতি—তিনি দেবদেব। তাঁহার পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোনও কৃত্য নাই। বিশিষ্ট জ্ঞানময়-বিজ্ঞানময় চক্ষুদ্দ্বারা সেবা-বুদ্ধিতে তাঁহাকে দর্শন করা উচিত কেন না—

> "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
> সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অপ্রাকৃত রাজ্যের বস্তুর নিকট ইহজগতের কোন বস্তু উপস্থিত হইতে পারে না। অচিৎএর বৃত্তিযুক্ত চক্ষুর দ্বারা তাঁহার দর্শন হয় না। এইসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃশ্যজগতের দৃশ্যবস্তু বশ্যবস্তুর দর্শন হয়। সেই দৃষ্টি ভ্রান্তিময়ী। এ দেশে জগন্নাথ দেখিতে আসিয়া আমরা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ভ্রমণ করিতে করিতে সময় কাটাইতেছি।

জগন্নাথের দ্বিতীয় দর্শন—দর্শন-জন্য সেবার অধিকার। অভিধেয়ের বা দ্বিতীয় দর্শন-বিচারে পূর্ব্বাচার্য্যগণ চৈতন্যবৃত্তিতে সেব্যবস্তুর সেবা করেন। এই দর্শন শিখাইবার জন্য অভিধেয় ভক্তিতে অর্চ্চন বা উপাস্যবস্তুর সেবা। শ্রীভাষ্য ও অনুভাষ্যাদির আলোচনাকারী মহা-মহা-বৈদান্তিকই ভগবদর্চ্চনের অধিকারী। অতএব জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করিবেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভজনের নামে 'অনুকরণ' করে,—মহাজনের অনুসরণ করিতে পারে না; কেননা, মূলে তাহাদের গুর্ব্বানুগত্যে সম্বন্ধ-জ্ঞানেরই অভাব।

জগন্নাথের তৃতীয় দর্শন—প্রয়োজন তৃতীয় দর্শন। লোকের ভিড় ঠেলিয়া জগন্নাথ দর্শন করা অপেক্ষা চক্রদর্শনে ভগবদ্দর্শন করা ভাল। তাহাতে সার্ব্বকালীন সেবা করিবার সুযোগ। নিকটে যাইয়া সেব্যের অর্চ্চনে কনিষ্ঠাধিকার। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত ভজনে—মধ্যমাধিকার, আর সেবোন্মুখী হইয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিয়া ভজনে -উত্তমাধিকার বা মহা-ভাগবতাধিকার।

—*—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান— শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

সময়—১৫ই ফাল্গুন ১৩৩১, শুক্রবার—সন্ধ্যা

(৫ম খণ্ড)

ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র কামদেব। সেই কামদেবের কাম-পরিতৃপ্তির জন্যই অসংখ্য-আশ্রয়-জাতীয়-বিচিত্রতার নিত্য প্রকাশ আছে। সেবাবুদ্ধি অপগত হইলেই জীবের ভগবান্ হইতে ভেদ-বুদ্ধি আসে। তখন জীব "হাম্ খোদাই" বুদ্ধি করিয়া কখনও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্ব্বিশেষ নির্ভেদ-বাদী হয়, কখনও বা ভোগীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নারায়ণের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগের দুরাশা করিয়া থাকে। সেবাবিস্মৃত-জীবই কখনও 'বাউলে', 'কর্ত্তাভজা', 'সহজিয়া,' 'গৌরনাগরী' অভিমান করিয়া নিজেকে 'কৃষ্ণ, ও প্রাকৃত স্ত্রীলোকদিগকে 'গোপী' কল্পনা অর্থাৎ নিজ-ভোগ্যা জ্ঞান করে, কৃষ্ণকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজেই সেব্য সাজিয়া বসে, পক্ষান্তরে 'গৌরনাগরী'র আবরণে গৌরাঙ্গকে ভোগ করিবার বুদ্ধি করে; আবার কোনও সেবাবিস্মৃত জীব (অদৈব) বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হয়, স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তাহার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া পড়ে, "আমি সৃষ্টি রক্ষা না করিলে, কিরূপেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি রক্ষা হইবে'—এইরূপ বিচার আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে। কোন সময়ে বা পতি-লোক পাইবার জন্য গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে দৌড়ায়, কখনও

গাভীদান, ঘোড়াদান করিয়া থাকে, কখনও বা তীর্থ যাত্রাকরে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাচরণ করে, কখনও আবার পতঞ্জলীর আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজেকে 'অমুক্ত' অভিমান করিয়া 'মুক্ত' হইবার জন্য ধ্যান ধারণা করিয়া থাকে। অপ্রাকৃত কামদেবের কামপূর্ত্তিরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত আমরা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লেখাইয়া এইরূপ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকি। কখনও বা লোকবঞ্চনা করিবার জন্য "আমি বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের কেহ নহি, আমি পরম ভক্ত"--এইরূপ প্রচার করিয়া জগতে কনক কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা আহরণ করিবার জন্য কপটাভক্তের পোষাকে 'ভগবান্' সাজিতে চাই।

সাধুগণ বলেন,--বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপা পিশাচীদ্বয়ের মনো-মুগ্ধকর বেশে লুব্ধ হইয়া উঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে যাইও না। অনিত্য 'পচা-পতি'র জন্য আমাদের গঙ্গাসাগরে স্নান বৃথা।

একমাত্র পরমপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভা যদি আমাদের হৃদয় আলোকিত করে - যদি এমন সৌভাগ্য হয়—তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কিঙ্করী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে রাসস্থলীতে দৌড়াইয়া যাইব। তথায় যাইবার সময় আমাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রীদেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবে। সখীভেকী যেরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিক্রমে প্রাকৃত পুরুষদেহকে 'সখী' সাজাইয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভার ছটা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। দণ্ডকারণ্য-বাসী ষষ্টিসহস্র-ঋষি রামচন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হন। পরে তাঁহারা অপ্রাকৃত গোপীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

হে নিজমঙ্গলাকাঙ্খী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করুন। কৃত্রিম ভেকধারণ, কৃত্রিম ভাবুকতা, কৃত্রিম ভক্তি বা মিছাভক্তি পরিত্যাগ করুন্। স্ত্রী-পূজা ও স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ করুন্। শ্রীমতী রাধারাণীর দাস্যে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী যে প্রকার হরিসেবা করেন, তাঁহার অনুচরীবৃন্দ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা যে প্রকার সেবা করেন, অষ্টসখী-পরিবৃতা বৃষভানুনন্দিনীর সেবায় যে প্রকার মঞ্জরীগণ সততযুক্তা, সেই প্রকার সেবায় কামিনী-চেষ্টাকে নিযুক্ত করুন্

ভবাণী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, রম্ভা, তিলোত্তমা, সরস্বতী প্রভৃতি প্রকৃতিগণ যখন বাহ্যবিচারে মুগ্ধা, তখন তাঁহাদের বিচার,—"আমার নশ্বর পতির নাম রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র বা অমুক দেবতা, কি মনুষ্য॥" কিন্তু হরি-সেবোন্মুখ হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারেন যে—শ্রীহরিই একমাত্র পতি, শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের প্রিয়তমা, সেই শ্রীমতী ও শ্রীমতীর অনুচরীবৃন্দের কৈঙ্কর্য্যই যথার্থ নিত্য-পতি সেবা।

যাঁহার যাহা আছে, তিনি যদি তাহার সমস্ত ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তিনি 'মুক্ত'। সর্ব্বস্ব অর্পণে কার্পণ্যই 'বদ্ধতা' বা 'হরিবিমুখতা'।

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।

* * *

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ॥

* * *

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥

ঝড়ু ঠাকুর নশ্বরপত্নীতে পত্নী-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে দিয়া হরিভজন করাইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথা সকলেই জানেন। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি আমার জন্য এরূপ আসক্ত না হইয়া ভগবানের প্রতি এরূপ আসক্ত হও, প্রাকৃত বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐ চেষ্টা অপ্রাকৃত কামদেবে নিহিতা কর, তাহা হইলে তোমার কতই না মঙ্গল হয়।" বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা ভোক্তা এবং স্ত্রী বা প্রাকৃত-যোষাভিমান ত্যাগ করা উচিৎ। বিল্বমঙ্গলের প্রাকৃত চিন্তামণিতে আসক্তি বা যোষাবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যখন অপ্রাকৃত চিন্তামণিতে সেবাবুদ্ধির উদয় হইল, তখনই ভগবান্ অপ্রাকৃত-চিন্তামণিরূপে বিল্বমঙ্গলের নিকট প্রকটিত হইলেন।

কৃষ্ণকে ভোগ করিবে, কি দুরাশা! ভোক্তা কৃষ্ণ ত' ভোগের বস্তু নন। তিনি ত' 'গৌরাঙ্গ-নাগর' নন, যে তাঁহাকে নাগর-ছলনায় কেহ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে! জীবের ঐরূপ দুর্বুদ্ধি হরিবিমুখতারই পরাকাষ্ঠা। সোমগিরি গুরুরূপে উদিত হইয়া শিহ্লনমিশ্রের বাহ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূরীভূত করিয়া দিলেন; মিশ্রের নাম হইল 'বিল্বমঙ্গল'।

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকে দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণ-সেবাই করিতে হইবে। কনক ভোগ করি হইবে না বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের বাসনায় ফল্গুত্যাগও করিতে হই না। কনককে 'যোষা বা 'প্রাকৃত' না করিয়া 'চিন্ময়' করিয়া ল "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যে কনক হরিভজন করে, তাহা ব্রহ্মজা কনক। চিন্ময়কনক হরিভজনের সাহায্য করে, হরিজন ও হরি সেবার আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবার অনুকূলবস্তুকে প্রা ঞ্চিকজ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছা আর কি?

সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান! 'হরিসেবা নাম করিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা কুটিনাটীর আশ্রয় গ্র করিও না। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্তপুরুষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া হরিসেবা করেন যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, তিনিই মুক্ত।

জয়দেবের রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ বা অষ্টাধ্যায়ী কি শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের রাধারসসুধানিধি, শ্রীল রঘুনাথের বিলা কুসুমাঞ্জলী, শ্রীল কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীল চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীল রায়ের নাটকগীতি, শ্রীল রূপের বিদগ্ধমা শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী তখন আপনারা পাঠ করি পারিবেন,—তখনই ঐসকল কথায় আপনাদের অধিকার জন্মি যখন বাহ্যজগতের ভোগ-প্রধান চিন্তাস্রোত হইতে আপনা মুক্ত হইতে পারিবেন। ঐ সৌভাগ্যভাণ্ডার আপনাদের জন্য

উন্মুক্ত রহিয়াছে—আপনারাই উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। নিষ্কপটে সেবোন্মুখ হইলে, পাঁচপ্রকারের কোন একটী নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপগতরসে আপনাদের স্ব-স্ব অধিকার উন্মুক্ত হইবে। 'মুক্ত' না হইলে কৃষ্ণসেবায় অধিকার হয় না। কৃষ্ণ ত' একমাত্র রাধা-রাণীর বস্তু। রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ হইতে পারে না। মধুররসে স্বাভাবিক নিত্যরুচি-বিশিষ্ট রাধারাণীর পাল্যদাসীর কিঙ্করী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হউন্। এই পর্য্যন্ত আমার কথা।

—০—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(১৫শ খণ্ড)

[শ্রীল প্রভুপাদ গত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের 'সারস্বত'-শ্রবণসদনে শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর "Where East and West can meet" বক্তৃতার পর 'শ্রীসারস্বত'-আসনে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, য়্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় এম-এ, বি-এল প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ-সমীপে শ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল হরিকথা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার তাৎ-পর্য্য প্রকাশিত হইল।]

ব্রহ্মচারী সদানন্দজী আজ প্রায় দেড় বৎসর কাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংস্রবে আসিয়া আমাদের কথা অনেক ধরিতে

পারিতেছেন। ভোগ বা ত্যাগবাদ, ভাবুকতাবাদ প্রভৃতির অকর্ম্মণ্যতা অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যেরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রশংসার্হ। Epiphanyতে যে চিজ্জড় সমন্বয়ের একটি প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয়েরই প্রতিধ্বনি ; ব্রহ্মচারীজী তাহাও বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছেন—European Country আমাদের কথার spirit সে-পর্য্যন্ত আদৌ বুঝিতে পারিবেন না, যে-পর্য্যন্ত না তাঁহারা ভক্তিসদাচার বিশিষ্ট হইবেন। মহাপ্রভু কি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের লোকই এতদিনে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—গৌড়ীয় মঠের কথার একবর্ণও ধরিতে পারিতেছেন না ; সোজাসুজি Tabula rasa বা Impersonalism পর্য্যন্ত বিচার করিয়াই লোকে নিরস্ত হয়। Intellectualism এর through দিয়া যে ভগবত্তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা যায় না—এবিচারটি ব্রহ্মচারীজী বেশ ধরিতে পারিয়াছেন। শ্রুতিও বলেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥" Epistemology failure হয় তাঁহাকে আরোহপন্থায় বুঝিতে গেলে। জগৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ: ইহার অতিরিক্ত বিচার—অধোক্ষজ অপ্রাকৃতরাজ্যের কথা আমাদের চিন্তারই বিষয় হয় না। 'প্রত্যক্ষ'—মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়-দ্বারা যেটি দেখে ; 'পরোক্ষ'—অপরের ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাতে প্রত্যয়-স্থাপন ; 'অপরোক্ষ'—প্রত্যক্ষও

নহে পরোক্ষও নহে যাহা, তাহা Tabula rasa, Absolute, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদই অপরোক্ষ-বিচারের শেষ কথা। অপরোক্ষবাদীরা যাঁহাকে 'Absolute' বলিতেছেন, আমাদের Absolute কিন্তু সেরূপ নহে; আমাদের Absolute—বংশীবদন শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দন, অন্য কোন স্কুলের literatureই এই সংবাদ রাখে না। শ্রীমদ্ভাগবত 'অধোক্ষজ'-শব্দ ব্যবহার-দ্বারা সেই Absoluteকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগবত বলিয়াছেন—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥" (ভাঃ ১।৭।৪-৭)

'ভক্তি'র মানে বাঙ্গলা দেশের লোক অদ্যাপি জানিতে পারিলেন না—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ভ্রমি মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥"—এই সামান্য পয়ারটুকুর অর্থ যাহা বাঙ্গলা ভাষায় সামান্য elimentary knowledge থাকিলেও বুঝা উচিত, তাহা বড় বড় পণ্ডিত

লোকেরাও ধরিতে পারিলেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। অকপট—Devotional School এর (ভক্তিরাজ্যের) লোক ব্যতীত না হউক, কেবল ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত মনোধর্ম্মের খেয়াল সত্য বলিয়া প্রচারিত হউক্",—ইহাকে কখনও বুদ্ধিমান মানবজাতির পরোপচিকীর্ষা বলা যায় না। শ্রীভগবান্ এবং তদীয়বস্তু ব্যতীত 'সেবা'শব্দ অন্যত্র প্রযুক্ত হইলে সমূহ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"—বিচার না হইলে hidden truth will never be exposed to human senses. এই জগতের প্রাপঞ্চিক অস্মিতা হইতে উদ্ভূত Anthropomorphism, Zoomorphism বা Phytomorphism প্রভৃতি বিচার লইয়া বাস্তব-সত্যের রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায় না। এজন্যই মানবজাতির অজ্ঞতাকে তিরস্কার করিবার নিমিত্ত ভাগবতে বারম্বার অধোক্ষজ-শব্দ ব্যবহৃত।

ভাগবত পরম-সাহসে মানবজাতির জ্ঞানাভিমানকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন,—

> "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
> স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
> যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
> জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥"
>
> (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

ভগবদ্ভজনবিজ্ঞ ভগবৎপ্রিয়জনে মমতা-রাহিত্যই গোখরত্ব। ভগবজ্জনকে আত্মীয়বোধ না করিয়া ভগবৎ-সেবা-বিমুখজনে আত্মীয়তা-প্রদর্শন-দ্বারা উদারতা দেখাইতে গেলে গো-গর্দ্দভত্বই প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে কোনপক্ষেরই মঙ্গল হয় না। ভগবদ্বস্তুর আরাধনা না হইলে তপঃ, জপ, হোম, ব্রতাদি ক্রিয়া-দীক্ষা, বহুজ্ঞতার অভিমান—সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতিমাত্র।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্ব্বহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্ব্বহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

Empericism এর Thesaurus (শব্দভাণ্ডার) এর মধ্যে যে সত্য, মহঃ, জন, তপঃ প্রভৃতি শব্দ, তন্মধ্যে যে 'সত্য' বলিয়া শব্দটি পাওয়া যায়, তাহা কুহকজনিত apparentসত্য-real truth (নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্য) নহে। কিন্তু জগতের দুর্ভাগ্য যে—অসত্যেরে সত্য করি' মানে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে সত্যের এত আলোচনা হইল, পরবর্ত্তি সময়ে তাহার blank history থাকিয়া গেল। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদগোস্বামিবর্গ জীব কল্যাণের নিমিত্ত যে-সমস্ত পুঁথি-পত্র রাখিয়া গেলেন, ভাগ্যহীন মানবজাতি তাহার আলোচনা করিতে চাহিল না। অথবা আলোচনার অভিনয়ে ক্রম-পন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার-চর্চ্চার ফলে এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলিল। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এখন আবার সময় আসিয়াছে, বালকগণ সত্যাসত্যের distinctive

nature দেখিতেছে, specification দেখিবার সুযোগ পাইতেছে। তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইতে হইবে। যিনি পড়াইবেন, তাঁহাকেও যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়, আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়"--ইহাই মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার আদর্শ। অনর্থ থাকিতেছে, ভক্তিও হইতেছে--ইহা আমরা স্বীকার করি না। ভাগবত বলেন—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি—এই তিনটিই একসঙ্গে থাকা চাই। একটি ছাড়িয়া আর একটির বর্ত্তমানতার কাপট্য অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গলার এত দুর্দ্দশা কেন? অনেক intellectual giant উদ্ভূত হইলেন, নানামতবাদে দেশ ছাইয়া ফেলিলেন, তাহাতে দেহমনোধর্ম্মই বিস্তার লাভ করিল, আত্মমঙ্গলের কোন কথাই হইল না। মনোধর্ম্মের প্রচুর ভক্তিরহিত সাহিত্য রচিত হইল, devotional school এর literatureগুলি, যাহাতে প্রকৃত আত্মমঙ্গলের কথা লিপিবদ্ধ, তাহার কোনই অনুসন্ধান হইতেছে না। বাঙ্গালী Western experience এর দ্বারা dazzled হইয়া পড়িতেছে। ইহাই কি বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির চেষ্টা? শ্রীচৈতন্যদেব জগন্মঙ্গলবিধানের জন্য যে শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র অমল প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া প্রচার করিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের

কথা অনাদর করিয়া, অথবা মনোধর্ম্মের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে গিয়া মানুষ যে-সকল অনর্থের আবাহন করিতেছে, তাহা অতিশয় শোচ্য। গীতা-ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে যে নির্ব্বিশেষবাদ বা পঞ্চোপাসনার কথা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাগবতধর্ম্মকে মনুষ্যজাতির একমাত্র নিঃশ্রেয়স বলিয়া বিচার করিলেন, মনুষ্যজাতির এতই দুর্ভাগ্য যে, সেই সকল নিত্যমঙ্গলের কথা পরিহার করিয়া অমঙ্গলকেই মঙ্গলজ্ঞানে ভ্রমে পতিত হইল। এখন যে সব University হইয়াছে, তাহাতে "হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবী-দেবা'-কথাটির মর্ম্ম একজনেরও বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এম্-এতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কোথাকার সৌন্দর্য্য? চিজ্জগতের অপ্রাকৃত-সৌন্দর্য্যের সহিত কি অচিজ্জগতের অনুপাদেয় সৌন্দর্য্যের সমন্বয়-সাধন হইতে পারে? ঐরূপ চিজ্জড়-সমন্বয় যে সম্পূর্ণ অজ্ঞতামূলক, তাহা অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকেরই বিচার্য্য বিষয় হইতেছে না। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যকে কেহ কেহ শ্রুত্যুক্ত "রসো বৈ সঃ" এর সৌন্দর্য্যের সহিত এক করিতে যান। গৌরাঙ্গৈকগতি গোস্বামিবর্গ মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া যে সকল অমূল্যরত্নের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, মানুষ কি তাহার কোন সন্ধানই রাখিবে না? কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপু-কবলিত অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা মানুষের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মের কথাই কি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে? ক্ষুৎতৃট্‌ভয়শোকমোহকাতর মনোধর্ম্মীই কি সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়া পড়িবে? উহাদের কথাই কি প্রামাণ্য হইবে?

এবার বৃন্দাবন প্রবাসী জনৈক সলিসিটারের সঙ্গে আমাদের দেখা হইয়াছিল। তিনি organisation এর বড় পক্ষপাতী। আমরা বলিলাম—রাজসিক, তামসিক বা রজস্তমোমিশ্র সাত্ত্বিক দলের সহিত বিশুদ্ধসত্ত্ব বাস্তব-সত্যাশ্রিতের কোন organisation সম্ভব হইতে পারে না। যদি তাহারা বাস্তব-সত্যের অনুসরণ করে, তবেই তাহাদের সহিত organisation হইতে পারে। Document করিতে গেলে মামলা আরও বাড়িবে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত,—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥"

(ভাঃ ২।৭।৪২)

—শ্লোকটি বিশেষভাবে আলোচিত হইলে ঐ প্রকার আধ্যক্ষিকতা—চিজ্জড়-সমন্বয়-প্রয়াস থামিবে। কৃষ্ণকৃপা-ব্যতীত "কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য মন" হয় না। যা'র তার সঙ্গে দল বাঁধিয়া বেড়াইলেই—সকল দলের কথায় সায় দিয়া তাহাদের মনোধর্ম্মের স্তাবক হইয়া পড়িলেই কি প্রচার অধিক হইবে? নিষ্কপটে কায়-মনো-বাক্যে ভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করিলেই দুস্তরা দৈবী মায়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়। শরণাগত ভক্তগণেরই কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য দেহে অহং-মম-বুদ্ধি থাকে না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান-

মার্গের বিচার বজায় রাখিয়া ভক্তিমার্গের বিচারের সহিত compromise (মিটমাট) চলিবে না।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"
(ভাঃ ১।৮।২৬)

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"
(ভাঃ ৫।১২।১২)

—ইহাই ভাগবতের বিচার।

আমরা খুবই বোকা থাকিতাম, যদি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত দেখা না হইত। "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"
(কঠ ১।২।২৩)

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

প্রায় সতের বা আঠার বৎসর আগে আমরা একবার লোহা-গড়ায় গিয়াছিলাম। তথায় দর্শনার * * মুখোপাধ্যায় "আমার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী" এই পদটি গাহিতে আমরা তাহার আখর দিলাম—"ওহে আমার বাগানের মালী।" কেন না, যদি না দাঁড়াও, তবে I will give you a whip !! উহাতে ভক্তির গন্ধ কিছুমাত্র নাই—উহা সম্ভোগবাদে পরিপূর্ণ। ভক্তের গান ঐরূপ নহে। Pseudo Vaishnavism এ (প্রাকৃত সহজিয়াবাদে) দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। উহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করিতে হইবে। মানবজগৎ শ্রীরূপের ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু আলোচনা করুক্। তাহা হইলেই মূর্খতা অপ-সারিত হইয়া প্রকৃত বিদ্বান্ হইতে পারিবে। অনেকেই লেখা-পড়া শিখিতেছেন, শিক্ষিত বলিয়া অভিমান রাখিতেছেন, কিন্তু এসকল মহারত্নের কোন সন্ধান রাখিতেছেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বিদ্বান্ ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিতরণ করিয়া জগজ্জীবের যে প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিলেন, মানবজাতি তাহার সন্ধান রাখিতে পারিলেই নিজ-মঙ্গলের সহিত জগতের প্রকৃত মঙ্গলবিধানে সমর্থ হইতে পারেন। 'ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।" শ্লোকটি বিশেষভাবে বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক। ইউরোপ ত

দূরের কথা, বাংলা-দেশের লোকই এসকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। Extraordinary merit না হইলে ভক্তির কথা কি প্রকারে বুঝিবে? Ordinary merit ভুক্তি-মুক্তির কথা লইয়াই ব্যস্ত। আচারবান্ হওয়া আবশ্যক। নিজে আচরণ করিলেই অন্যকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অধ্যয়ন না করিয়া অন্যের নিকট শুনিলে Sir * * সরকারের দর্শনই প্রবল হইয়া পড়ে।

ঐসকল কথা হইবার পর য়্যাড্‌ভোকেট্ রবীন্দ্র বাবু পরিপ্রশ্ন করিলেন, "আমাদের ভগবৎপাদপদ্মে মতি হয় না কেন? তিনিও ত' আমাদিগকে সুমতি দিতে পারেন।" প্রভুপাদ বলিলেন—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্য-মিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে তিনি স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। আরোহ পন্থায় কেহই তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারে না।

প্রশ্ন। তাঁহাকে আমরা চাহিনা কেন? উন্মুখতা আসে না কেন?

প্রভুপাদ। এই জন্যই সদ্বৈদ্যের আবশ্যক, Veterinary Surgeon যেমন পশুর মুখকে কৌশলে ব্যাদান করাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মও ঐরূপ সদ্বৈদ্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি আমাদিগের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিগের মুখে জোর করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস ঢালিয়া দেন।

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধির্যঃ সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই কার্য্য পরম দয়ার কার্য্য। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই শ্রীগুরুদেবের দয়া। তাই শ্রীরূপপাদ স্বয়ং ভগবান্ জগদগুরু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

আমরা মঙ্গল চাহিব না, কিন্তু মহাপ্রভু জোর করিয়া আমাদিগকে নিত্য মঙ্গলের কথা শুনাইতেছেন। মানব-জাতির উপর শ্রীচৈতন্যদেব কি অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া অচেতন বিশ্বকে কি প্রকার চেতন করিয়া দিয়াছেন, তাহা একবার বিশ্ববাসীর চিন্তার বিষয় হউক—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥" গ্রহণ করা, না করার স্বতন্ত্রতা মানুষের আছে। গ্রহণ না করার চিত্তবৃত্তি হইলে অরণ্যে রোদন হইবে। হৃদয়ের সহিত ডাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার করুণা হইবে।

প্রশ্ন। আমাদের ডাকিবার প্রবৃত্তি হয় না কেন? কূয়ার মধ্যে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় কেন?

উত্তর। চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর বলিয়া তিনটি কথা আছে। চেতন—যিনি initiative লইতে পারেন। চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনের স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা

বলিয়া একটি রত্ন আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছা-পরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারও করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন। ঈশ্বর যদি চেতনকে বাধা করিতে যান, তবে চেতনকে নষ্ট করা হয়, চেতনের সতন্ত্রতার উপর তিনি হস্তক্ষেপ না করিয়া চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তিটি উন্মেষিত দেখিতে চাহেন। জীবাত্মা—সৃষ্ট বস্তু নহেন, তিনি নিত্য সনাতন বস্তু। ভগবান্ সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে শুদ্ধ চেতনধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইবার জন্য যত্ন করেন। এজগৎ আমাদের নিত্য বাসস্থান নহে। "বিশ্বে শ্রীচৈতন্য" না দেখিয়া অচৈতন্যবিশ্বদর্শনেই নানা অসুবিধার কথা আসিয়া পড়ে; কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার—"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।"

প্রশ্ন। আমরা এখানে কেন আসিলাম ?

উত্তর। এই Planeটাই suited for our purpose, সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের proper adjustment না হইলে তাঁহার নিকটে গেলে আমাদিগকে পুড়িয়া মরিতে হইত। অণুচিৎ জীবাত্মা আমি, আমাকে ধরা দিবার জন্য যে বিভুচিৎ ভগবান্ কৃপা করিয়া সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত অবয়ব ধারণ করেন, তাঁহার সহিত adjusted হইবার বিচার হইলেই মঙ্গল, নতুবা আমি intiative হইতে গিয়া যে 'ব্রহ্ম' হইয়া যাইবার বিচার গ্রহণ করি, তাহাতে কখনই মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) disturbed না করিয়া যদি properly adjusted হইতে পারি—অনুকূল অনুশীলন করিতে পারি, তবেই তাঁহার কৃপা সম্ভব

হইবে। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সর্ব্বদা আলোচ্য হউক।

কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতির intellectualism প্রবল। **আমাদের প্রাধান্যে কর্ম্ম-জ্ঞানবাদ আর ভগবৎ-প্রাধান্যেই ভক্তি।** কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনই প্রয়োজনীয়, প্রতিকূল অনুশীলন প্রয়োজনীয় নহে। 'যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ ···যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্' বিচার Pantheist রা ধরিতে পারেন না।

ব্রহ্মচারী সদানন্দজীর কথা Non-devotional School এর লোক ধরিতে পারিবেন না। তাঁহারা মনে করিবেন, ইনি বোধ হয় অন্য স্কুলের কোন কথা শুনেন নাই, তাদৃশ বুদ্ধিমান্ নহেন, তাই ভক্তিস্কুলের দু' একটা কথা শুনিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন ; তাহা নহে। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে" প্রবেশাধিকার পাইলেই মানুষের শুদ্ধবিচার-শক্তি উন্মেষিত হয়। সদানন্দজী অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদি স্কুলের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিয়াছেন, তাই ভক্তিস্কুলের কথায় তাঁহার রুচি দৃষ্ট হইতেছে। শরণাপত্তিই এই স্কুলের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কথা।

অতঃপর অন্যান্য কথা-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ বলিতে থাকেন—উর্জ্জব্রতকালে আমাদের ব্রতমণ্ডলে যাওয়ার কথা হইতেছে। সেখানে শ্রীব্রজধাম প্রচারিণী সভার কার্য্য কিছু কিছু হইতেছে। শ্রীযুক্ত শম্ভু বাবু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন—"সেখানে শ্রোতঃ পান কিরূপ? ব্রজবাসীরা হরিকথা শ্রবণ করেন?" তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন—হাঁ, তাঁহাদের মধ্যে ভাল লোকও আছেন। তবে সাধারণ

'ব্রজবাসী' অভিমানীরা নিজদিগকে 'পাকা বোষ্টম' মনে করিয়া তাঁহাদিগের পা পূজা করান', লাড্ডু, খাওয়ান'র চেষ্টায়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাহাদিগকে খাওয়াইয়া, অর্থ দিয়া খুশী করিতে পারিলেই 'বোষ্টম' হওয়া গেল! আমাদের লোককে রাধাকুণ্ডে স্নান করিতে না দেখিয়া তাহাদের পাওনার অসুবিধা হওয়ায় তাহারা বলিয়া বেড়ান—'এরা রাধাকুণ্ডে স্নান করে না, ঠাকুর দেবতা মানে না, কিরূপ বৈষ্ণব ?' কেউ বলেন - এরা দয়ানন্দী, কেউ বলেন—এরা ব্রাহ্ম, খৃষ্টান – আরও কত কি! কিন্তু ঐ সকল ব্রজবাসী বোষ্টম নামধারীদের মাথায় ইহা ঢুকে না যে, – রাধাকুণ্ডত' কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থান নহেন, হাড়মাসের থলী লইয়া ত' রাধাকুণ্ডে ডুব দেওয়া যায় না। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" বিচার অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা রাধাকুণ্ডে স্নান করিতে যায়, তাহারা কুণ্ডকৃপা হইতে বঞ্চিতই হইয়া থাকে। 'না পূজিব দেবীদেবা' বিচার কেন ? তাঁদের যাহাতে প্রকৃত পূজা হয়, তাহা না করিয়া তাঁহাদিগকে Service দিবার পরিবর্ত্তে Service লওয়ার প্রবৃত্তি-মূলে যে পূজার ছলনা, উহাকে কি দেবতা-পূজা বলে ? সকল দেবতার সেব্য--পরদেবতা যিনি, তাঁহার পূজাই সকল দেবতার বিধিসম্মত পূজা। কামদেবকে ত' আমার পাল্কীর বেহারা করিতে হইবে না, তিনি আমার কি করিতে পারেন, দেখার পরিবর্ত্তে আমি তাঁহার জন্য কি করিতে পারি ইহাই বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর ও বশ্য এক নহে।

ঈশ্বরের সেবা করিলেই কর্ম্ম-জ্ঞান নষ্ট হইবে নতুবা অহংগ্রহোপাসনা প্রবল হইবে।

—০—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(৫ম খণ্ড)

ভগবদ্ভজন-বঞ্চিত ব্যক্তিদের হৃদ্‌গত ভাব—অর্চ্চা মূর্ত্তি একটী কামারে গড়া পুতুল। বাহ্যভাব তা'দিগকে এত আচ্ছন্ন করেছে, তা'রা দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা এতদূর পরিচালিত হচ্ছে যে, বাহ্য মূর্ত্তি তা'দের চক্ষে প্রবল থাকায় তা'রা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কর্‌তে পাচ্ছে না। শ্রীমূর্ত্তিকে তা'রা তা'দের ভোগের বস্তু মনে কর্চ্ছে। তা'রা রাধাগোবিন্দের নামকে 'অক্ষর' মাত্র মনে কর্চ্ছে। রাধাগোবিন্দের নামাক্ষরের মত দেখ্‌তে অক্ষর অর্থাৎ নামাপরাধ কর্‌তে কর্‌তে ভোগরাজ্যে ধাবিত হচ্ছে। সেই সকল পাষণ্ড-দিগকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য 'পাষণ্ডদলন-বানা' নিত্যানন্দ প্রভুর একটা প্রধান কার্য্য পড়ে গেছ্‌লো।

'সত্যকথা' আবরণ করাই বর্ত্তমানে একটা মহা পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যা'রা "সত্যং পরম্" এই ভগবৎ-স্বরূপ-লক্ষণ হ'তে তফাৎ হ'য়ে আম্‌দানী-রপ্তানীর কার্য্যে ব্যস্ত, তা'রাই কর্ম্মকাণ্ডী। যা'রা ভগবানের কথা বিশ্বাস করে না, সংকীর্ত্তনই

একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য এবং মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু-রূপে জানে না, সেই জরাসন্ধাদি তুল্য ব্যক্তিগণ জ্ঞানকাণ্ডী।—একজন ভোগী, অন্যজন ফল্গুত্যাগী বা প্রচ্ছন্নভোগী।

কৃষ্ণসংকীর্ত্তন' হ'লে আমাদের সংসারের উন্নতি কর্‌বার বুদ্ধি হ'তে (লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির প্রাকৃত চেষ্টা হতে) সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হয়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-চন্দ্রিকা হ'তে জীবের মঙ্গল-কুমুদ প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে। নাম-ভজনকারী ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য লাভ হয়। একমাত্র নাম-কীর্ত্তন-কারীরই পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডিত্যে অধিকার আছে। চৈতন্যরসবিগ্রহের আনন্দ-প্লাবনে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেলে বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোতে ব্যস্ত বা নশ্বর সুখের লোভে মত্ত থাকবার চেষ্টা হ'তে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়—সর্ব্ব প্রকার উগ্রতা প্রশমিত হয়—মায়াবাদ গ্রহণীয় নয়, একথা জানা যায়।

দ্বিতীয় কথা—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অধিকারী সকলেই। কৃষ্ণে ত, সর্ব্বশক্তি আছে—নামেও সর্ব্বশক্তি আছে। পুরুষে হরিভজন কর্‌বে, স্ত্রী কর্‌তে পারবে না; সুস্থব্যক্তি হরিভজন কর্‌বে—রুগ্নব্যক্তি কর্‌তে পারবে না; যে তিন বেলা স্নান কর্‌তে পারে না, সে হরিভজন

কর্‌তে পারবে না, যার গায় খুব জোর নেই, সে হরিভজন কর্‌তে পারবে না নীচ কুলে জাত ব'লে হরিভজন কর্‌তে পারবে না—এরূপ বিচার শ্রীনামসংকীর্ত্তনে নেই। 'ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ওর সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না, আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন করব না, আমি কুলীন, নীচকুলজাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না'—এরূপ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের বিচার আত্ম-ধর্ম্ম-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নেই। 'মলমূত্র পরিত্যাগ কালে—পাপচিত্ত হৃদয়ে হরিনাম কর্ত্তে পারি না', এরূপ বিচারও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নেই। মলমূত্র-পরিত্যাগকালে 'হরিনাম' করা যায়, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরিনাম কর্‌তে পারে ; কিন্তু যা'রা 'হরিনাম' ক'রে পাপ হজম ক্‌রব এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তা'রা 'হরিনাম' কর্‌তে পারে না। নামবলে পাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি থাক্‌লে 'হরি-নাম' হয় না।"

মূর্খের অর্চ্চনাধিকার নেই। কিন্তু কাল—কলি। ব্রাহ্মণ ছেলেকে বল্‌ছেন, 'যখন লেখাপড়া শিখ্‌লি নে, তখন পূজারী-গিরি কর্‌গে'। কিন্তু এটা (অর্চ্চন) সর্ব্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যের কার্য্য।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

—(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

—[যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি, এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্য-বুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করে না, তিনি গরু দিগের মধ্যে 'গাধা' অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

অব্রাহ্মণদের বিচার—'আমার—স্ত্রী-পুত্র, এ দেহটা আমার, আমি উৎকৃষ্টকুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, আমার রক্ত মাংস চামড়াগুলি পরম পবিত্র', -- এরূপ বিচার নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কাছে যাওয়া যায় না-ভগবদ্ভক্তের কৃপার অভাবে 'হরিনাম' ও হয় না। এরূপ বিচারে প্রমত্ত থাকলে শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয় না—শ্রীবিগ্রহকে পুতুল দেখে, —ঠাকুরকে ভাস্করে গড়েছে - কাদা, মাটি, পাথর, কাঠ, পেতল দিয়ে ঠাকুর হয়েছে—এরূপ মনে করে থাকে। যে, যে অবস্থায় আছে, সে যদি সাধুর কথা শুনে, তবে তা'র পৌত্তলিকতা দূর হয়।

লেখাপড়া শিখেছি—এবুদ্ধিটা প্রবল হলেও 'হরিসেবা' কর্ত্তে পারা যায় না, 'পৌত্তলিক' হ'য়ে যেতে হয়। মানুষের লেখাপড়া শিখ্‌বার আদৌ আবশ্যকতা নেই, যদি লেখাপড়া হরিভজনের প্রতিবন্ধক হয়। ওরকম লেখাপড়া শি'খে মানুষ পৌত্তলিক হয়ে যায়; হরিসেবার বদলে তারা অহঙ্কারের পূজা করে। মূর্খ কর্ম্মকাণ্ডী যেমন হরিসেবা কর্ত্তে পারে না, অতিজ্ঞানী জ্ঞানকাণ্ডীও তমোধর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে পড়ে—

"অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

(ঈশোপনিষৎ ৯)

এই পৃথিবীতে হাজার হাজার, লাখ লাখ সাধন-প্রণালীর কথা লোকে বলছে। কেউ বল্‌ছে,—"হরিনাম করা ওটা মূর্খের কার্য্য। পণ্ডিতের কার্য্য 'হরিনাম' না ক'রে 'বাহাদুর' হ'য়ে যাওয়া। তাই গৌরহরি বিদ্বন্মন্য সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য বল্‌ছেন,—"হে হরিনাম! তোমাতে আমার রুচি দিলে না, তোমার নামে আমার অনুরাগ হোলো না।" 'শূদ্রেরা মূর্খেরা 'হরিনাম' করে করুক্, আমি পণ্ডিত, আমি ব্রাহ্মণ—আমি বেদাধ্যয়ন কোর্‌বো, আমি অর্চ্চন কোর্‌বো'। মহাপ্রভু বলছেন,—বদ্ধজীবের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়, তাই তিনি লোক-শিক্ষকের লীলা-প্রদর্শনচ্ছলে বলছেন,—'ভগবানের নাম ব্যতীত অন্য কার্য্যে আমার রুচি হচ্ছে, সাক্ষাৎ (ব্যবধান-রহিত) উপাসনায় আমার অরুচি'।

তিনি নাম সম্বন্ধে তৃতীয় কথা বল্‌ছেন,—'হে জীব তোমরা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু কোরো না, সর্ব্বক্ষণ 'কীর্ত্তন' করবে। 'অমানী-মানদ', 'তৃণাদপি সুনীচ' না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। তুমি বড় ওস্তাদ বড় বুদ্ধিমান্ এ সকল বিচারে প্রমত্ত হইও না।' আমি শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হ'তে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার উপদেশ পেলাম, আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে তখন আমার তা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত—আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার অবসর প্রদান করেছেন, এরূপ জেনে আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি আমার গুরুবর্গের উন্নত

পদবীর অমর্য্যাদা করে, তবে তাঁকে বলব,—"ওরে পাষণ্ড, তুই বৈষ্ণবের সুনীচতা বুঝ্‌তে পারছিস্‌নে, ভগবানের বক্ষে—স্কন্ধে—মস্তকে রাখ্‌বার বস্তু যে 'বৈষ্ণব,' তাঁকে তুই তোর চেয়েও নীচ মনে করছিস্‌। তোতে যে ঘৃণ্য ব্যাপার আছে, তা' তুই বৈষ্ণবে আরোপ করছিস্‌ কোন সাহসে? পাষণ্ডী কর্ম্মী তুই, জানিস্‌নে সমস্ত মঙ্গল মূর্ত্তি হাতযোড় করে যে বৈষ্ণবদের সেবা-প্রতীক্ষায় সতত দণ্ডায়মান, সেই বৈষ্ণবদের নিন্দা কর্‌লে তোর যে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী! বৈষ্ণব-বিদ্বেষ কর্‌লে জীবের পরম অমঙ্গল ঘটে।"

বৈষ্ণব-নিন্দককে সমুচিত ভাবে দণ্ডিত করতে হবে,—এটাই 'তৃণাদপি সুনীচতা', 'সহিষ্ণুতা', কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালিগালাজ করতে থাক্‌বেন, তখন আমি জানবো,—যে সকল লোক অসুবিধায় পড়বেন, ভগবান্‌ তাদের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান করে দিচ্ছেন। ভগবান্‌ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্য প্রকার কটু কথা বলাইয়া আমাকে সহ্যগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্‌ আমাকে জানান্‌, দুনিয়ার নিন্দা সহ্য কর্ত্তে না শিখ্‌লে 'হরিনাম' কর্‌বার অধিকার হয় না।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন' করতে হ'লে 'মানদ' হ'তে হ'বে। আমাদের গুরুদেবকে মূর্ত্তিমান্‌ 'মানদ' দেখেছি। তিনি বহির্ম্মুখ লোকদিগকে ভোগা দিতেন—বাজে কথা ব'লে বিদায় দিতেন, কারণ তা'রা হরিভজন করতে দেয় না।

সকলকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর্ত্তে হবে। মায়াকে 'হরি' সাজাতে

হবে না। আমার ভোগের উপাদানকে, আমার খাবার দৈ'কে 'ভগবান' বল্‌তে হ'বে না। ভগবানের প্রসাদকে 'ভগবান' বলতে হ'বে।

'আমাকে লোকে সেবা করুক'—এর নাম কর্ম্মকাণ্ড। 'হরিকে দিয়ে নিজের ভজন করিয়ে নোবো হরি চাকর থাক্‌বে—আমাদের ভোগের বস্তুর সরবরাহকারিরূপে সর্ব্বদা দাঁড়িয়ে থাক্‌বে'—আমাদের এইরূপ বুদ্ধি !

হরিসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাই 'হরিকথা'। ভোগ-প্রবৃত্তির বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তা 'হরিকথা' নয়—মায়ার কথা।

কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন কর, তা'হলে লোকে জানুক 'মায়ার কীর্ত্তন'—'কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন' নয়। সেবার অনুকূল যে সকল কার্য্য, তাই - 'ভক্তি'। কর্ম্মের সঙ্গে তা গোলমাল (Confound) ক'রে ফেলা উচিত নয়।

কর্ম্মকাণ্ডে 'তৃণাদপি' সুনীচতা' নেই। কপটতা ক'রে 'আকু পাকু ভাব' দেখানটা 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়। সে জন্যই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলেছেন,—চৈতন্য চরণে নিষ্কপট-অনুরাগবিশিষ্ট পুরুষ ব্যতীত অপরের তৃণাদপি সুনীচতা সম্ভব নয়—

"তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূৎকৃতিঃ।
হরি প্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥"

(চৈঃ চন্দ্রামৃতম্ ২০)

—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান-শূন্যতা, স্বাভাবিকী-স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুর ভাষিতা, কৃষ্ণ-চৈতন্যসম্বন্ধরহিত-বিষয়গন্ধে থূৎকারিতা, হরি-প্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদ্‌গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

'হরিকথা' ব্যতীত জগতে আর অন্য কথা কিছু নেই। এক-মাত্র 'হরিকথা'-দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়; কেবল সুর, মান, তাল, লয়—এসকল 'কীর্ত্তন' নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে ভাল 'কালোয়াত' হ'তে বল্লেন না। তিনি বল্লেন—সর্ব্বক্ষণ 'হরি-কীর্ত্তন' কর। খোলে রকমারি বোল উঠাতে পারলে বা লোক ভুলাতে পারলেই 'কীর্ত্তনকারী' হওয়া যায় না। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণটা 'হরিকীর্ত্তন' নয়—যা' দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয় সে-টিই 'হরিকীর্ত্তন'। নিজে লীলা-প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত লীলা কীর্ত্তন কর্ত্তে পারা যায় না।

মহাপ্রভু শ্রীনাম-সাধন-প্রণালীর কথা ব'লে নামকীর্ত্তনকারীর সর্ব্ববিধ কৈতব বা অন্যাভিলাষবর্জ্জনের কথা জানা'লেন। ভাগবত-ধর্ম্ম বা 'পরধর্ম্ম' একমাত্র নামকীর্ত্তন-মুখেই সাধিত হয়. তাহা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' ধর্ম্ম। ধন-জন-পাণ্ডিত্য-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার অনু-সন্ধানের জন্য বা মুক্তি-লাভের জন্য আমাদের প্রয়াস কর্‌তে হ'বে না। ধর্ম্মার্থকাম বা কর্ম্মফলবাদ এবং মোক্ষ—যা'র জন্য জগ-তের তথাকথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত, শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন, সে সকল কৈতব বা ছলনা। যা'দের ঐ

সকলের প্রয়াস আছে, তা'দের মুখে 'হরিনাম' বেরোবে না। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-বাসনার জন্য আমরা যেন নামাশ্রয়ের অভিনয় দেখিয়ে নামের চরণে অপরাধ না করি। ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ভগবানের চরণে কর্ত্তে হ'বে না। নিজের সুবিধার জন্য ভগবান্‌কে কখনও চাকর কোর্‌ব না—খাটাবো না। যা'রা ধর্ম্মার্থকাম ইচ্ছা করেন, তা'দিগকে 'কর্ম্মকাণ্ডী', আর যা'রা কর্ম্ম-ফলত্যাগের বিচার করেন, তাদিগকে 'জ্ঞানকাণ্ডী বলা হয়, তা'রা উভয়েই স্বার্থপর—ভগবানকে চাকর কর্‌বার জন্য ব্যস্ত! ভোক্তৃ-তত্ত্ব ভগবানকে তা'দের ভোগের বস্তু কর্‌বার জন্য ব্যস্ত!

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

(মুকুন্দমালা স্তোত্র ৬)

—[হে হরে! আমি বিষয়-সুখের জন্য, অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনকাননে সুন্দরী সুর-কামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহের যোগে সুখলাভ করিবার জন্যও তোমার চরণ-যুগল বন্দনা করি না; কিন্তু কেবল ভক্তির প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।]

আমি নিজ কাজের জন্য শান্তি বা অশান্তি কিছুই চাই না।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—এসকল মনের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, তাৎকালিক ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্গকে যাঁদের প্রয়োজন জ্ঞান হ'য়েছে, তাঁদের দ্বারা 'হরি-ভজন' হ'তে পারে না—'হরিনাম' হ'তে পারে না। আমদানী-রপ্তানীদলের মুখে কখনও 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' হয় না। আমদানী হ'লেই রপ্তানী হয়।

'বৈষ্ণবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ'—দু'টা একই জিনিষ। নামা-পরাধের ফলে ভোগের চেষ্টা হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় আগ্রহ-যুক্ত হ'তে হয়।

যদি আমরা নন্দনন্দনের সেবার অধিকার প্রার্থনা করি, তাঁহলে আমাদের কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-চেষ্টার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা যথাস্থানে নিয়োগ কর, তা'না হ'লে তা'র ফল বিষময় হ'বে। অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ কর্ত্তে

চাইলে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত আর অন্য উপায় নেই –

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্য চন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

—০—

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা প্রসঙ্গ

(১৪শ খণ্ড)

১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় রানাঘাটের জমিদার অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া শ্রীচটকপর্ব্বতস্থ পুরুষোত্তম মঠে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তৎকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৪ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীজগন্নাথদেব—পুরুষোত্তম বস্তু—স্বয়ংরূপ সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকটই

তাঁহার সেই স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আশ্রয়-শিরোমণির ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীজগদীশকে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শনের আদর্শ প্রকট করিয়াই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইয়াছিলেন। প্রাকৃত-দর্শন ও অপ্রাকৃত-দর্শনে সম্পূর্ণভেদ বর্ত্তমান। প্রাকৃত-দর্শনে শ্রীজগদীশকে হস্ত-পদ-হীন প্রাকৃত বস্তু-বিশেষ বিচারে অপরাধেরই আবাহন হইয়া থাকে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" প্রাকৃতভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-সেবা-ভূমিকা-প্রাপ্ত ভক্তের নিকট শ্রীজগন্নাথদেব হস্তপদহীন নহেন; তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং বলরাম—স্বয়ংরূপের স্বয়ং-প্রকাশ বিগ্রহ বলদেব প্রভু।

নির্ব্বিশেষ-বিচারে আকার আছে বলা হইলেও চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নাই—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ কার্য্য-করী নহে—চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না, নাসিকা ঘ্রাণ লইতে পারে না, জিহ্বা রস আস্বাদন করিতে পারে না, ত্বক্ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্ম-বস্তু অতি বৃহৎ। তাঁহাতে ভগবানের ন্যায় অধিষ্ঠান নাই। শ্রীজগন্নাথ চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হইতে-ছেন। তাঁহার প্রসাদ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার উদ্দেশ্যে-কীর্ত্তন করিতে পারিতেছি; তাঁহার কথা সব বলিতেছি। জগতের লোক তাঁহার কাছে যাইয়া বলিতেছে—"প্রভো, আমার পাপ বিনাশ কর, আমার অভাব পূরণ কর।"

যখন কোন অধিষ্ঠানের মধ্যে আমরা পুরুষোত্তম-বিচার

করিতে পারি না, তখনই শ্রীপুরুষোত্তম দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না বলিয়া নির্ব্বিশেষ-বিচার প্রবল হয়। রুদ্রের এই প্রকার অধিষ্ঠান নাই। অধিষ্ঠান থাকে না—সেই জিনিষের সহিত এক হইয়া যান, কিন্তু জগন্নাথ তাদৃশ নহেন। 'ব্রহ্ম' প্রতীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। তিনিও দেখেন। তাঁহার অমল চক্ষু বৃহৎ চক্ষু। সর্ব্ববস্তুর দ্রষ্টা তিনি।

ব্রহ্মের কি প্রকার চক্ষু, পদ, হস্ত আছে? বেদশাস্ত্রে দেখিতে পাই—তাঁহার হস্ত নাই, অথচ সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন, পা নাই অথচ শীঘ্র চলিতে পারেন, চক্ষু নাই অথচ দেখিতে পান, কর্ণ নাই অথচ শুনিতে পান, তিনি সকলের বেত্তা—তাঁহার বেত্তা কেহই নাই।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

(শ্বেঃ উঃ ৩য় অঃ ১৯)

জ্ঞেয়-পদার্থ সবই তিনি দেখেন। তিনি দ্রষ্টা, আমরা দৃশ্য—আমরা তাঁহার দ্রষ্টা নহি। তিনি মহৎ পুরুষ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইহা এক প্রকার ভাব; আর আমি দ্রষ্টৃ সূত্রে (?) জগন্নাথ-দর্শন করিতেছি, তাঁহার পদ দেখিতে পাইতেছি না, তাঁহার হস্ত অপ্রসারিত, অন্যান্য অবয়ব সব ঢাকা রহিয়াছে,

এইভাবে দেখিলে তাঁহাকে অন্য দ্রব্যের-সমান মনে করিব, ভাবিব—জগন্নাথ নিম্বকাষ্ঠ-নির্ম্মিত (?) আমাদের দৃশ্য-পদার্থ মাত্র। মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্যামসুন্দর বংশীবদন দর্শন করিয়াছেন গোপীরা যেরূপভাবে দেখেন। শ্রীজগন্নাথদেব মহাপ্রভুকে আহ্বান করিতেছেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তিনি আকর্ষণ করিতেছেন, ইনি আকৃষ্ট হইতেছেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় ব্যক্তি দেখিতেছে - দারুমূর্ত্তি। তাই আমরা কল্পনা করিতে ব্যস্ত হই যে, ইনি মন্ত্রাত্মক দেবতা, মন্ত্রের দ্বারা এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা অন্যান্য পুতুল অপেক্ষা ইঁহার বিশেষত্ব হইয়াছে। কতকগুলি লোক তাঁহাকে 'মন্ত্রপূত' করিয়াছে। আমরা ভোগী। তাই শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতেছি —খণ্ডিত পদার্থ--ব্যাপক নহেন—অল্প স্থানে তাঁহার অধিষ্ঠান— তিনি আকাশের মত ব্যাপক নহেন। আমাদের এই ভোগ্য-দর্শন বাধা দিতেছে তাঁহার পূর্ণ-দর্শনে। আমাদের অবস্থা যদি উন্নত হয়, তাহা হইলে আর তাঁহাতে কাষ্ঠদর্শন হইবে না। মহাপ্রভু যেমন শ্যামসুন্দর মুরলীবদন দর্শন করিতেছেন, তদনু-গামী দর্শন হইবে। মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে একটু দূর হইতে -গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। যাহারা নিকটে যাইয়া দেখিতেছেন, তাহারা কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন— একটা কাঠের পুতুল। তাহারা যে-প্রকার দেখিতে চাহিতেছেন, শ্রীজগন্নাথও সেই প্রকারই তাহাদিগকে দেখাইতেছেন। মানস-দর্শনেও ঐপ্রকারই দেখিতেছি; তিনি—পৃথক্, মূর্ত্তি—পৃথক্।

এই সকল প্রাকৃত-দর্শন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আমাদের দিব্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 'দীক্ষা' গ্রহণ করিতে হইবে। দিব্যজ্ঞানের উদয় না হইলে আমাদের যেরূপ প্রাকৃত চক্ষু, সেইরূপ প্রাকৃত দর্শনই হইয়া থাকে। আমরা দর্শনকারী অভিমানে দৃশ্য-পদার্থ আমাদের ভোগ্য হইয়া পড়ে। শ্রীজগন্নাথদেবকেও (?) বিশ্বের অন্য পদার্থের ন্যায় ভোগ্যপদার্থরূপেই দেখি। এই বিচার ছাড়িয়া সেবোন্মুখ-দর্শনেই প্রকৃত দর্শন হয়। তিনি প্রভু – ভোক্তা, আর আমি দাস ও তাঁহার ভোগ্য—এসবই ভক্তি-দর্শনের বিচার।

অনিত্য শরীরে যে চক্ষু আছে, তদ্দ্বারা যে দর্শনাভিমান হয়, তাহা ভোগের অনুকূল-দর্শন। দৃশ্যপদার্থ ভোগসূত্রে আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। এই আনন্দদাতাও বেশীদিন থাকে না, আনন্দের ভোক্তৃঅভিমানী আমিও বেশীদিন থাকি না। দিব্যজ্ঞানের অভাবে ঐরূপ দর্শনের দুর্গতি ঘটে। আমি নিজের চেষ্টায় জানিয়া লইব, দেখিয়া লইব—ইত্যাদিই দুর্ব্বুদ্ধি। এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি কাটে কি প্রকারে? দিব্যজ্ঞানের উদয়ে। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার দিব্যদর্শনে যাহা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাই পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছেন যে, যাহারা শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবিষয়-সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি যে শ্রীবিষ্ণু, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যে প্রকার অন্য অন্ধকর্ত্তৃক চালিত হইয়া শেষে উভয়েই গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে

পারে না। অন্ধ যেপ্রকার অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া শেষে উভয়েই গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া
যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যা-
মুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"
(ভাঃ ৭।৫।৩১)

আমাদের একটা স্থূলশরীর হইয়াছে। জড়ের দ্বারা গঠিত ব্যাপারে আমাদের দর্শনবৃত্তি আসিয়াছে। অর্চ্চাকে সেবা করা যায়। যে সেবা করে, সে যদি এই জড় হাত দিয়া সেবা করিতে যায়, তাহা হইলে সেই সেবা স্থায়ী নহে। সেখানে চেতন বাধা-প্রাপ্ত হইতেছে। অচেতন হাত চেতনের কি সেবা করিবে? অচেতন-উপায়-জ্ঞানে খাওয়াইতে যাইতেছি ইহা ত' সেবা নহে।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"
(শ্বেতাশ্বতর ৪।৬)

তিনি নিজে না খাইয়া অপর লোককে খাওয়ান। তিনি দাতা। তাঁহার নিকট সেবকসূত্রে যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ভগবানের যখন বৈভবাবতার হইয়াছিল, তখন আমি জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। কৃপাময় আমাকে কৃপা

করিবার জন্য অন্তর্যামিসূত্রে অর্চ্চাবতাররূপে আমার নিকট আসিয়াছেন, যাহাতে আমি সর্ব্বক্ষণই ভগবানের সেবা করিতে পারি। হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই অধোক্ষজের সর্ব্বক্ষণ নিশ্ছিদ্র সেবা সম্ভব।

যে পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তের পূজা করি না, কেবল লৌকিক-শ্রদ্ধানুসারে অর্চ্চাবতারের পূজার জন্য যত্ন করি, সে পর্য্যন্ত প্রাকৃত বিচার কাটে নাই, জানিতে হইবে।

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্‌ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

শত শত জন্ম অর্চ্চন করিলে প্রাকৃত বুদ্ধির অবসান হয় এবং শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায়।

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।"

"প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্ ॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর অন্য সাধন নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন যদি হয়, তাহা হইলে তৎপ্রভাবে স্মরণ হইবে। সর্ব্বতোভাবে সেই বস্তুর সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আছে। ধ্যানের দ্বারা যে অনুভূতি আসে, তাহা গৌণ। যাহা শ্রবণ করি নাই, তদ্বিষয়ে মনগড়া যে কীর্ত্তন, তাহা প্রাকৃত। যাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহার অনুকীর্ত্তন করিলেই

অপ্রাকৃত স্মরণ আসিবে। বাস্তব দেহের স্মরণশূন্যতা বাস্তবদেহ-প্রাপ্তির বাধা।

গাছ-পালা, পশু-পক্ষী ইত্যাদি দর্শন করিতেছি। চেতন-পদার্থ আবৃত হওয়ায় অচেতনের স্থূল ও সূক্ষ্ম দিক্‌টাই আমাদের দর্শনের বিষয় হইতেছে। Abstract ও Concrete জড়দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছে। জড় আমাদিগকে ঢাকিয়াছে। বাস্তব-দেহের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
নযুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥"
(ভাঃ ১।১১।৩৮)

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণে বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

অপ্রাকৃত জগতে দেহ-দেহী ভেদ নাই। দেহ-দেহীতে ভেদ হইলেই অসুবিধা। ভিতরের জিনিষটা কি? কেহ বলিতেছেন, সূক্ষ্ম শরীর। শরীরী কে? কেহ বলিতেছেন—পরমেশ্বর তাহার মালিক। আমার দেহের মালিক কে? তাঁহার আমি, না তিনিই আমি? বিবর্ত্তবাদীদের বিচারে আমিই তিনি। বাউলেরা এই-রূপ অবিবেচনার রাস্তায় চলিয়াছে। 'আমি ভগবানের সেবক'—এই বিচার না হইলে ঐরূপ পতন হয়। কেহ বলিতেছেন—আমি কৃষ্ণ, কেহ বলিতেছেন—আমি কাঞ্চ। স্থূল শরীরটাকে কৃষ্ণ-

কাষ্ঠ সাজাইতেছে ; এইরূপ বিচারকারীকে শ্রীমদ্ভাগবত 'গোখর-সংজ্ঞা' দিয়াছেন ।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

ত্রিধাতুক—বাত, পিত্ত ও কফ এই শরীররূপ থলিয়ার মধ্যে আছে। খামটা কিছু পত্র নহে। এই বায়ু পিত্ত-কফাত্মক শরীরকে 'আমি' বুদ্ধি গোখরের কার্য্য। ইহাতে স্থূল-সূক্ষ্মের অন্তর্ভূক্ত পদার্থের অনুসন্ধান হইল না। বৈষ্ণবের অনুকরণ—অভক্তি। বৈষ্ণবপাদপদ্মের অনুসরণে ভক্তির উদয়—যাহা দ্বারা অন্তর্ভূক্ত পদার্থের সন্ধান হয়।

— * —

শ্রীমথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ (১৩শ খণ্ড)

২১শে অক্টোবর অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে "ভজন-রহস্য" হইতে মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ-লীলা কীর্ত্তন হইল।

কীর্ত্তনের পরে শ্রীল প্রভুপাদ অনেকক্ষণ হরিকথা বলিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর "স্তবাবলী"র নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া প্রভুপাদ তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—

"বেণুঃ করান্নিপতিতং স্খলিতং শিখণ্ডং
ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষশরঘাতবিমূর্চ্ছিতস্য
তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন ?॥"

যাঁহার কটাক্ষবাণে ব্রজরাজনন্দন মূর্চ্ছিত হন, হস্ত হইতে তাঁহার বংশী ভ্রষ্ট হইয়া যায়, শিখণ্ড স্খলিত হয়, পীতবস্ত্র শ্লথ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যিনি ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহিনী, মন্মথ-মন্মথেরও মনোমোহনকারিণী. সেই শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ কবে আমি ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে যে অপ্রাকৃত চমৎকার প্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপ রসের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তদ্দ্বারা সেবা করিতে পারিব।

শ্রীল প্রভুপাদ উপরিউক্ত শ্লোকের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া পরে মাধ্যাহ্নিক লীলায় সূর্য্যপূজার বৈশিষ্ট্যের কথা বলিলেন,—

"প্রণম্য তং ভক্তিভরেণ তন্বী
বদ্ধাঞ্জলির্বল্লু বরং যযাচে।
নির্ব্বিঘ্নগোবিন্দপদারবিন্দ-
সঙ্গোঽস্তু মে দেব! ভবৎপ্রসঙ্গাৎ॥"

(গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গ ৬৮ শ্লোক)

অনন্তর কৃশাঙ্গী-শ্রীরাধা ভক্তিভরে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই বর প্রার্থনা করিলেন,—' নির্ব্বিঘ্নে যেন আমার গোবিন্দপদারবিন্দের সঙ্গলাভ হয়, আপনি এই কৃপা করুন।"

ধর্ম্মকামিগণ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, আর্য্যপথ প্রভৃতি স্বধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজরাজ-নন্দনের অপ্রাকৃত কাম-সাগরে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী জটিলা, অভিমন্যু প্রভৃতি আর্য্যজনকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সূর্য্যপূজার ছল প্রদর্শন করিলেন। যেন তিনি লোকধর্ম্মে কত-দূর নিষ্ঠাবতী! বস্তুতঃ সূর্য্যও যাঁহার আজ্ঞায় জগচ্চক্র বিধান করিয়া থাকেন, লোকধার্ম্মিকগণকে বঞ্চনা করিয়া সেই গোবিন্দ-দেবের পদারবিন্দের সঙ্গমই তাঁহার কামনার বিষয়।

পঞ্চোপাসকগণ গণেশ, সূর্য্য, শিবা, শিব ও কর্ম্মফলবাধ্য (!) বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া অর্থ-সিদ্ধি, ধর্ম্ম-সিদ্ধি, কামনা-সিদ্ধি, মোক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি লাভের চেষ্টা করেন। কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলন করাইবার জন্য সেই পঞ্চোপাসনারই পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কাম-পরিতৃপ্তিই এই পঞ্চোপাসনার

উদ্দেশ্য ; কারণ পঞ্চোপাসক যে যে উদ্দেশ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা বাহিরে উপাসনার ছলনা থাকিলেও বস্তুতঃ পঞ্চদেবতাকে আজ্ঞাবাহক (Order supplier) সেবকেই পরিণত করা হয়। বিষ্ণুতত্ত্ব কখনও বশ্যতত্ত্বে পরিণত হন না, তাই পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপূজা বস্তুতঃ গণেশ, শিব-শিবার পূজারই অন্যতম হইয়া পড়ে। জীব গণেশাদি কৃষ্ণশক্তি-দ্বারা নিজের কাম পরিতৃপ্তি করাইয়া লইতে চাহিলে বস্তুতঃ ঐ সকল দেবতারই কপট কৃপা বা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া' পড়ে। কেন না তত্ত্বতঃ ঐ সকল দেবতা কৃষ্ণেরই সেবক ও আজ্ঞাবাহক—কৃষ্ণেরই কাম-সরবরাহকারী। তাই কৃষ্ণ কুন্দলতার পরামর্শে পঞ্চ-দেবতার উপাসনার ছলনায় তাঁহাদের দ্বারা নিজ কামাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহার্থ প্রস্তুত হইলেন। স্বাংশ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং প্রকাশ-বিগ্রহ-গণও স্বয়ং-রূপের বিবিধ সেবা বা কাম পরিতৃপ্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু জীব বিষ্ণু তত্ত্বের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতে পারে না।

"তথৈত্য ললিতা মধ্যং তয়োঃ কৃষ্ণং ন্যবারয়ং।
কুন্দবল্ল্যাহ তং কৃষ্ণ পঞ্চদেবার্চ্চনং কুরু॥
কৃষ্ণঃ কুন্দলতামাহ ত্বং মমাস্মিন্ স্মরক্রতৌ।
আচার্য্যা ভব সামগ্রীমধিষ্ঠানঞ্চ মে দিশ॥
সা চাহ নাহমাচার্য্যা শ্রুতং নান্দীমুখীমুখাৎ।
সুগোপ্যমপি তদ্‌ক্রিয়াং যত্ত্বং মৎপ্রিয়দেবরঃ॥
অস্যাঃ পুরঃ সব্যকুচে গণেশ্বর
স্ফুরচ্ছিরঃ কুম্ভতয়া প্রকল্পিতে।

নমো গণেশায় ত ইত্যুদীরয়ন্
সমর্পয়াদৌ করহল্লকং স্বকম্ ॥
নমঃ শিবায়েতি পঠন্ পরেঽপরং
বক্ষোজলিঙ্গেঽর্পয় পাণিপঙ্কজম্ ।
হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নম ইত্যদঃ পুনঃ
শিরস্ত্বমুষ্যাঃ কুটিলভ্রুবোঽপি তং ॥
ত্বমথ নিজকরাভ্যামেতয়া বারিতাভা-
মপি সুচিবুকমস্যা বেণিমূলং চ ধৃত্বা ।
মুখবিধুমনুযত্নাদোন্নমো বিষ্ণবেঽস্মা
ইতি মনুবরমাখ্যন্ স্বং মুখাব্জং নিধেহি ॥
পুনঃ সবিত্রে নমঃ ইত্যুদীরয়ন্ন-
স্যাস্তু ভাস্বত্যধরেঽরুণে বলাং ।
স্ব-দন্তকুন্দাধর-বন্ধু-জীবকৌ
কৃতাবরোধোঽপ্যনয়া সমর্পয় ॥
অথার্চ্চনায়াং বিহিতোদ্যমোঽসৌ
তাং ভর্ৎসয়ন্তীং কিল কুন্দবল্লীম্ ।
স্বং তাড়য়ন্তীং শ্রবণোৎপলেন
প্রিয়াং স পশ্যন্নবদৎ প্রিয়ালীঃ ॥
সখ্যঃ ! স্মরমখারম্ভে পঞ্চদেবার্চ্চনা ময়া ।
কর্ত্তব্যা বিঘ্নশান্ত্যৈ কিং শুভে খিদ্যতি বঃ সখী ॥"
(গোবিন্দলীলামৃত ৯ম সর্গ ৬৮--৬ শ্লোক)

কুন্দলতার শ্রীকৃষ্ণকে রাধার নবঅঙ্গে নবগ্রহের পূজার

পরামর্শ বা শ্রীরাধাকর্ত্তৃক কৃষ্ণকে অষ্ট দিক্‌পালের পূজার পরামর্শ প্রদান করিয়া নিজস্ব অষ্টসখীকে কৃষ্ণের দ্বারা সম্ভোগ করাইবার চেষ্টা (গোবিন্দলীলামৃত ৯ম সর্গ ৯১-৯৮) প্রভৃতি সকলই কৃষ্ণ-কন্দর্প-মহাযজ্ঞোৎসব-বিধানের প্রয়াস, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত মদনমোহন কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-বাঞ্ছারূপ প্রেমাই ইঁহাদের কাম্য। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন—

“আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি ‘কাম’।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে ‘প্রেম’ নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য-মাত্র প্রেম ত’ প্রবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি’ করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করে পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ মাধ্যাহ্নিক-লীলা সম্বন্ধে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

'মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূষা প্রমুগ্ধৌ।
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্ক-পূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি"॥

(ভজনরহস্য ৪র্থ যামসাধন, ২৩)

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, মধুররতিতে আশ্রয়বিগ্রহগণের মধ্যে 'সখী' ও 'মঞ্জরী' দুইটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মঞ্জরী-গণ সখীর দাসী বা অনুগতা অভিমান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সখীত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধিকার দাস্যই অধিকতর শ্লাঘ্য বিচার করিয়া থাকেন। 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবী যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥"

হে দেবি! রাধিকে তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কখনও অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না। তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। আর তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।

দাসী কখনও বলেন না যে 'আমি সখী,' দাসী কখনও নিজে কৃষ্ণসেবা করিতে ধাবিত হন না। সখীর আনুগত্যে বার্ষভানবীর সেবাই কৃষ্ণ সেবার প্রকৃষ্ট প্রকার।

'স্বরূপসিদ্ধি' ও বস্তুসিদ্ধি' নামে দুইটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম শরীর বা জড়ীয় বাসনা কোষ হইতে মুক্ত না হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই সূক্ষ্ম শরীরের পতন বা জড়ীয়-বাসনা-নির্মুক্তির নামই স্বরূপসিদ্ধি। এই স্বরূপসিদ্ধি লাভের পর যখন ভজন করিতে করিতে এই জগৎ হইতে উৎক্রান্ত

দশা লাভ হয়, অর্থাৎ যখন এই শরীরের পতন হয়, তখনই তাহা বস্তুসিদ্ধি। আপন দশার পর আর জন্মগ্রহণ করিব না, যদি কাহারও এইরূপ অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর এই শ্লোক অনুশীলন করেন,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

সংসার হইতে অবসর পাইয়া কি করিতে হইবে, তাহারই উত্তরে বলা হইয়াছে,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

এখানে '**আরাধ্য**' শব্দের দ্বারা '**অনয়ারাধিতো নূনং**' শ্লোকের প্রতিপাদ্য **শ্রীরাধার সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনাই** ব্রজবধূবর্গের আনুগত্যে সংসারমুক্ত পুরুষগণের ভজন, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে সকল কথার সমাধান করিতে পারেন তিনি, যিনি সকল বস্তুর মালিক—স্বয়ংরূপ। তাই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন ঔদার্য্যময়ী লীলা প্রকাশ করিয়া রাধা-ব্রজেশতনয়-মিলিত-তনুরূপে জগতে আবির্ভূত হন, তখনই

পরমমুক্ত পুরুষগণের ভজনরহস্য জগতে প্রকাশিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদের পরিপক্ক ফল। বেদের ডাঁশাফল, খোসা প্রভৃতি Archaeology, Zoology, Botany, Chemistry প্রভৃতি রূপে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারিগণের বিষয় হইয়াছে। যাহারা বেদের ঐ সকল খোসার আবরণে পরিপক্ক ফলকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করিতে চাহে. তাহাদের পরিপক্কফলের স্পর্শ-লাভই হয় না—আস্বাদন ত' দূরের কথা।

রাত্রে সায়াহ্ন-লীলা কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকটির অবশিষ্টাংশ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—বৈকুণ্ঠে শক্তিমান্ শক্তিমত্তত্ত্বের উপর প্রভুত্ব করেন, আর মথুরায় শক্তিমত্তত্ত্ব শক্তি-মাণের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন।

সান্ত-পদার্থ দিয়া অপ্রাকৃতকে মাপিতে গেলে মাঝে একটা অনন্তের ব্যবধান থাকিয়া যায়। দেহ ও মনকে যে আমরা "আমি ও আমার" মধ্যে incorporate করি, তাহা অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতা—

"পরের সোনা দিও না কাণে।
প্রাণ যাবে তোমার হেচ্‌কা টানে॥"

যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, তাঁহার মুখে যদি হরিকথা-কীর্ত্তন শুনি, তাহা হইলে নিদ্রিত অবস্থায়ও হরি-কীর্ত্তন করিতে পারিব সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন হইবে। অপরলোক শুনিতে পারিলেই আমার কীর্ত্তন হইতে থাকিবে।

পরমাত্মাই একমাত্র ভোগী। পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম জীবে অণু পরিমাণে আছে বলিয়া জীব পরমাত্মাকে ভোগ করিতে পারে না— অণুর মধ্যে বিভুকে পুরিতে পারা যায় না।

ওথেলো ডেস্‌ডিমোনা, লয়লা মজনু, সেখ-সাদি প্রভৃতির রস বিকৃতরস, রস সেখানে তাড়ি হইয়া গিয়াছে। চেতনে যদি শতকরা শতপরিমাণ প্রীতিময়ী সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই আত্মা কৃষ্ণভজন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না।

—০—

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

১৪শ খণ্ড

১০ই অক্টোবর (১৯৩৫)

প্রাতে—শ্রুতি ব্যাখ্যা

"নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ সমূহ শ্রীহরিনাম-প্রভুর পাদপদ্মের নখাঞ্চল নিত্য আরতি ক'র্‌ছেন। শ্রীহরিনাম মুক্ত-কুলের দ্বারা উপাস্যমান্ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেছেন,—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার-তারণ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"
"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।"

বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞান হয় বিশেষবাদে। শ্রীরামানুজের বিশেষ বিচার। আর আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যের ভেদ-বিচার। ভেদ-বিচারে চিদচিদ্ ভেদ-বিচার এবং চিদ্বস্তুর মধ্যেও ভেদ-বিচার। যেমন জড়ে, জীবে এবং ঈশ্বরে ভেদ, আর ঈশ্বরে ও জীবে এবং জীবে জীবে ভেদ। ঈশ্বর ও জীবে উপাস্য-উপাসক-ভেদ। জীবের সেবনধর্ম্ম, আর ভগবানের সেবা-গ্রহণ-ধর্ম্ম। একটি বস্তু পূর্ণ ও বৃহৎ, আর একটি বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র।

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥"

পরমেশ্বর বিভুচিৎ ও জীবসকল অণুচিৎ - ইহা শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিশেষভাবে প্রদর্শন ক'রেছেন। তা'তে পরমেশ্বর ও জীবের বিচার অধিকতর সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-যুক্ত হ'য়েছে। বাদরায়ণ-সূত্রের মধ্যে 'ভেদ'-শব্দের ব্যবহার হ'য়েছে। সাধারণতঃ জড়-বিশেষ-নিরসনের জন্যই শ্রুতির নির্ব্বিশেষ-বিচার। জড়বিশেষের দ্বারা ভোক্তৃ-ভোগ্যরাজ্যে ভেদ উৎপন্ন ক'রেছে। সেই ভেদ অবরতাকে লক্ষ্য করে। 'ভোগ' ভজনের বিরুদ্ধ না হ'লেও ভজনের সহিত তা'র বৈষম্য আছে। ভোগ—জড়সবিশেষ-বিচার-প্রধান, আর ত্যাগ— জড়সবিশেষ-নিষেধক নির্ব্বিশেষ-বিচার-প্রধান।

চিং সবিশেষ-বিচার ব'ল্‌বার জন্য ভগবান্ এদেশে যুগে যুগে বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে পাঠিয়েছেন। অতি প্রাগাচার্য্য, মধ্যযুগীয় আচার্য্য এবং বর্ত্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত আচার্য্যগণ চিদ্‌বিলাসবাদের সৌন্দর্য্য বিচার ক'রেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে বিবদমান যাবতীয় মতবাদের সমাধান হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রায় দুইশত বৎসর পরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সে সকল কথা আলোচনা ক'রেছেন। সেই সকল আলোচনার অভাবে লোকে পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের মতবাদকে বহুমানন ক'রেছে। বস্তুতঃ পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বেদশাস্ত্রকে যেরূপভাবে আক্রমণ ক'রেছে তা'তে বেদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হ'য়েছে।

শ্রুতির বিচার লীলা-পুরুষোত্তম-ভগবানের লীলা-বিরোধি-বিচার নহে। তবে শ্রুতি পারমার্থিক-শিক্ষা-মন্দিরের প্রাথমিক পাঠ ব'লে তাঁ'তে অস্ফুট-বিচার আছে। শ্রুতির উদ্দেশ্য— প্রথম ভোগ-সাহিত্যকে দমন জড়বিলাস সর্ব্বাগ্রে নিরস্ত না হ'লে চিদ্‌বিলাসের ভূমিকা প্রস্তুত হ'তে পারে না। জড়ের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা ভাল কথা বটে, কিন্তু জড়বিনাশ বা ভোগবিনাশ ক'র্‌লেই যে, সকল সুবিধা হ'য়ে যা'বে, তা' নয়। পরমবাস্তবতা চিদ্‌বিলাসেই আছে। অত্যন্ত ভোগে আসক্ত বা অত্যন্ত বৈরাগী হ'য়ে গেলে ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ হ'বে না।

"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

* * *

স্ত্রী, শূদ্র. দ্বিজবন্ধু (নাম-মাত্র ব্রাহ্মণ) এদের বেদে অধিকার নেই। কিন্তু এদেরও শ্রৌত-বিচারে অধিকার হ'তে পারে যদি এরা ভোগের কথা ছেড়ে দেয়।

"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥"

ভগবদ্ভক্তের স্বভাবে শিক্ষা লাভ ক'র্‌লে স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবর এমন কি গগনবিহারী পক্ষিগণও ভগবানের কথা জান্‌তে পারেন এবং দৈবীমায়ার হস্ত হ'তে পরিত্রাণ লাভ করেন। স্বাধ্যায়নিরত বেদপাঠিগণের আর কি কথা ?

* * *

শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলেন,—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

কুকুরে শিয়ালে খেয়ে ফেলে যে দেহটা, তা'তে যে পর্য্যন্ত আত্মবুদ্ধি থাক্‌বে, সে-কাল পর্য্যন্ত আত্মমঙ্গল সুদূর পরাহত। বদ্ধজীবের দুটো দেহ—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ। তা'দের স্থূলদেহ কুকুরে শিয়ালে খে'য়ে ফে'ল্‌তে পারে. আর সূক্ষ্ম-দেহটা অসুরে খে'য়ে ফে'ল্‌তে পারে। বহির্ম্মুখ জীবকে যখন অপরাধ ও পাষণ্ডতা আক্রমণ করে, তখন তা'দের সূক্ষ্মদেহটাকে অসুরে

খে'য়ে ফেলে। নিষ্কপট সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবানের দয়া প্রদত্ত হয়। অহং-মম-ভাবের বর্ত্তমানে কখনই ভগবানের কৃপা-লাভের সম্ভাবনা নেই।

আধ্যক্ষিক বা আরোহবাদে যদি আমরা অগ্রসর হই, তা'হলে জড়নির্ব্বিশেষ-সত্তায় পরিণত হ'তে হ'বে।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং চ্ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

সেবা-বৃত্তি থাক্‌লে ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি বেদাদি শাস্ত্রকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা যায়; আর ভক্তি বিরোধী আধ্যক্ষিকতা থা'ক্‌লে ঐ সকল শাস্ত্রেই নানা-প্রকার অসুবিধা করিয়ে দেয়; এমন কি, আমাদিগকে আত্মহত্যায় পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ করে। মায়াবাদীর বিচার—আত্মহত্যার বিচার।

* * *

প্রত্যক্ষবাদ, ভোগবাদ, আরোহবাদ জীবকে নাস্তিকতায় নিয়ে যায়; এজন্যই অবতারবাদ। প্রপঞ্চের অতীত বস্তু, গোলোকের বস্তু প্রপঞ্চে বা ভূলোকে অবতীর্ণ হন—প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন ব'লে প্রপঞ্চের দ্বারা অভিভূত হন না; নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সহিত অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন।

* * *

কোটিবার বেদান্তবিৎ হওয়ার পর বিষ্ণুভক্ত হওয়া যায়, বিষ্ণুভক্ত এত বড় জিনিষ।

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজি বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥"

চিন্মাত্রবাদে মাত্র আট্‌কে থাক্‌লে চল্‌বে না আরও অনেক দূরের টিকেট কিন্‌তে হ'বে। ভগবদ্ভক্ত যখন শ্রুতিশাস্ত্র আলোচনা করেন, তখন তাঁ'দের শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দারূপ অপরাধ হয় না: কারণ তাঁ'রা শ্রুতি ও শ্রুতির অনুগত শাস্ত্রের ভেদ দর্শন করেন না। তাঁ'রা নিজেদের দোলো ব্যাখ্যা গ্রহণ ক'র্‌বার পরিবর্ত্তে শ্রুতির অনুগত শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

* * *

পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বিদ্ধা ভক্তি বা কখন কখন কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির আবাহন করেন। তারা পনের আনা তিন পাই নিজের পেট-পূজা বা কোন-না-কোন অপস্বার্থ-সাধন, আর এক পাই ভক্তি হয় হোক, না হয় না হোক— এই অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত ভক্তির ছলনা ক'রে থাকেন। তা'দের হ'চ্ছে নিজের ভোগবাদের সহিত স্বার্থাভিসন্ধিমূলক ভক্তির আমেজ।

স্ত্রী-শূদ্র-ব্রহ্মবন্ধু সকলেরই কর্ণবেধ-সংস্কার হ'য়ে উঠ্‌তে পারে যদি ভাগবতের নিকট সর্ব্ববেদান্তসার ভাগবত-কথা-শ্রবণ, ভক্তি-মান্ হ'য়ে যদি বেদসকল আলোচনা করা যায় বা একায়ন-পদ্ধতি আলোচনা করা যায়, তা' হ'লেই বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়।

* * *

দাক্ষিণাত্যের স্মার্ত্তগণ জ্ঞানমিশ্র ভক্তির কাচ কাচিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তের স্মার্ত্ত অধিকাংশস্থলেই কর্ম্মপ্রধান ভক্তির কাচ কাচেন। শ্রীরামানুজ ও মধ্ব জ্ঞানমিশ্রিতভক্তির বিচারকে নিরাস ক'র্বার চেষ্টা ক'রেছিলেন।

* • *

দক্ষিণভারতে প্রচুর নারায়ণ-পরায়ণ বৈষ্ণবগণ আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। মধ্য-যুগীয় চারিজন আচার্য্যই দক্ষিণভারতে অবতীর্ণ। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে ব'লেছেন,—

"ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ।"
—(ভাঃ ১১শ স্কন্ধ ৫ম অঃ ৩৮-৪০ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভিন্ন ভিন্ন দেশে আচার্য্য পাঠিয়ে দি'য়ে জগতের মঙ্গল ক'রেছেন। তাঁ'র অনুসরণ ক'র্‌লে আমাদের মঙ্গল হবে, অনুকরণ ক'র্‌লে সুবিধা হ'বে না।"

শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়া তৃতীয়-দিবসের প্রাতঃকালে প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ সমাপ্ত করেন।

—০—

তৃতীয় দিবস

১০ই অক্টোবর (১৯৩৫)

অপরাহ্নে—হরিকথা

"সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের সংখ্যা খুব অল্প। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ব'লেছেন—

"কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

সেই সুদুর্ল্লভ ভগবদ্ভক্তের প্রিয়বস্তু হ'চ্ছে—শ্রীমদ্ভাগবত। বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত নিজেও একজন ভাগবত। 'বৈষ্ণব' কে, জানা দরকার। পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে যে 'বিষ্ণু'-শব্দের ব্যবহার আছে, সেরূপ কর্ম্মফল-বিধাতা-বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবত-প্রিয় বৈষ্ণবের 'বিষ্ণু' নহেন। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন মূল আকর বস্তুর অধিষ্ঠান স্বীকার করেন না। বিষ্ণুর সর্ব্বকারণ-কারণত্ব স্বীকার ব্যতীত অন্য দেবতা বা বিষ্ণুর সমান অন্য দেবতা থাক্তে পারেন, এটা বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না; বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও তা' বলেন না। অন্যান্য দেবতা বিষ্ণু হ'তেই শক্তি লাভ ক'রে দেবতা হ'য়েছেন; তলবকার উপনিষদে বিষ্ণুশক্তি-হৈমবতী যে কথা ব'লেছিলেন।

* * *

সাংখ্যায়ন-বিচার গ্রহণ ক'র্‌লে সকল সংখ্যাই অদ্বয়-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোন মূল বস্তুর সম্মুখে একটি আদর্শ রাখ্‌লে একটি প্রতিফলন এবং একাধিক আদর্শ রাখ্‌লে একাধিক সংখ্যক

প্রতিফলন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আদর্শ বা দর্পণের সংখ্যার বহুত্ব, কিন্তু মূল বস্তুর একত্ব। যদি এক না থাকে, তা' হ'লে একেরই অনুরূপ বহুসংখ্যক প্রতিফলন কিরূপ ক'রে হয়? কিন্তু এখানে বিচার্য্য এই যে, প্রতিফলনটি বস্তু নয়।

* * *

"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।"

নির্ম্মল-স্বরূপে প্রত্যেক জীবাত্মা গোলোকে অবস্থান করে। তা'র আবৃত-ভাবটা প্রতিফলন সদৃশ। এ'দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্য-বাদের কথা ব'ল্‌ছি না।

* * *

শ্রীআনন্দতীর্থপাদ বলেছেন, শত-জন্মের পর জীব ব্রহ্মা হ'তে পারেন। আনন্দতীর্থের বিচারে ব্রাহ্মণ হওয়া চাই, ব্রাহ্মণ হ'তে হ'তে ব্রহ্মা হওয়া চাই, ব্রহ্মা হ'তে উৎক্রান্ত দশায় বৈষ্ণব হওয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দরের বিচার আরও উন্নত। শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্ম এক মনুষ্য-জীবনেই লাভ হ'তে পারে। উপনিষদ্ বলেন—

"য এতদক্ষরমবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।"

'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি

এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ।

সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥"

"সূর্য্যাংশ কিরণ, যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার শক্তি হয়॥'

সূর্য্য-দেবতা মূল-বস্তু পরমেশ্বর-স্থানীয়, আর কিরণকণ-সকল—জীবস্থানীয়। একটা Pencil of ray আর একটা Pencil of ray এর সহিত identical নয়, similar, সূর্য্যের অনন্ত রশ্মি দশদিকে প্রসারিত। মূলে এক ব'লে অভিন্ন বলা গেলেও Particular pencil of ray সূর্য্যের সহিত এক নয়। এক জীবও অপর জীবের সহিত এক নয়।

বেদান্ত বলেন—

"নানাংশ-ব্যপদেশাৎ", "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্ম-কিতবাঃ" ইত্যাদি।

অণুচিৎ-জীব ব্রহ্মের সহিত ভেদ বিচার-সম্পন্ন। কোন একটা রশ্মিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,—তুমি কি? তখন রশ্মি ব'লবে—'আমি সূর্য্য'। তুমি কি সমগ্র সূর্য্য? না, আমি তা' নয়, আমি সূর্য্যের বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশ কখনও ছায়া দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূর্য্য নিত্য প্রকাশমান।

* * *

বিষ্ণুকে যা'রা গুণাবতার মাত্র বলেন, সেরূপ বিষ্ণুর সঙ্গে বৈষ্ণবের বিষ্ণু'র তফাৎ আছে। মুখে তোতাপাখীর মত যদি গোবিন্দস্তোত্র পাঠ করি, তা'তে গোবিন্দের প্রকৃত আরাধনা হ'বে না, কিংবা ঐশ্বর্য্য-বিচারে গোবিন্দ-স্তোত্র যদি পাঠ করি, তা' হ'লে লক্ষ্মীগোবিন্দের সেবা হ'য়ে যা'বে—রাধাগোবিন্দের সেবা হ'বে না।

* * *

বাংলা দেশের লোক মহাপ্রভুর কথাকে বহির্ম্মুখ সংসারের

কার্য্যে লাগাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন! মহাপ্রভুকে কেউ কেউ সমাজ-সংস্কারক মনে ক'র্‌ছেন! বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা আলোচনা নেই ব'লে বস্তুত্যাগপর মায়াবাদ ও ভোগপর স্মার্ত্তধর্ম্মে লোকে প্রবিষ্ট হ'চ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত কথারও আদর হ'চ্ছে না। ভাগবতের পাঠক ও ভাগবতের শ্রোতা ভাগবত পড়্‌বার ও শুন্‌বার অভিনয় ক'রে বস্তুতঃ ভাগবতের বিদ্বেষই ক'র্‌ছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার,—

'যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥"

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল জীবপ্রভুর আনুগত্যস্বীকার ব্যতীত ভাগবত-পাঠ হ'তে পারে না। শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে ব'লেছেন,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

* *

নরকগমনের জন্য যদি কারো ইচ্ছা থাকে, তা'হ'লে সে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করুক। বর্ত্তমানকালের কদর্থিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ধারণার হস্ত হ'তে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীদিগকে—অন্ততঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য প'ড়ে গে'ছে—নিজের ভজন ছে'ড়ে দিয়েও এ কর্ত্তব্য

পালন কর্'তে হ'বে। কেউ গৌরসুন্দরের নিষ্কপট আনুগত্য ক'র্ছেন না, শ্রীরূপের কথা শুন্ছেন না; কেউ ব'ল্ছেন থিওসফিষ্ট থাক্'ব, কেউ ব'ল্ছেন—স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক থা'ক্'ব, কেউ কেউ ব'ল্ছেন—চিজ্জড়-সমন্বয়বাদে থা'ক্'ব, তা'হলে বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়োৎসবে যোগদান করা যা'বে! কেউ ব'ল্ছেন,—ঐকান্তিকতা একঘেয়ে ব্যাপার, তা'তে ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম প্রবৃত্তি স্বৈরিণী বৃত্তি রক্ষা ক'র্'তে পারে না; কেউ ব'ল্ছেন, ভাগবত-ব্যবসায়ী থাক্'ব—মন্ত্র ব্যবসায়ী থাক্'ব, নির্জ্জন ভজনের নামে প্রচ্ছন্ন কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ ক'রব—ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহীবাউল সম্প্রদায় জগতের যে কি ক্ষতি ক'রেছে, বলা যায় না। কৃষ্ণভক্তি ও যোষিৎসঙ্গের বিরুদ্ধে যে অভিযান, তা'তে এদের মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হ'য়েছে; এরা মনে ক'র্'ছে—মহাপ্রভুর ঐ সকল কথা থামিয়ে দিয়ে খাব-দাব, "তুম্'ভি চুপ্, হাম্'ভি চুপ্" নীতি অবলম্বন ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণটাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ব'লে চালা'ব! যাঁ'রা আচার্য্যের কার্য্যের অভিনয় ক'রছেন, তাঁ'রাও পঞ্চোপাসকের দলে মিশে গিয়েছেন। তাঁ'রা পঞ্চোপাসকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়েছেন তাই ভাগবতের তাৎপর্য্য জান্'তে পারছেন না। অঘ-বক-পূতনা যেরূপ ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল, গৌড়ীয়-মঠের প্রচারে সেরূপ সব অগৌড়ীয় ধ্বংস হ'য়ে যা'বে।

বৈষ্ণবদিগের প্রিয়বস্তু হ'চ্ছে ভাগবত, তাঁ'তে ভাগবত-পরমহংসদিগের কথা আছে। ভগবত-পরমহংসই বৈষ্ণব। যা'রা

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী, তাঁরাও ভাগবত আলোচনা না ক'র্‌লে অধঃপতিত হ'য়ে যা'বেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণাশ্রমের সমল বা সগুণ জ্ঞান পর্য্যন্ত আলোচিত হয় নি, তাঁতে অমল নির্গুণ-জ্ঞান ভাগবত-পরমহংস জ্ঞান পর্য্যন্ত আলোচিত হ'য়েছে। সে জ্ঞান 'নির্ণয়সিন্ধু বা "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে'র জ্ঞান পর্য্যন্ত নয়—"ভামতীর" বা "পরিমলে"র জ্ঞান পর্য্যন্ত নয়—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-জ্ঞান-মাত্র নয় ;—অপরোক্ষের উত্তরার্দ্ধ, অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত-জ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতে আলোচিত হ'য়েছে।

*   *

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্"—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত এই যে কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টা শ্রীমদ্ভাগবত তা'কে অধিক উচ্চস্থান দেন নি। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥"
'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥"

কেবলা ভক্তির বিচার একমাত্র প্রকৃষ্টভাবে শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতে সেই বিচার আছে।

* * *

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির দ্বারা নারায়ণের কিছু কিছু কথা আলোচনা হ'তে পারে, কিন্তু কৃষ্ণপাদ-পদ্মের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি অধিক দূর পর্য্যন্ত যা'বে না। 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' কনিষ্ঠাধিকারগত বৈষ্ণবধর্ম্ম-মাত্রে, মধ্যমাধিকারগত বিচারও নয়, উত্তম অধিকারের বিচার ত' বহু দূরের কথা।

* * *

বিষ্ণুর যে মূল আকর-মূর্ত্তি,—তা'ই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণেরও পরম কারণ। নারায়ণের কারণ বলদেব, বলদেবের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ। যা'রা এসকল কথা আলোচনা করেন নি, তা'রা অতি সামান্য দূর পর্য্যন্ত টিকেট কিনেছেন। সগুণোপাসনা পর্য্যন্ত তা'দের টিকেট।

* * *

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকেই গীতা একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত যাবতীয় ধর্ম্ম নিরাস ক'রেছেন। কর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ বা যোগপথে শরণাগতি নেই। গীতা শ্রবণে তা'দের অধিকারই হয় না—যা'দের কর্ম্মপথে অধিকার। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্ত-ভাগবতের নিকট হ'তে পাঠ না ক'রলে মহাভারত বা গীতা পড়া সম্পূর্ণ হয় না।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ।”
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥”
শ্রীমদ্ভাগবত—উত্তর গ্রন্থ।

* * *

বিষ্ণুপুরাণ কতটা অধিকার দিয়েছেন, আর ভাগবতই বা কতটা অধিকার দিয়েছেন, তা' বিচার করা আবশ্যক। বিষ্ণুপুরাণ বা রামায়ণ মাত্র পাঠ ক'রে শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত ক'র্‌লে হ'বে না—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'র্‌তে হ'বে। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈষ্ণবতার বিচার অতি সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শিত হ'য়েছে। কে কতটা ভগবান্‌কে প্রিয়তমরূপে গ্রহণ ক'র্‌তে পেরেছেন, কে প্রত্যহ অষ্ট-প্রহরের মধ্যে অষ্ট-প্রহর অপতিতভাবে ভজন করেন, কে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ভজন করেন,—এ সকল কথা শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হ'য়েছে। এখানে শঙ্করমতাবলম্বীদিগের সহিত বিচার নয়,—বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈষ্ণবের বিচার।

“রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

“সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোমণি, সর্ব্বশাস্ত্রের আরাধ্য শাস্ত্র

মহাপ্রভু যাঁকে প্রমাণ-শিরোমণি ব'লেছেন "বিশতে তদনন্তরম্" গীতোক্ত এই শ্লোকের লীলাপ্রবেশের বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুট হ'য়েছে।"

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ 'পাঁচের অল্প সঙ্গ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সেবার কথা বলিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দজী "দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব ?"—এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন।

—০—

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী-সভায়

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ, অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দির
কাল - ২৭শে ফাল্গুন (১৩৩৯), ১১ই মার্চ্চ (১৯৩৩) শনিবার,
রাত্রি ১০ ঘটিকা

(১১শ খণ্ড)

নীতিশাস্ত্রনিপুণ চাণক্য পণ্ডিত ব'লেছেন,—

"তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কোন কথা না বলি, ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমাদের ব'সে থাক্‌বার যোগ্যতা হয়। কথা বল্লেই গলদ্ পাওয়া যায়। চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে গলদ্ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ নির্জ্জনে বিবিক্তাসন হ'য়ে যদি ভজনের অভিনয় করা যায়, তা' হ'লে লোকের আক্রমণের পাত্র হ'তে হয় না, প্রশংসাই পাওয়া যায়। আর যদি কিছু কীর্ত্তন করা যায়, তা' হ'লে অনেকের প্রীতিপ্রদ না হ'লেই প্রতিবাদ ও আক্রমণের পাত্র হ'য়ে পড়তে হয়।

আমাদের যে কাজটা পড়েছে, তা' নিত্যকাল হরিকীর্ত্তন। তবে তা'তে আমাদের নিজেদের কোন দায়িত্ব নেই। যদি অহঙ্কার-বশে ত্রিগুণ-তাড়িত হ'য়ে কোন কথা আমরা বলি, তা' হলেই আমাদের অসুবিধা ও দায়িত্ব এসে যায়; কিন্তু যদি ভগবানের কথা তাঁ'রই নিজ-জনের আজ্ঞাবাহিদাস-সূত্রে বলি, তা' হ'লে আর দায়িত্ব থাকে না। সুবিধাই হোক, আর অসুবিধাই হোক, তা'তে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেই। যদি মনিবের পক্ষে কোন পিয়ন বা সংবাদ-বাহক সংবাদ বহন ক'রে এনে দেয় বা সংবাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিলি ক'রে দেয়, তা' হ'লে সংবাদ-সম্পর্কে বাহকের কোন দায়িত্ব নেই।

আমরা বড় আশা-ভরসা পেয়েছি; আমাদের নিজেদের কথা কিছু নেই, আমরা কেবল ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কথা বল্‌ব। তা'তে প্রতিবাদের কিছু থাক্‌তে পারে না। আমরা যাঁ'দের বাণী বহন ক'রে থাকি, জগতের কোন প্রতিকূল মত তা'দের প্রতিযোগী হ'তে পারে না, সে-সূত্রে আমাদের হৃদয়ে যথেষ্ট বল আছে। আমরা সেই শ্রৌতবাণীর সম্মুখে শ্রবণ-

কীর্ত্তন-মুখে উপনীত হওয়ার চেষ্টা কর্‌ব মাত্র। আমরা সর্ব্বদা শ্রীহরির শ্রবণ ও শ্রীহরির কীর্ত্তন কর্‌ব, তা'তে আমাদের কোনই অসুবিধা হ'বে না—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

অর্থাৎ আমাদের নিজেদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, আমাদের বড় ভরসা, আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাক্য বল্‌ব। তা'তে আমাদের কোন অসুবিধার কথা নেই, বরং আমরা প্রচুর পরিমাণে আশ্বস্ত হ'য়েছি, অত্যন্ত ভরসা পেয়েছি,—একমাত্র অদ্বিতীয় বাস্তবসত্য জগতে প্রচারিত হ'লে সে-কথার প্রতিবাদ কর্‌বার কোন প্রয়োজন হ'বে না।

অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচুর পরিমাণে আনুগত্যের কথা আছে, তাই এ-সকল কথার আদর যথেষ্ট পরিমাণে কেবল ভারতবর্ষেই হ'বে। ভারতেতর প্রদেশে এ-সকল কথার আদর নেই ও আদর হ'বে না; কিন্তু আত্মধর্ম্মের কথা শুধু ভারত বা শুধু বিগত কালের জন্য নয়, সকল দেশের জন্য— অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সর্ব্বকালের জন্য আত্মধর্ম্মের বাণী। সব দেশেই ভাল লোক আছেন—সত্য কথা শুন্‌বার লোক আছেন। সব কালেই ভাল লোক হ'য়েছেন, হচ্ছেন ও হ'বেন। আমরা যদি অযোগ্য হই এবং অযোগ্যতার দরুণ বাস্তবিক মরে যাওয়ার আগেই ভীত হ'য়ে অনেকবার মরে যাই, তা' হ'লে আমাদের হরিকীর্ত্তন হ'ল না। আমাদের ক্ষুদ্র ভাজনে অপূর্ণতা

আছে, কিন্তু যোগ্য ভাজনে তা' অধিকতর বিস্তৃতি ও উজ্জ্বলতা লাভ করবে। যেমন প্রদীপ ক্ষুদ্র ভাজন অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর ভাজনে অধিকতর বিস্তৃত ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি কম থাকলেও আমরা এমন ভাজন হ'ব, যা'তে আমাদের অনেক সুবিধা লাভ হ'বে।

আমরা যদি শ্রৌতবাণীর বাহক হই, তা'তে আমাদের আত্মম্ভরিতা আস্‌বে না, বরং আমরা আরও অনেক কথা প্রচুর পরিমাণে শুন্‌তে পেয়ে অধিকতর মঙ্গল-লাভ কর্‌তে পার্‌ব। অনেক সময় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ভাষান্তরের সাহায্যে কোন কোন বিষয় এত সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তা'তে হৃদয় প্রফুল্লিত হ'য়ে উঠে। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ভাব-প্রকাশক এমন এক একটী শব্দ ও বাক্য পাওয়া যায়, যা'তে নিজেদের বুঝ্‌বার ও অপরকে বুঝাবার পক্ষে অনেক সুবিধা হ'য়ে থাকে। ভাষান্তরে সত্য-কথা প্রচারিত হ'তে পারে না যদি অনুমান করি, তা' হ'লে সত্য-প্রচারে আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও কৃপণ হ'য়ে নিজেরাও সত্য-গ্রহণে বিমুখ হ'য়ে পড়ি।

আমরাই সমস্ত সুফল ভোগ কর্‌ব, অপরকে সুফল দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—এরূপ কৃপণতাময় মনোভাব থাক্‌লে আমাদের ভাণ্ডার সংকীর্ণ হ'য়ে যা'বে, আমরা অধিক ফল লাভ কর্‌তে পার্‌ব না। যারা কৃপণ, তা'রা দাতার নিকট হ'তে অধিক সাহায্য পান না। যাঁ'রা অধিক দান করেন, তাঁ'রাই দানবীরগণের নিকট হ'তে অধিক সাহায্য পান।

আমরা যদি সত্যের প্রচারের চেষ্টা না ক'রে বসে থাকি, যদি মনে করি, যাঁ'রা জগতের বিষয়ে উন্নতি লাভ ক'রে অন্যান্য কথায় প্রবিষ্ট হ'য়ে গেছেন, তাঁদের কাছে আত্মধর্ম্মের কোন কথা আদরণীয় হ'বে না, পাশ্চাত্য-দেশে প্রাচ্যের সনাতনী কথা বিকাবে না, এরূপ মনে ক'রে নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়্‌লে আমরা কোন দিনই সত্যের প্রচার কর্‌তে পার্‌ব না। বিশ্বের সর্ব্বত্র সত্য-পিপাসুর অনুসন্ধান কর্‌তে হ'বে। কোথায় কোন্ সত্যানুসন্ধিৎসু পড়ে রয়েছেন, তা'কে সেখান হ'তে অনুসন্ধান করে কুড়িয়ে নিতে হ'বে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সত্যের পসরা নিয়ে ঘুর্‌তে হ'বে। কোন্ সময় কা'র ভাগ্যোদয় হয়, কোন্ সময় কে সত্যের প্রতি উন্মুখ হন, তজ্জন্য সত্য-প্রচারককে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে বিচরণ কর্‌তে হ'বে। তখন আমরা দেখ্‌তে পা'ব—জান্‌তে পার্‌ব যে, সর্ব্বত্রই অনেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পাওয়া যেতে পারে, যাঁ'দের নিকট হরিকীর্ত্তন কর্‌লে আমাদের ও তাঁ'দের যুগপৎ মঙ্গলোদয় হ'বে।

কতকগুলি লোক মনে করেন, জাগতিক উন্নতিটাই প্রয়োজনীয় বিষয়; কিন্তু জাগতিক উন্নতির পরেও যে সকল কথা আছে, তা' সৌভাগ্য হ'লে সব দেশের লোকই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। হ'তে পারে এখন তা'রা পরমার্থের ততটা অভাব বোধ কর্‌তে না পারেন, যেমন দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না; কিন্তু এমন সময় আস্‌বে, যখন এ-সকল কথা তারাও বুঝ্‌তে পার্‌বেন এবং সময়ে এ সকল কথা গ্রহণ কর্‌তে পারেন নি ব'লে অত্যন্ত

অনুতাপ কর্‌বেন। বিপ্রলম্ভেই সম্ভোগের অধিক মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়। এজন্য ভগবান্ নিজেকে আড়ালে রাখেন। অনেকে মনে করেন, এমন কি প্রমাণ আছে, যা'তে ভগবানের অস্তিত্ব নিরূপিত হ'তে পারে ; কিন্তু ভগবান্ আড়ালে থেকে আমাদের আগ্রহ পরীক্ষা করেন। যা'র আগ্রহ বেশী, তিনি ভগবানের নিকট ব্যাকুল হ'য়ে উপস্থিত হন। অনেকে বলেন, এ জগতে থাকা-কালে আমাদের কাছে ভগবান্ এত দুঃখ-কষ্ট পাঠান্ কেন? তা'র জবাবে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী শ্লোক পাওয়া যায়,—

"তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

আমরা অজ্ঞতার মধ্যে—সসীমের রাজ্যে বাস কর্‌ছি, এটা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ভগবান্ দূরে থেকে, তফাতে থেকে পরীক্ষা করেন। অভাব ব'লে যে বৃত্তিটা আছে, তা'তে ভগবদ্‌ভাবের কতকটা অনুভূতি আছে। যখন আমাদের সেই ভগবদ্-অনুভূতিভাব অহৈতুক ও গাঢ় হ'য়ে উঠে, তখনই আমরা ভগবানের সান্নিধ্য-লাভের জন্য ব্যগ্র হই। অপূর্ণবস্তুর সান্নিধ্যের দ্বারা অমঙ্গল লাভ হয়, আর পূর্ণবস্তুর সান্নিধ্যলাভের চেষ্টায় মঙ্গল লাভ হ'য়ে থাকে। পূর্ণের জন্য পূর্ণ যত্ন করা দরকার, অপূর্ণের জন্য দিনটা কাটিয়ে দিলে অপূর্ণ জিনিষ লাভ হয়। এজন্য জগতে বাস-কালে জগজ্জীবের একমাত্র কর্ত্তব্যের উপদেশে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রবণের কথা ব'লেছেন। শ্রবণ অন্য এক ব্যক্তির

কীর্ত্তন-সাপেক্ষ। অতএব নিজেও অনুকীর্ত্তন ক'রে পূর্ণবস্তুর যুগপৎ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা সঙ্গত।

আমরা কেনই বা মনুষ্যজীবন লাভ ক'রেছি, কেনই বা জগতে এসেছি, কোন্ কার্য্যই বা করা দরকার, এ সকল কথার আলোচনা করা আবশ্যক। যে-কোন কার্য্যই করি না কেন, সকল কার্য্যই যেন ভগবদ্‌বিস্মৃতির অন্তর্গত বস্তু না হ'য়ে যায়। যে-কোন অবস্থায় থাকি না কেন, তা'র সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তার সহিত ভগবৎসেবার সংযোগ কতটুকু, নিদ্রা, জাগর —সর্ব্বাবস্থায়ই আমার ক্রিয়াকলাপ ভগবৎসেবায় নির্ব্বন্ধিত কি না, তদ্বিষয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের সন্নিধানে শ্রবণমুখে আলোচনা আবশ্যক।

আজ অধিক রাত্রি হ'য়ে গেছে, আমরা এ-সকল কথার পুনরালোচনার জন্য পর দিবস প্রাতে পুনরায় এখানে উপস্থিত হ'ব।

—০—

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

(১৪শ খণ্ড)

৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল—শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট 'প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে হরিকথা কীর্ত্তন করেনঃ—বিচার দুই প্রকার—প্রেয়ঃপর ও শ্রেয়ঃপর। শ্রেয়ঃর অনুসন্ধানই প্রয়োজনীয়। প্রেয়ঃ অতি সুলভ; কিন্তু শ্রেয়ঃ সহজলভ্য নহে। শ্রেয়ঃ আত্মার প্রেয়ঃ আছে, কিন্তু বহির্ম্মুখ মানসিক প্রেয়ঃ আত্মার শ্রেয়ঃ নাই।

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য, কিন্তু পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীরব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, সে-পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়ঃ বা চরমকল্যাণ লাভের জন্য যত্ন করিবেন। আহার-নিদ্রাদি বিষয় সকল জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু পরমার্থ অন্য জন্মে লভ্য নহে।

আমাদের যে কোন জন্ম হউক না কেন, বিষয় লাভ

হইবেই। মনুষ্য-জন্ম না হইলেও উহা পাওয়া যাইবে।

মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধানই কর্ত্তব্য। প্রেয়ের অনুসন্ধান পশুতেও করে। মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব—আমরা কান দিয়া শুনিতে পারি এবং শ্রুত বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি। পশুদের পরস্পর আলোচনার ক্ষমতা নাই। 'অর্থদ'—প্রয়োজন দান করে। যাহাতে শ্রেয়ঃ হয়, সেই বিষয় লাভ করিতে পারি মনুষ্যজন্মে। যাহাতে আত্ম-মঙ্গল হয় তৎসম্বন্ধে চিন্তা না করিলে সাধারণ নিম্নশ্রেণীর ন্যায় বিচার হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের বিবেক আছে। দেবজন্ম হইলেও ভোগে উন্মত্ত হইয়া পড়িব—সদসদ্ বিচার চাপা পড়িবে। এখানে প্রাকৃত সুখ-দুঃখ উভয়ই পাওয়া যায়, দেব-জন্মে কেবল প্রাকৃত সুখ। প্রাকৃত বলিয়া সেই সুখ নিত্যস্থায়ী নহে – "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

মনুষ্যের কথা বলিবার ক্ষমতা আছে – শুনিবার কান আছে। এখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-লাভের চেষ্টা চলিতেছে। ইহ জগতে সত্ত্ব, রজঃ, তমো ধর্ম্মের পরস্পর বিবদমানা অবরতা আছে। নিত্যজগতে সচ্চিদানন্দ-বিচার—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী পরস্পর বিবদমানা নহেন—পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী। বিবদমান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মঙ্গলের পথে বাধা দিতেছে। সমুদ্রের তর-ঙ্গের ন্যায় রজঃ ও তমঃ সত্ত্বকে নিরন্তর আক্রমণ করিতেছে। প্রবাহ কোন বিষয়ে প্রবল হইলেই অপর দুই গুণের প্রবাহ তাহা প্রাণপণে বাধা দিয়া কমাইয়া দেয়। কিন্তু সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী একে অপরের প্রবাহ কমাইতে চেষ্টা করে না।

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্‌ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্‌বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।

ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

বৈদিক বিচারে ভগবান্ শ্রীহরি পরমতত্ত্ব। তাঁহার বিনাশ নাই—পরিবর্ত্তনশীলতা নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে। শ্রীহরি—বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাকে বিবিধ শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তদ্দ্বারা আমরা লাভবান্ হই।

শ্রীহরি রসময়—সর্ব্বপ্রকার রসের সমুদ্র। দ্বাদশ রসে তাঁহার সেবা হয়। এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইলে সম্বন্ধটি রসাত্মক হয় আনন্দের উদয় করায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—পাঁচ প্রকার মুখ্যরস স্থায়িভাবে সেব্য ও সেবকের মধ্যে বিদ্যমান। হাস্য, অদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরস। গোলোকে রসের উৎকর্ষ ও চমৎকারিতা, ইহ জগতে রসের অপকর্ষ রহিয়াছে।

মনুষ্যজীবনে অনেক কাজ পড়িয়া গিয়াছে। প্রভু সাজিয়াছি, কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া নিজেকে অভিমান করিতেছি—ভগবানের সেবা না করিয়া অপরের সেবা গ্রহণ করিতেছি। বিভিন্ন

বস্তুর প্রার্থী হইয়া বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করিতেছি। ধর্ম্মের জন্য সূর্য্যের, অর্থের জন্য গণেশের, কামের জন্য শক্তির এবং মোক্ষের জন্য শিবের পূজা করিতেছি। ইহা বস্তুতঃ পূজা নহে—পূজ্যকে আমার প্রার্থনীয় বস্তু সরবরাহ করিবার সেবকই করিয়া ফেলিতেছি।

শুধু সেব্যের আনন্দ-বিধানের জন্যই সেবা। শ্রীহরি সকলের মূল (Fountain-head). তাঁহার সেবা করিলে সকলেরই সেবা হইয়া থাকে।

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেমন বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ শাখা, উপশাখা, পত্র-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, (মূল ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করিলে হয় না,) প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, (কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহে পৃথক্ পৃথক্-ভাবে অন্নলেপন-দ্বারা তদ্রূপ হয় না,) সেইরূপ একমাত্র অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্ত্য জগতে Altruism বা মনুষ্যের সেবার (?) কথা আছে, তাহাতে পশুর প্রতি ঔদাসীন্য। Altruist পশুমাংস গ্রহণ করিয়া পশুর প্রতি হিংসা করে। শ্রীহরির সেবায় সকল

জগতের সকলেরই সেবা হইয়া থাকে। তাহাতে কাহারও প্রতিহিংসা নাই।

এই জগৎ—মেপে নেওয়ার রাজ্য। আমরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের আলোচনা করিতেছি; মনোদ্বারা ধ্যান করিতেছি। এই ধ্যান খণ্ডিত বস্তুর ধ্যান। অভাব-পূরণের জন্য নানা যত্ন করিতেছি; কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না। কোনও প্রকার অসুবিধা না হউক, তজ্জন্য কত যত্ন করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিতেছি না। শ্রীকৃষ্ণ রস-সমুদ্র—পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ জ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্ব-বিশিষ্ট।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"

(ব্রহ্মসংহিতা)

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানিবার দরুণ যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অসুবিধার যাবতীয় ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্য জন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিব।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩১)

দুনিয়াদারীতে যাহারা ব্যস্ত আছেন, তাহারা অধোক্ষজের সেবা বুঝিতে পারেন না। অধোক্ষজের কথাই আলোচনা করা দরকার। কি করিয়া আলোচনা হইবে? সাধুসঙ্গ-প্রভাবে।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুগণের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। গুণতাড়িত ব্যক্তিদিগের সঙ্গক্রমে আমাদের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গ ফলে ভগবানের শক্তির উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গের অভাবে জগতের শক্তিদ্বারা প্রতারিত হই।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব, যদি শ্রীহরিতে প্রপন্ন হই। তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

মেপে নেওয়া ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের জ্ঞেয় খণ্ডিত বস্তুর সন্ধান হইতে পারে, অধোক্ষজ যে পূর্ণ বস্তু—তাঁহার অনুসন্ধান হইবে না। তাঁহার সেবা লাভ করিতে হইলে তাঁহার সন্ধানদাতা—তাঁহার প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে

হইবে। তজ্জন্য প্রথমেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া দরকার—“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”।

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥”

(মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈকুণ্ঠ নাম—অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম পাওয়া যায়। তাঁহার আভাসেই সংসার-মুক্তি। ভগবানের নাম করিলে আর মাতৃকুক্ষিতে যাইতে হয় না—“অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।” একবার কথাটা শুনিয়া যদি বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ তদ্বিষয়ে শ্রবণ করিতে হইবে। শব্দ-ব্রহ্মের—শ্রুতির—বেদের আশ্রয় যিনি গ্রহণ করিলেন না, তাহার আবার সংসারে আসিতে হইবে—পুনরাবৃত্তি হইবে।

“হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।”
“বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥”

বৈকুণ্ঠ-শব্দকে কুণ্ঠ-শব্দের সহিত এক করিতে হইবে না। কুণ্ঠ-জগতে শব্দ-শব্দীতে ভেদ, বৈকুণ্ঠ-শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই। ইহ জগতের শব্দশাস্ত্রবিদের নিকট বৈকুণ্ঠ- শব্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভগবান্‌কে যিনি দেখাইয়া দিতে পারেন—যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার নিকট ভগবানের সেবার কথা জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের সেবাগার ও সেবা-শিক্ষাগারই এই মঠ-মন্দির।

ভগবান্‌কে দেখিবার যোগ্য কে? কি দিয়া দেখিবেন?—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত শুদ্ধভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণ-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজনা করি।

এই চক্ষু দিয়া দেখিলে পৃথিবীর জিনিষ দেখা হইবে। এই জগতের ব্যাপারে যদি মুগ্ধ হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আর ভগবান্‌কে জানিতে পারিলাম না।

আমরা একটুকু সময়ও নষ্ট করিব না। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-সুখের আধার যে ভগবান্, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিব—তাঁহার অনুশীলন করিব। তৎফলে impediments (ভগবদ্-দর্শনের বাধা)-গুলি সরিয়া যাইবে।

মর্য্যাদা-মার্গে অর্চ্চন-পদ্ধতি-দ্বারা ভগবানের সেবা হয়; যেমন শ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চন হইতেছে। বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর তিনি। তথায় (বৈকুণ্ঠে) ভগবৎপার্ষদগণ নিত্য অবস্থান করিতেছেন।

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

ভগবানের যিনি কান্তা, তিনি ভগবান্‌কে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করিতেছেন। জয়দেবের অষ্টপদী গীতিতে দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা-দ্বারাই আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিব, ভগবদ্বস্তু আমার প্রভু, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুবিধা হইবে। এই জগতে আরাধনা করিবার কোন বস্তু নাই।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে-করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥"

ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তনেই বাস্তবিক মঙ্গল হইবে। ভগবান্‌কে ভুলিয়া অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মভাবে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে বিরিঞ্চিলোক প্রভৃতি পর্য্যন্তও শুধু অমঙ্গলের কথা।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"
(ভাঃ ১১।১৯।১৮)

লৌকিকদর্শনের অবিচার—কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ সেবা-ভূমিকাকে আবৃত করিয়া আছে; আমি কর্ত্তা, আমি ফল লাভ করিব,—এই অভিমানে চক্ষুর্দ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসাদ্বারা ঘ্রাণ-গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন, ত্বগ্‌দ্বারা স্পর্শ এবং মনের দ্বারা চিন্তা করি; এই সকলই সেবাভূমিকার আবরণ। ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, কিম্বা বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদের প্রাপ্য উন্নত লোক বা ব্রহ্মাণ্ডের সকল লোকই প্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচার প্রকৃতির বাহিরের বিচার। আমরা Hegelian transcendentalismএর কথা বলিতেছি না। আমাদের আলোচ্য অপ্রাকৃত-তত্ত্ব তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবত যে বাস্তব সত্যের (Positivismএর) কথা বলিতেছেন, তাহাই অপ্রাকৃত, তাহাই আমাদের আলোচ্য। ইহ জগতের কথা হইতে অবসর হইলে ভগবানের কথা প্রয়োজনীয় হয়। আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, ভগবানের সেবা করিতে পারি, যদি অন্যের প্রভু হইবার উদ্দেশ্য না থাকে। গৌড়ীয়মঠের নিবেদন —

> “দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
> কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
> হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্
> গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥”

হে জগদ্‌বাসী সজ্জনবৃন্দ! আপনারা খানিকটা সময় আমাদিগকে প্রদান করুন, শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করুন।

আমরা dislocated (স্থানচ্যুত) হইয়া পড়িয়াছি। জড় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াছি। আবার ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া নিত্যস্বভাবকে প্রকট করিতে হইবে।

"ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

অন্য দেবতারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি দেন; কিন্তু বিষ্ণু কাহাকেও কিছু দেন না - নিরন্তর সেবা গ্রহণ করেন। যাহারা বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারেন না। আমরা ভগবানের সেবা করিব। আমাদের সকল চেষ্টা যেন ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধক হয়।

আমরা চিরদিনই এই পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না। যাঁহারা ভগবানের সেবা চাহেন, তাঁহারা জগতের কিছু চাহেন না। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন। জগতের মঙ্গলের জন্য—নিজের ভাবী মঙ্গলের জন্য নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবানের ভজন করাই কর্ত্তব্য।

আমরা ভাবি—মনুষ্যজাতির সেবার জন্য Corporate bodies হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" ইত্যাদি।

ভাগবতের বাণী প্রত্যেক ব্যক্তিরই আলোচ্য বিষয়। যাহাতে গৃহে গৃহে ভগবদনুশীলনাগার হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে এই সকল বিষয়ের প্রচুর আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি।

——

৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল—অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বোধায়ন কুটীরের সম্মুখে আসন গ্রহণ-পূর্ব্বক "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য" শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন, যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলেন না; তাহারা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গই করেন। সাধু-কৃপাময়, তিনি সাধু-উপদেশ-দ্বারা সরল-প্রকৃতির জিজ্ঞাসুগণের সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল ধারণা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। প্রতিকূল-বাসনা-বন্ধন সাধুর কৃপায় ছিন্ন হইলে নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম-ব্যতীত আমরা অপর কিছু গ্রহণে আগ্রহবিশিষ্ট হইতে পারি না। কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানই যে প্রেম, ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রয়ে আমরা তাহা জানিতে পারি।

কুলীন গ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—যাঁহার মুখে একবারমাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব। এই কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অনেকে আউল-বাউল-কর্ত্তাভজাদির নামাপরাধকে শুদ্ধভাবে নাম-গ্রহণের সহিত সমান মনে করেন; ইহাও একটি সাধারণ ভ্রম। মহাপ্রভু ভাগবতের বাণীই প্রচার করিয়াছেন। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য"-শ্লোকটি ভাগবতের। সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, চরিত্রহীন লোকের মুখে কখনও শ্রীনাম উচ্চারিত হন না। বৈষ্ণব-সেবা শিক্ষা-প্রদানের জন্যই তাঁহার মহাবদান্য-লীলা। মহাপ্রভুর উপদেশ—

"অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত' আর॥"

নামাপরাধকে শ্রীনামকীর্ত্তনের সহিত এক করিতে হইবে না। দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীনাম করিবার উপদেশ মহাপ্রভু দিয়াছেন। 'সাধুর নিন্দা' প্রথম নামাপরাধ। অসাধুকে সাধুর আসনে বসাইলে সাধুর অবমাননা হয়, ফলে নামাপরাধ হইয়া যায়। একবার যাঁহার মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন, তাঁহার চরিত্র-হীনতা থাকিতে পারে না—শ্রীনাম, মন্ত্র ও ভাগবতকে পণ্য-দ্রব্যে পরিণত করিবার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহার হইতে পারে না—'আচার-বিচার-রহিত কুকর্ম্মাসক্ত অধস্তনগণও গুরু হইবার যোগ্য'—এই প্রকার সংসারাসক্তির প্রবল নোঙ্গর তাঁহার হৃদয়ে থাকিতে পারে না—'কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত সকলেই সমান',—এই প্রকার ধারণা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না তিনি "অন্তঃ শাক্তোবহিঃশৈবঃ সাভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" হইতে পারেন না। নামের আভাসেই পাপ, পাপ বীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তিনটির কোনওটি অন্তঃকরণে থাকিলে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হন নাই জানিবে।

শ্রীনাম কি বস্তু জানিতে হইবে। শ্রীনামকে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে নাম হইবে না। কোন নাম-ব্যবসায়ী কোনও নিম্নশ্রেণীর পরিবারে গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। ঐ পরিবারের কোনও ব্যক্তির নাম ছিল 'গোবিন্দ'। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী ঐ নাম (?) কীর্ত্তন করিত না। শ্বাশুড়ী একদিন

গোসাঞিজীকে বলিল—"আপনি কি নাম দিয়াছেন, বৌমা তাহা কীর্ত্তন করিতে পারিতেছে না। কারণ আমার বড় ছেলের নাম 'গোবিন্দ'। বৌমা 'বড়কা'র (ভাইয়ের) নাম কি প্রকারে লইবে?" তখন গোসাঞিজী বলিলেন—"তোমার নিতান্ত নির্ব্বোধ বৌমা গোবিন্দস্থানে 'বড়কা' বলে না কেন?"

যেমন গুরু, তেমন চেলা। 'গোবিন্দ'কে যদি সংসারিক পদার্থ-বিশেষ বা ইহলোকের ব্যক্তি-বিশেষ জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে কোটি জন্ম ঐরূপ নামাক্ষর উচ্চারণের অভিনয় করিলেই বা কি ফল হইবে! পিত্তবৃদ্ধি হইবে মাত্র। শ্রীনাম আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। তিনি আভিধানিক অচেতন শব্দ নহেন। তিনি শব্দব্রহ্ম। আমি তাঁহাকে নিয়মিত (Regulate) করিতে পারি না তিনি আমাকে নিয়মিত (Regulate) করিবেন।

"অসাধু-সঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা-দূরে পরিহর॥"
(প্রেমবিবর্ত্ত)

ভাগবতের নিকট ভাগবত শুনিতে হইবে। অভাগবত ভাগবত-পাঠের অনধিকারী। সে নিজেই ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, অপরকে আর কি বুঝাইবে? যদি বুঝিত তাহা হইলে নিজেই ভাগবত হইত—ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত

করিতে সাহসী হইত না। কোনও ভাগবত-পাঠক অপরের বাটীতে যাইয়া ভাগবত পড়িতেন। একদিন তাহার স্ত্রী ঐ পাঠ শুনিতে যাইতে চাহিলেন। পাঠক মহাশয় অনুমতি দিলেন না। অনুমতি না পাইয়াও তাহার স্ত্রী সঙ্গে গেলেন। সেই দিন পাঠক মহাশয় শ্রোতৃগণকে যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহার স্ত্রী সেই সকল শুনিয়া আসিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে পাঠকমহোদয় নিজের ভোগে বাধা পড়িতেছে দেখিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—"পাঠের উপদেশ ত' অপরের জন্য। আমাদের জন্য তাহা নহে। এই সামান্য বুদ্ধিও তোমার হইল না?

এই প্রকার বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট পাঠ শুনিলে কি ফল হইবে? শ্রোতারা যখন দেখিতে পাইবে,—তাহার কার্য্যের সহিত কথার মিল নাই, তখন তাহারা স্বভাবতঃই মনে করিবে ভাগবতের ব্যাখ্যা কথার কথা মাত্র। আচারহীন কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। পাছে নিজের দুশ্চরিত্র ধরা পড়ে, এই ভয়ে সে যাহা বুঝে, তাহাও গোপন করিবে—নিজের কার্য্য বিনা বাধায় চলিতে পারে, এই ভাবেই কথা বলিবে। তাহার নিকট প্রকৃত শাস্ত্রবাণী কি পাওয়া যাইবে? নিরন্তর ভজন-পরায়ণ সাধু-ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত আর কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। অসাধুর নিকট ভাগবত শুনিতে হইবে না।

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

অবৈষ্ণবের মুখে যদি শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইতেন, তাহা হইলে তাহার সঙ্গ-পরিত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে হইত না—তাহার নিকট শ্রবণেও বাধা থাকিত না।

—০—

৯ই বৈশাখ, ১২শে এপ্রিল—শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৯-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

বরং বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি সংসারাসক্ত বিষয়ী ও যোষিতের দর্শনই হওয়া উচিত নহে। সংসারাসক্ত সংসারাসক্তি। ঐ কার্য্যটি অসাধুর। বিষয়ীর ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিলে অসৎসঙ্গই করা হয়। ঐ অসৎসঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যাহারা বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিবেন, তাহারা অসৎসঙ্গ সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত উভয়েই অসাধু।

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণবাচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

রোগ নিরাময় করিতে হইলে ঔষধের সহিত সুপথ্যের দর-কার। কুপথ্য গ্রহণ করিলে ঔষধের ক্রিয়া হয় না। অসৎসঙ্গ-কুপথ্য সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য।

"কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।"

কনক-কামিনী-ভোগস্পৃহা ত্যাগ ততটা কষ্টকর নহে, যতটা প্রতিষ্ঠা-ভোগের বাসনা। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু প্রতিষ্ঠাশাকে ধৃষ্টা শ্বপচরমণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—তিনটিই পরিত্যাজ্য। প্রতিষ্ঠা মনের ভিতর বাসা করিয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া হরিনাম করিতে হইবে। কপট হইতে হইবে না—কপটতার সহিত আঁকুপাঁকুভাব দেখাইলে কোন সুবিধা হইবে না—তাহাতে প্রতিষ্ঠা আরও অধিকতরভাবে আক্রমণ করিবে। সত্য সত্যই তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। 'কেশাগ্রশতভাগস্য' শ্লোকটি নিজের স্বরূপসম্বন্ধে জানিলে—নিরন্তর কৃষ্ণসেবাই আমার কর্ত্তব্য, এই জ্ঞান হইলে জড়প্রতিষ্ঠা পলায়ন করিবে; কনক-কামিনী-ভোগের স্পৃহা থাকিবে না। অধোক্ষজ-সেবাভূমিকায় জড়-কামের স্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুখেই শুদ্ধ-নাম উচ্চারিত হন। শুদ্ধ-সত্ত্বায়ই শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি। নামাপরাধে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি নাই। অপরাধ-শূন্য হইয়া নিরন্তর নাম করিতে হইবে। বদ্ধ অবস্থায় নির্জ্জনবাসের ছলনায় মনে মনে যে ব্যভিচার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু বলিরাছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" সকলেরই কীর্ত্তন করিতে হইবে। মহাপ্রভুর আদেশ –

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীনাম-কীর্ত্তন-কালে যেন অনবধানতা না আসে, আসিলে নাম না হইয়া নামাপরাধ হইয়া যাইবে। সঙ্কীর্ত্তন করিলে সকলের মঙ্গল হয়।

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥"
(ভাঃ ১।২।১৭)

যাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন—পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্যামী চৈত্ত্য-গুরু-রূপে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে কামাদি বাসনা-সমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।

'শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥"
(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি ভগবানের সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

যদি শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে অপস্মৃতি বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হয়। বদ্ধদশায় নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় কৃত্রিম-

লীলা-স্মরণে লোক অসুবিধায় পড়ে—ব্যভিচারী হইয়া যায়। কৃষ্ণ-ভজনে কৃত্রিমতার স্থান নাই। সরলান্তঃকরণে নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে।

আমার বাস্তব দেহ আছে—এই স্মৃতি যদি না জাগে, তাহা হইলে অপস্মৃতিই থাকিয়া গেল।

"ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্‌কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"

(ভাঃ ১০।২৩।৪০)

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জনগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিকরূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, তাহাদের বিদ্যা, ব্রত ও বহুজ্ঞতায় ধিক্, তাহাদের উচ্চকুল ও ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্।

অধোক্ষজ—যিনি কর্ম্মীর বা জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়-গোচর নহেন। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তুই হৃষীকেশ। হৃষীক সমূহ দ্বারা তাঁহারই সেবা করিতে হইবে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাফলে চিদানন্দ স্বরূপ পাওয়া যায়। বাস্তব-দেহের—চিদ্দেহের চিদিন্দ্রিয়-নিচয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইয়া থাকে। অধোক্ষজ-সেবাহীন মানব পশুতুল্য।

সর্ব্বদাই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গ-ফলেই বাস্তবদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

ভক্ত বুভুক্ষুও নহেন, মুমুক্ষুও নহেন। ভোগীর দুশ্চেষ্টা—'ভগ-
বানকে বঞ্চিত করিয়া আমি ভোগ করিব'। ত্যাগী—'মায়াবাদী
হইয়া মুক্ত হইব', এই বিচার করে। 'আমি ভগবান্ হইয়া ভগ-
বানকে ঠকাইব,' ইহাই ত্যাগীর চেষ্টা।

বস্তুর শক্তিরাহিত্য—ব্রহ্মসাযুজ্য। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-দ্বারা
নির্ব্বিশেষগতি-লাভই ব্রহ্ম সাযুজ্য-প্রার্থীর চেষ্টা। সবিশেষ ঈশ্বরের
ধ্যানদ্বারা কৈবল্য-লাভ অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যাইবার
চেষ্টা ঈশ্বর-সাযুজ্যের চেষ্টা। মায়াবাদীর ব্রহ্মসাযুজ্য ও পাতঞ্জলের
ঈশ্বরসাযুজ্য উভয়ই ধিক্কৃত।

"ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥"

ভক্তিব্যতীত কোনও প্রকারে মুক্তি হইতে পারে না।
"জ্ঞানতঃ সুলভা 'মুক্তিঃ" কার্য্যকরী হয়, যখন জ্ঞান ভক্তির
আশ্রিতভাবে থাকে। ভগবদ্ভক্তির উদয়ে 'মুক্তি' আপনিই উদিতা
হয়।

"কেবল-জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥"
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

সহজিয়া, জাত-গোসাঞি প্রভৃতি ভোগী—দুর্ভোগী। নাকে
তিলক, গলায় মালা, আবার ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম চালানো,—এই
তাহাদের কার্য্য। তাহাদের অপেক্ষা বরং যাহারা ধর্ম্মের কাচ

কাচে না. এই প্রকার পাপীরা ভাল। নরকেও তাহাদের স্থান হইবে না। তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন হইতে হইবে। "নির্জ্জন" বলিতে সাধুসঙ্গের ত্যাগ নহে। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।" সাধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিতে হইবে। তাঁহার নিকট ভগবৎকথা শুনিতে হইবে। মহাপ্রভু Band of Missionaries বা কীর্ত্তনকারী তৈয়ার করিয়াছেন। পূর্ব্বে ধ্যানের কথা ছিল। কিন্তু হরিভক্তিবিলাস বলেন—

"ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনন্তু ততো বরম্।"

"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥"

(ভাঃ ৩।৯।১০)

ভগবানের কথা যাহারা শ্রবণ করিল না, কীর্ত্তন করিল না. দরজা বন্ধ করিয়া নাক টিপিয়া দুই চারি হাত উপরে উঠিবার বুজ্‌রুকীতে মত্ত থাকিল, তাহারা হরিসেবা হইতে বঞ্চিত থাকিল। নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টায় পদে পদে অসুবিধা। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে। সুতরাং কীর্ত্তনে আত্ম-মঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে নিজেরও শ্রবণ হইয়া থাকে। সুতরাং কীর্ত্তনে ত্রিবিধভাবে হরিসেবা হইয়া থাকে—কীর্ত্তনে হরি-

সেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণের সুযোগদানে-হরিসেবা। তদ্ব্যতীত কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং স্মরণে হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়।

নয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গমধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-যোগে হরি-সেবা করিতে হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি," চুপ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে হরিভজনের ছলনায় বিষয়-চিন্তাই হইয়া থাকে। তাহাতে প্রতিষ্ঠাকাঙ্খাও বড় কম নয়। "অপরে বড় বৈষ্ণব বলিবে"—এই প্রতিষ্ঠাশা অপক্ক নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসীকে গ্রাস করিয়া বসে। সব সময়েই কীর্ত্তন চাই। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যজন করিতে হইলেও কীর্ত্তন-সহ-যোগেই করিতে হইবে—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব" (ক্রমসন্দর্ভ)। কীর্ত্তন-দ্বারা নিজের ও অপরের মঙ্গল না করিলে অপস্মৃতি আসিয়া যাইবে।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাবদান্য। মহাবদান্য হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে তাঁহার সেবকসূত্রে তাঁহার আদেশ অনুসারে নিরন্তর তাঁহার বাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদের বদান্য হওয়া উচিত।

প্রথমে সাধনভক্তি, তৎপরে ভাবভক্তি, অবশেষে প্রেম-ভক্তি। সাধনভক্তিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ,

সাধুসঙ্গের ফলে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচি ও আসক্তির উদয় হয়। কৃষ্ণসেবায় ঐ আসক্তি ক্রমশঃ "ভাবে" পরিণত হয়। প্রেম ভাবের পর্য্যবসান। ভাবের অঙ্কুরের লক্ষণ—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।"

ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায় —এইরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা অর্থাৎ প্রচুর মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনাম-গানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণ-বসতিস্থলে প্রীতি—ভাবাঙ্কুর জন্মিলে এই সকল অনুভাব সাধকের স্বভাবে লক্ষিত হয়।

ক্ষান্তি—ক্ষমা—জড় জগতের যে-সকল বস্তু-প্রাপ্তির লোভ আছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া—নিষ্কিঞ্চন হওয়া। নিজের সম্বন্ধে নিন্দাদি সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে হইবে না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে বিদ্বেষকারী অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বধ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণত্যাগ বিধেয়। তাহাতেও অসমর্থ হইলে—জীবনের প্রতি বিশেষ মমতা থাকিলে

তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই সাত্বতশাস্ত্রের উপদেশ।

অসাধু কে কে ;—মায়াবাদী ও স্ত্রীসঙ্গী। শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যলীলায় এই সকল অসাধুও নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥"
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিলেন, তখন আর কেহই পাষণ্ড থাকিতে পারিল না। পাষণ্ডী কে ?— যে ভগবান্‌কে ভুলিয়া স্ত্রীপুত্রাদির কথা লইয়াই ব্যস্ত - 'সকল বিশ্ব ধ্বংস হউক, নিজের স্ত্রীপুত্র সুখে থাকুক', এই বিচার যাহার। কীর্ত্তন ছাড়িয়া তথাকথিত যোগাভ্যাস প্রভৃতিও পাষণ্ডতা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন পরা - সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলেন, তখন প্রাকৃত-বিষয়-রস-মগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদবিসম্বাদ, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ, তপস্বিগণ তপস্যা, জ্ঞানমার্গীয় সন্ন্যাসিগন নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন ভক্তিরস-ব্যতীত আর কোন রস জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

নিরন্তর শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীহরি—সচ্চিদানন্দবস্তু

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

(শ্রীব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং শ্রুতবাণী অন্য শুশ্রূষুর নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে— অশ্রদ্দধানের নিকট নহে।

গুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হইবে—পাষণ্ডের নিকট নহে। অভক্তকে গুরু (?) করিলে তাহাকে বর্জ্জন করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর কৃপা গ্রহণ করিতে হইবে।

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১।৬২)

যিনি আচার্য্যবেশে অন্যায় অর্থাৎ ভাগবত-বিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি শিষ্যরূপে অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥"

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকরহিত মূঢ় এবং শুদ্ধ-ভক্তি-ব্যতীত ইতর-পন্থানুগামী ব্যক্তি কখনও গুরু হইতে পারে

না। তাহাকে গুরুপদে বরণ করিলেও তাহাকে পরিত্যাগই বিধি।

পাষণ্ডেরা নামাপরাধ করে—নাম করে না।

"অসাধুসঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা।
তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্‌গম॥"

আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারি, এই প্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভজনের অন্তরায়—

* * যদি (ভক্তি)—লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
"ভুক্তি মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসন।
লাভ,-পূজা,-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥"

"সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥"

— * —

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(৫ম খণ্ড)

(স্থান-শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সময়—শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৩৩, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬)

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

আজ শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-বাসর। সীতাদেবী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পত্নী। অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং হরির সহিত অদ্বৈত, ভক্তরূপে আচার্য্য সুষ্ঠুভাবে আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য এদেশে এসেছিলেন। অদ্বৈতপ্রভু কারণার্ণবশায়ী ভগবানের উপাদান-কারণ।

কারণ-নির্ণয়ে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ; দৃশ্যজগৎ কার্য্য, কার্য্য উদ্ভূত হ'য়েছে যে বস্তু হ'তে তা'ই 'কারণ,' যেমন কুম্ভকার

নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা কুলালচক্র প্রভৃতি উপাদান-কারণ।

পরিদৃশ্যমান জগৎ—মানবজাতি এল কোথা থেকে?—আসে কোথা থেকে? অনেকেই অক্ষজজ্ঞানে বিচার করেন-জীব আসে পিতামাতা হ'তে।

জগতের পরমাণুগুলো হ'লো কেমন করে? ভগবানের শক্তির প্রকার ভেদে অচিতের পরমাণু সমস্ত, দ্রষ্টার জ্ঞান যেখানে আবৃত হ'য়েছে—আবৃত হবার মুখে 'পরমাণু'রূপে প্রতিভাত হ'য়েছে। সম্পূর্ণ জ্ঞানটাকে আবরণ ক'রে একটা অচিদ্‌বস্তুর পরমাণু স্তব্ধ ক'রে—'আমি পরমাণু'-এই ব'লে আমাদের কাছে আসে। বস্তুতঃ তাহার অভ্যন্তর পরমাণু নয়—বাহিরটা তাই ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু আমি পাষণ্ড, আমি মনে কর্‌ছি-'জগতের উপাদান-কারণ পরমাণু'। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্বয়-জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন শক্তি দ্বারা পরমাণুরূপে উদিত হ'য়ে তাঁর স্বাভাবিক-স্বরূপ আবৃত ক'র্চ্ছেন।

আমি ভোক্তৃত্বসূত্রে আমার ভোগের বস্তু—আমার ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তু দে'খতে ব'সেছি। বিষ্ণুই যে সমস্ত জগতের একমাত্র মূল কারণ—তা বুঝতে না পেরে 'পরমাণুপুঞ্জগঠিত জগৎ'—পিতামাতা হ'তে জীব উদ্ভূত হ'য়েছে'—আমি এরূপ বল্‌ছি। আমার চেতনকে আচ্ছাদন ক'রেছে'—যে কাল পর্য্যন্ত না আমি কোন বিষ্ণুভক্তের নিকট সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুপরায়ণের নিকট উপস্থিত হ'য়ে শ্রৌতবাণী না শুনি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম' আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুবস্তু। তাঁ'র পত্নী—সীতাদেবী। সীতাদেবী অচ্যুতানন্দের জননী। অচ্যুতের উপাদান-কারণ—নিমিত্তকারণ নয় যে বিষ্ণুবস্তু, তা হ'তে অচ্যুতানন্দ নামক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আবির্ভূত হ'য়েছেন। উপাদান-কারণ বিষ্ণু-বস্তু হ'তে অচ্যুতানন্দ প্রকটিত হ'য়েছেন। এরূপ কোথায়ও নেই যে অদ্বৈতপ্রভু—'নিমিত্ত কারণ'। স্বয়ং অচ্যুতানন্দই সে কথা বলেছেন 'চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।'

শ্রীঅচ্যুতানন্দ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগৃহীতপাত্র। অন্যান্য অদ্বৈতপুত্রাভিমানীর সহিত তাঁ'র মতভেদ হ'য়েছিল। অদ্বৈতপ্রভুর 'পুত্র' ব'লে পরিচয় দে'বার অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আরও পাঁচটি ছিলেন। তন্মধ্যে দু'জন অচ্যুতানন্দের অনুগত থাকায় কিছু কিছু বিষ্ণুভক্তি দেখিয়েছিলেন, আর তিনজন বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। অদ্বৈতপ্রভুর পুত্রব্রুব বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ বর্ত্তমান বৈষ্ণব জগতের সামাজিক বিপ্লবের একজন প্রধান কারণ। সীতাদেবীর গর্ভসম্ভূত শ্রীঅচ্যুতানন্দই জগতের শুদ্ধভগবদ্ভক্তির কথা বিস্তার ক'রেছিলেন। অচ্যুতানন্দের 'অদ্বৈত-সন্তান' ব'লে বিচারপ্রণালী ছিল না। 'বাবা-মার কাছ থেকে জন্মগ্রহণ ক'রেছি' 'নিজের পিতামাতার থেকেই ত' মন্ত্রাদি গ্রহণ করা যে'তে পারে, অন্য গুরুর কাছে যাবার আবশ্যক কি?'—এরূপ বিচার তাঁ'র ছিল না। তিনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে গমন ক'রেছিলেন। একদিন তিনিই সমগ্র উৎকল দেশে শুদ্ধভক্তি

প্রচার ক'রেছিলেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ের কথা ধর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হওয়ায়, আমরা অন্যান্য কথায় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রচার ক'রেছিলেন—'শুক্রশোণিতজাত দেহ "আমি" নই, পিতামাতা "পুত্র" ব'লে যে জিনিসটা গ্রহণ করেন, তা আমার স্বরূপ নয়।' তিনি ব'লেছিলেন—

"বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥"

অদ্বৈতাচার্য্য অদ্বৈতগৃহিণীর পুত্র মাত্রই অচ্যুতের সমান—এরূপ কথা নয়। শুক্রশোণিতজাত সম্পত্তিবিশেষ 'হরি' ন'ন। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অচিতের উপলব্ধি হয়, তা 'হরি' নয়। দরিদ্রকে 'নারায়ণ' জ্ঞান হ'লে 'দরিদ্রতা' নারায়ণ নয়। 'দরিদ্রতা' ও 'সমগ্র-ঐশ্বর্য্য-বত্তা'র সমন্বয় হ'তে পারে না।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥"

(গীঃ ৩।২৭)

'আমি কর্ত্তা', 'আমার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি', 'আমার দেহ', 'আমার পুত্র'- এইরূপ বিচারপ্রধান হ'লে আমরা বৈষ্ণবের পাদ-পদ্ম আশ্রয় ক'র্ত্তে পারি না। অদ্বয়জ্ঞান নয় যে বস্তু, সে বস্তুকে বিষ্ণুত্বে স্থাপন ক'র্ত্তে গিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

পিতামাতার থে'কে যে জিনিসটা পাওয়া গিয়েছে, সে জিনিসটা "আমি" নয়। জীবের উপাদান-কারণ পিতামাতা নয়। "সংক্লেশনিকরাকরঃ"—সুখভোগ বা দুঃখাপ্তির মূল কারণ পিতামাতা হ'তে পারেন। "কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা

জীবাম কেন ক্ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। (শ্বেতাশ্ব ১।১) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম (তৈঃ উঃ ৩।১)

বাহ্যজগতের বস্তু চেতনকে প্রসব ক'রেছে এরূপ নয়। পরিবারবিশিষ্ট, রূপবান্, লীলাময়, রূপ-গুণ-লীলা-বিভাবিত কৃষ্ণ যেখানে অনুভূতির নিকট আচ্ছাদিত র'য়েছে সেখানেই ক্ষুদ্র-জ্ঞান; আমাদের চেতন যে স্থানে বাধা-প্রাপ্ত হ'য়েছে সে স্থানেই খণ্ড ও বিকৃত জ্ঞান। আমরা হাতী, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি অজ্ঞানানুভূতির দ্বারা প্রতারিত হ'য়ে অদ্বয়-জ্ঞানের অভাব বোধ ক'র্চ্ছি। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা চালিত হ'য়ে জীব অদ্বয়জ্ঞান হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছে।

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

(ভাঃ ২।৯।৩৩)

১) ভগবানের বিষয় যেখানে আমাদের প্রতীত হয় না, (২) ভগবানের প্রতীতিতে যাহার প্রতীতি নেই, (৩) ভগবানের অনুভূতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় না—সেই জিনিষটাই 'মায়া'— 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'।

'আমার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অদ্বয়জ্ঞানকে মেপে নে'ব!' 'আমার অস্তিত্ব যেখানে নেই সেখানকার বস্তু আমি মেপে নে'ব।'—এ কথাটি কিরূপ! যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত এসে উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানেই মাপামাপি।

অনেকে বিচার করেন, ত্রিপুটিবিনাশের নামই অদ্বয়জ্ঞান! 'কেন বা কং বিজানীয়াং' জড়-নির্বিবশিষ্টবাদকে লক্ষ্য ক'রে এরূপ মায়াবাদীর বিচার শ্লাঘনীয় হ'তে পারে, কিন্তু এটা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা মাত্র। দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের নিত্যত্বের ব্যাঘাত ক'রবার জন্য যে নাস্তিকতা উপস্থিত হ'য়েছে, বিষ্ণুভক্তের নিকট গমন ক'রলে এরূপ নাস্তিকতা—মনোধর্ম্ম বিক্রম প্রকাশ ক'র্ত্তে পারে না।

চিদ্বিলাসের বিভিন্ন প্রতিফলন জগতে প্রকাশিত। বাহ্য জগতের বস্তু পরিবর্ত্তনশীল; বিষ্ণু পরিবর্ত্তনশীল ন'ন। মায়াবাদী বলেন, সং ও অসং হ'তে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান সমষ্টির নাম ঈশ্বর। ভগবদ্ভক্ত বলেন, কল্যাণগুণবারিধি ঈশ্বর।

যাদের বিচারে উপাসনার নিত্যত্ব নেই, তাদের বিচারকে নাস্তিক্য বিচার জেনে দূর হতে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন্। কৃত্রিমভাবে মন নিগৃহীত হ'তে পারে না। ভগবদ্ভক্ত বলেন, হাজার হাজার যম-নিয়ম-প্রাণায়াম দ্বারা মন নিগৃহীত হ'তে পারে না।

ভগবদ্বিমুখগণ বেদবেদান্তের প্রকৃত বিচার, ভগবদ্ভক্তের অনুভূতি প্রভৃতি হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে অপরকে ভগবদ্বিমুখ ক'রবার জন্য ব'লে থাকেন,—মুমুক্ষুদের কথাও ত' শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে র'য়েছে।

কৃষ্ণের কীর্ত্তন—সাতশত শ্লোকে শ্রীগীতায় শুনতে পাওয়া যায়—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

(গীঃ—৭।১৪)

যিনি কৃষ্ণপাদ-পদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁ'রই মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ হয়। জীবের অন্য কোনও কৃত্য নেই—কৃষ্ণারাধন ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য বস্তু নেই কৃষ্ণনাম ব্যতীত।

"আন কথা না কহিবে, আন কথা না বলিবে।"

কর্ম্মফলভোগী এক সম্প্রদায় আছেন। কর্ম্মসকল ত্রৈবর্গিক, কুঞ্জর-স্নানের যোগ্য। হাতী কাদা ঘাঁটে, আবার স্নান করে, আবার কাদা ঘাঁটে। 'কৃষ্ণপাদ-পরিচর্য্যা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নেই',—আত্মায় যখন এটা উপলব্ধির বিষয় হয়, ভগবানের পাদপদ্ম সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্ব-জীবের ধর্ম্ম—সর্ব্বকালের ধর্ম্ম'—এটা যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন দুষ্ট মন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হ'য়ে তাণ্ডবনৃত্য দেখায় না।

প্রত্যক্ষের অনুমানে আমরা সময় কাটা'চ্ছি। যিনি বুঝতে পারেন, 'কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ, পঞ্চরসের একমাত্র ভোক্তা, তিনিই কামদেব, আমরা তাঁ'র কামের ইন্ধনমাত্র,'—তাঁ' অক্ষজ-জ্ঞানে যে প্রত্যক্ষবাদ, অক্ষজজ্ঞানে যে অনুমান, তথাকথিত শ্রৌত-পন্থা- যা প্রত্যক্ষবাদ ও অনুমানবাদেরই অন্তর্ভূক্ত তাতে স্পৃহা কমে যায়।

আমরা যখন বলি, আমি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন আমি 'আউল সম্প্রদায়ের' অন্তর্ভূক্ত হই। আউল শব্দে আদি—

প্রথম। 'আউল' 'দোয়েম' 'সোহেম' 'চাহারম্' ফার্সি ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দ, শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত।

ব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত আমরা অন্য কথার মধ্যে থাক্‌বো না। যে স্মৃতিতে বিষ্ণুভক্তির বাধা হ'চ্ছে, সেরূপ স্মৃতিকে আমরা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর্‌বো। স্মার্ত্তের অনুগমন করলে বিষ্ণুসেবা হয় না।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

একমাত্র বৈষ্ণবই গুরু হ'তে পারেন অন্যের বৈষ্ণব না হওয়া পর্য্যন্ত 'গুরু' হ'বার যোগ্যতা নেই।

অনেকে মনে কর্‌তে পারেন, 'আমার স্বতন্ত্রতা আছে - যথেচ্ছাচারিতা আছে - আমি বিষ্ণুভক্তি গ্রহণ ক'রবো না, বাদ বাকী সব কর্‌বো'। জগতে বহু সাধন প্রণালীর কথা আছে, কিন্তু একমাত্র মঙ্গল হয় যে নাম-গ্রহণের পন্থায়, তাই আমার ভাল লাগ্‌ছে না। নাম-রূপ-গুণ ও লীলা অভিন্ন। এটাতে যে পার্থক্য স্থাপন করে, সে মনোধর্ম্মী।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন,—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব-'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল,' 'এই মন্দ,'—এই সব ভ্রম॥"

যে কালে আত্মা হরিসেবা করে, তখন আত্মার হরিসেবা-ধর্ম্ম-ক্রমে মন ও দেহও হরিসেবা ক'র্‌তে বাধ্য হয়। যখন 'নামাভাস' হয়, তখন জীব এই জগৎ হ'তে মুক্ত হ'য়েছে। নামাপরাধ

দ্বারা ধর্ম্মার্থকাম লাভ হয়, কখনও বা অধর্ম্ম অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিও লাভ হয়। বিল্বমঙ্গল বলেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ কামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

যখন ভগবানের চরণে ভজনের প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তা হাত দিয়ে, পা দিয়ে, মন দিয়ে নয়। মন দিয়ে ক'র্‌লে (ভগবানের সেবার চেষ্টা দেখাইলে) অনেক সময়ে মায়াবাদী হ'য়ে পাড়ি। আত্মা দিয়ে ভগবানের উপাসনা হয়। আত্মার বৃত্তি আবৃত হ'লে কখনও ভগবদ্বস্তুকে 'ব্রহ্ম', কখনও বা 'পরমাত্মা' ব'লে সন্তুষ্ট হই। কিন্তু যখন আমাদের ভজনীয় বস্তুকে দর্শন হয়, তখন আমাদের অনুভবের ব্যাপারে অতুল শ্যামসুন্দররূপ দর্শন হয়। আত্মা ভগবানের সেবার —উপকরণ। ভক্তরাজ ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

যদি অধঃপতিত হ'তে ইচ্ছা করি, তা'হলে অপথ কুপথ অবলম্বন ক'রে, কৃষ্ণলীলা অনিত্য মনে ক'রে, সন্দিগ্ধ হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞান—কাণ্ডে ধাবিত হই। মহাপ্রভু আমাদিগকে নানাপ্রকার ঘাত-

প্রতিঘাত দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। যা'রা নাক টাক্ টিপতে পারে, বুজরুকী দেখাতে পারে, Athletic feat দেখা'তে পারে, ছল-পাণ্ডিত্য ছলাভিজাত্য জাহির কর্‌তে পারে, তা'দিকে আমরা গুরু ব'লে গ্রহণ কর্‌তে পারি। কিন্তু বৈষ্ণব ব্যতীত অপরে 'গুরু' হতে পারে না। তা'রা বৈষ্ণবের শিষ্য হ'লে তা'দের কালে মঙ্গল হয়।

অনেকে আবার বৈষ্ণবের দাস না হ'য়েই, বৈষ্ণবের সেবা না ক'রেই বৈষ্ণব হ'য়ে যেতে চায়। আমরা অনেকে অভক্ত' হয়ে নিজদিগকে 'ভক্ত' মনে করি। রাসলীলা শ্রবণ কর্‌বার অধিকারী মনে করি। কিন্তু আমি কোথায়? আমি ত' ভক্ত ন'ই, অনুক্ষণ ভগবানের সেবারত ন'ই। কোন সময় পুরুষাভিমান ক'রে স্ত্রীরূপে প্রলুব্ধ হই, কোন সময়ে স্ত্রী অভিমান ক'রে পুরুষে মুগ্ধ হই, আমার ন্যায় পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, নরাধম আবার 'ভক্ত'-শব্দবাচ্য হ'তে পারে? যা'র বাহ্য বিষয়ে বিরতি হ'য়েছে, ভগবানের কথায় লোভ হয়েছে, তা'কেই অনুগ্রহ কর্‌বার জন্য ভগবান্ রাসলীলা বিস্তার ক'রেছেন; কিন্তু—

'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"
(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

মৃত্যুঞ্জয়ের শুন্‌বার উপযোগী রাইকানুর গান শুন্‌বার অধিকার আমাদের নেই। যতকাল আমরা বাহ্যজগতে আকৃষ্ট হ'য়ে র'য়েছি, ততকাল আমরা মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ধাবিত হচ্ছি। বাহ্যজগতের দৃশ্য যখন বাসুদেবময় হ'বেন, তখন না আমরা

রাসস্থলীতে যেতে পার্‌বো। তাঁ'র পূর্ব্বে বামন হ'য়ে চাঁদ ধ'র্‌বার উচ্চাশা বাতুলের চেষ্টা মাত্র। এই হাড়মাসের থলি নিয়ে কৃষ্ণ-বক্ষে আরোহণ করা যায় না। যে ঐরূপ ধৃষ্টতা ক'র্‌তে যায়, তা'র অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যাঁরা বিদ্যার মহিমা, আভিজাত্যের মহিমা, সৌন্দর্য্যের মহিমা, ঐশ্বর্য্যের মহিমা 'থুথু' ফেল্‌বার মত ক'রতে পেরেছেন, তাঁদের কাণেই কৃষ্ণকথা প্রবেশ ক'রতে পারে।

আমরা চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি আনন্দের উপভোক্তা আর 'কৃষ্ণ বেচারা' হাত-পা কাটা হ'য়ে গিয়ে 'নির্ব্বিশেষ' নিরাকার হ'য়ে থাক্‌বে—একটুমাত্র খেতে পারবে না, দেখতে পারবে না, চল্‌তে পারবে না,—এরূপ বিচার যুক্তিপুষ্ট নয়। 'যখন আমি বলি ভগবান্‌কে বঞ্চনা কর্‌ব তখন ভগবান্—'পরমাত্মা'।

'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

(শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৯)

জড়ের হাত-পা ভগবানের না থাকার দরুণ, যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান্‌কে তাঁ'র নিত্যচিন্ময় হস্তপদ হতে চ্যুত করতে হবে, এরূপ ধৃষ্টতা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ভোক্তৃত্বাভিমানী আমরা বুভুক্ষু, ভোক্তৃত্বাভিমান প্রদর্শন পূর্ব্বক আমরা ছল-ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মবিশিষ্ট মুমুক্ষু।

সূর্য্য দর্শন ক'রে যেমন আমরা বুঝ্‌তে পারি, সমস্ত আলোর

মালিক সূর্য্য, তদ্রূপ যাঁরা ভগবান্ দর্শন করেছেন, অর্থাৎ বৈষ্ণব-
গণ জানেন যে, সকল শক্তির শক্তিমান্ প্রভুই কৃষ্ণ। তিনি
স্বেচ্ছাচারী, তাঁর ইচ্ছাশক্তি কেহ প্রতিরোধ কর্ত্তে পারে না।
ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; আমি তাঁর আশ্রিত অণু, যখন
আমি এটা বুঝ্তে পারি, তখন বৃহৎ সচ্চিদানন্দ-সেবাই আমাদের
কার্য্য হয়, তখন আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করি।

—০—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(৭ম খণ্ড)

মানবজাতি বল্ছে,— প্রত্যক্ষবাদের কথার দ্বারা যদি সময়
নষ্ট কর্তে পারেন—সে সকল কথার যদি ইন্ধন দিতে পারেন
—রোগি-সমাজের যদি dictation শুন্তে পারেন, তা' হ'লে
আপনাদিগকে সাধু বল্ব। আমরা জনসমাজের নিকট ঐরূপ
সাধু হওয়ার প্রতিষ্ঠাকে মল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন ক'রে প্রকৃত
চৈতন্যচরণানুচর সাধুগণের পথ অনুসরণ কর্ব।

গৌড়ীয়মঠের প্রচার আরম্ভ হ'লে হাওড়ার কয়েক জন
উকিল বল্লেন, অমুক মিশনের সহিত ত আপনারা যোগদান
কর্তে পারেন। আমরা বল্লাম,—ওরূপ হাজার হাজার মিশ-
নের প্রস্তাবিত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে আমাদের পন্থা।

তারা বল্লেন,—তা'হলে ত আপনাদের বড় অসুবিধার কথা, আপনাদের কথায় দয়া নেই। আমি বল্‌লাম এটা দ্বারাই একমাত্র প্রকৃত দয়া হবে, আর জগতের প্রস্তাবিত দয়া-দয়ার আপাতমনোহারিণী মূর্ত্তিগুলি দয়ার নামে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিমতী হিংসা —আমি এই কথা প্রমাণ কর্‌বার ভার গ্রহণ কর্‌লাম—যিনি পারেন খণ্ডন করুন। কেউ বল্লেন—Maternity home করাই মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ। পাশ্চাত্য দেশের Maternity home এর অনুসরণে লোক-দেখানো গলায় মালা- দেওয়া লোক ছ'পয়সা পকেটস্থ কর্‌বার জন্যে, আর দয়া কর্‌বার নাম ক'রে নিজের ব্যভিচারটা গোপনে চালাবার জন্যে ঐ সকল কারখানা খুলে লোকগুলিকে অমন্দোদয়-দয়ানিধি চৈতন্যের দয়া বুঝ্‌তে বাধা দিল। সে রকম ধরণের কার্য্যে লোকপ্রিয়তা কেনা হ'তে পারে, কিন্তু সেরূপ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মহাপ্রভুর অকৈতব দয়াধর্ম্মের কাছ থেকে বহুযোজন দূরে। আচার-হীনা নারীগণকে প্রসব করিয়ে রক্ষা করা—নীতিশাস্ত্রের নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া অনেক স্থানে মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গৌড়ীয়মঠ বল্‌ছেন এ সকল ভণ্ডগুলিকে Indian Penal Code যে শাস্তি দিতে পারে না, তা' অপেক্ষাও অধিক শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলায় এ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবার নাম ক'রে মাধবীমাতার নিকট হতে তণ্ডুল ভিক্ষা করেছিল। সেই হরিদাসের ওপর বিধাতার death sentence ব্যবস্থাপিত

হয়েছিল। ত্যাগীর বেশ নিয়ে পরদার হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি—
কৌপীন নেবার প্রতিষ্ঠার সহিত গোপনে কপটতাধর্ম্মবশে পরদার
হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি যার, চৈতন্যদেবের দুয়ারে তা'র দ্বারমানা—
চৈতন্যদেব বা তাঁ'র দাসগণ তা'র মুখ-দর্শন করেন না —তা'র শাস্তি
নদীতে ডুবে মরা। 'প্রকৃতি দর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত।"

প্রপঞ্চের কপটতা-লাম্পট্য নষ্ট কর্‌বার জন্যে কামদেব
শ্রীকৃষ্ণের লীলা এজগতে প্রকাশিত। শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ
প্রভুর নাম দিয়ে যে রাইকানুর গান হচ্ছে, গৌড়ীয় মঠ তা'র
বিরুদ্ধে প্রচারক। কিন্তু রাইকানুর শুদ্ধ গীতিতে নিজমঙ্গল সাধনই
মঠের প্রচার। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালুব্ধ
বদ্ধ জীবকে কখনই পাশমুক্ত সদাশিবের পানযোগ্য কালকূট পান
কর্ত্তে যেতে দিবেন না। এটা দেখ্‌তে আপাততঃ বড় নির্দ্দয়তার
কার্য্য, কিন্তু গৌড়ীয় মঠ জীবকে ওরূপভাবে বঞ্চনা ক'রে বদ্ধ-
জীবের রুচির অনুকূল প্রেয় জিনিষগুলি যুগিয়ে দিয়ে তা'দের
প্রিয় হ'য়ে পরিণামে তা'দের ভীষণ হিংসা কর্‌বার পক্ষপাতী
ন'ন। রোগীর কটূক্তি সহ্য ক'রে—রোগি-সমাজের কাছে অপ্রিয়
হ'য়েও গৌড়ীয় মঠ রোগিকুলের পরিণামে মঙ্গল দেখ্‌ছেন।
এটা কত বড় প্রতিষ্ঠা ত্যাগ—এখানে কত বড় পরোপকার-প্রবৃত্তি
—বঞ্চিত মনুষ্য-সমাজ তা' বুঝ্‌বে না।

গৌড়ীয়-মঠের প্রচারের মত জগতের পারমার্থিক ইতিহাসে
এমন মহা-বিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হ'য়েছে পারমার্থিকগণ
বিচার কর্‌বেন। গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক লোক আত্মোৎসর্গ

করেছেন—মানুষের কাছে যেটা প্রথমমুখে সম্পূর্ণ অভিনব—কত বড় একটা বিপ্লব, সেইরূপ কথা প্রচার কর্‌ছেন। তাঁরা জগতের লাখ্‌ লাখ্‌ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ভয়ে ভীত ন'ন—তাঁ'রা লম্পটগণের কাপট্যলাম্পট্য প্রশ্রয় দেবার জন্য প্রস্তুত ন'ন। জগতের অসংখ্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-জীবগণের দুর্ব্বুদ্ধি এক-চ্ছত্র অপ্রাকৃত—রাজ-রাজেশ্বর বিশ্বম্ভরের রাজস্ব অপহরণ কর্‌বার জন্যে যে সকল Policy devise কচ্ছে, সেই সকল দুর্ব্বুদ্ধিকে গৌড়ীয়মঠ যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত - তাঁ'রা জগতের কাছে এক পয়সা চান না, তাঁ'রা জগৎকে পূর্ণ বস্তু—চেতন বস্তু চৈতন্যদেবকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করতে চান। তাঁরা বলেন,—যা'র কাছে যা' কিছু কৃষ্ণের সম্পত্তি গচ্ছিত আছে, সব সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের চরণে ডালি দাও। যাঁ'রা যাঁ'রা সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে ডালি দিতে প্রস্তুত, গৌড়ীয় মঠ তাঁ'দিগকে ভগবৎ-পাদপদ্মের পূর্ণ সন্ধান দিয়ে থাকেন।

গৌড়ীয়মঠ খাওয়া দাওয়ার জন্য একটা আড্ডা নয়—মল-মূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য, ধূম-পানের দোকান খোলা গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য নয়। ধুম-ধামপ্রিয়, কৃষ্ণভক্তি বিনা ইতরকার্য্য-তৎপর ব্যক্তিগণকে সত্যকথা শুন্‌বার অবসর দিবার জন্যে—তা'দের মঙ্গল কর্‌বার জন্যে গৌড়ীয় মঠের উৎসবাদি।

কৃষ্ণের উৎকট প্রেমাকে নাকচ্‌ ক'রে নিজের ঘৃণিত লাম্পট্য বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য আমরা ভগবান্‌কে "নিরাকার" শব্দে অভিহিত কর্‌তে চাই। ভগবানের নিত্যরূপ নেই—ভগবান্‌ হস্তপদাদি-

রহিত হ'লেই আমরা রূপবান্ ও হস্ত পদাদি সহিত হ'য়ে বেশ
দুনিয়া লুটতে পারি ! আর ভগবানের যদি রূপ না থাক্‌ল—চক্ষু
না থাক্‌ল তা হ'লে আমরা, গোপনে ব্যভিচার করি—আর যা'ই
করি না কেন ভগবান্ ত' আর তা' দেখ্‌তে পাবেন না।

আমরা মনে করি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগুলি কিম্বা এই
দুনিয়াটা আমাদের ভোগ্য, ভগবানের ভোগ্য নয়। এই
জন্য ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য আমাদের আন্তরিক
চেষ্টা। এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী
সকলেই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌তে চা'ন। জগতের সকল
লোকেরই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য আন্তরিক চেষ্টা।
তা'রা মনে করেন, ভোগ আমরা কর্‌বো—প্রতিষ্ঠা আমরা
পাবো - ভগবান্ পাবেন কেন ? কিন্তু গৌড়ীয় মঠ শ্রুতির
অনুসরণ ক'রে বলেন,—ভগবান্‌ই সব ভোগ কর্‌বেন্ - ভগবানেই
উৎকট আসক্তি থাক্‌বে। একটা বিচারে ও ভাষায় যাকে
'লাম্পট্য' বলা যায়, আবার আর একটা বিচারে ও ভাষায়
স্থানান্তরে তা'কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি বলা যেতে পারে। যখন পরা
অপরা সকল সম্পদের মালিকই কৃষ্ণ, তখন তাঁ'র সম্পত্তি তিনি
ভোগ কর্‌বেন। এতে অনৈতিকতা বা কিছু আপত্তি জনক
লাম্পট্য থাক্‌তে পারে না। আবার এ জগতে জীবের পক্ষে যে
লাম্পট্যটা অত্যন্ত চোর, ঘৃণিত, সেটাই কৃষ্ণের পক্ষে অনিন্দ্য
চিদ্ধামে পরমোপাদেয় ও নিত্যরসের চমৎকারিতাবর্দ্ধনকারী।
আত্মবঞ্চক লুব্ধ ভোগিসম্প্রদায় ও ত্যাগিসম্প্রদায়ের মাথায় কৃষ্ণের
ভোগের কথা প্রবেশ করে না। ভোগিসম্প্রদায় মনে করে, নরকে

যাবার জন্য ভোগ কর্‌বো ত আমরা—আমরা দোলা, ঘোড়া চড়্‌বো—অট্টালিকায় বাস কর্‌বো,—ভাল ভাল রূপ দেখ্‌বো—সুন্দর গন্ধ শুঁক্‌বো—চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় আস্বাদন কর্‌বো—মধুর স্বর শুন্‌বো—কোমল জিনিষ স্পর্শ কর্‌বো। আর ত্যাগী ও-গুলিকে বেশী দিন ভোগ কর্‌তে পারে না বলে, স্ত্রৈণের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করার ন্যায় ভোগ্য বস্তুগুলির ওপর ক্রোধ ক'রে একটা ফল্গুত্যাগের পোযাক নিয়ে থাকে। ত্যাগী—অতৃপ্ত-আসক্ত, ক্রোধী ও ভোগী মাত্র। ঐরূপ ত্যাগ ও ভোগের কথা গৌড়ীয় মঠ বলেন না। গৌড়ীয় মঠ বলেন,—কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, কৃষ্ণই দোলা ঘোড়া চড়্‌বেন—কৃষ্ণই অট্টালিকায় বাস কর্‌বেন—কৃষ্ণের নয়-নোৎসবের জন্য যাবতীয় রূপ—কৃষ্ণের ঘ্রাণোৎসবের জন্য যাবতীয় সুগন্ধি কৃষ্ণের জিহ্বার লাম্পট্যের জন্যই যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী—কৃষ্ণের মুক্তপ্রগ্রহ স্পর্শ-মহোৎসবের জন্যই যাবতীয় সুকোমল বস্তু। এ জগতে যা'রা পরমভোক্তা কৃষ্ণের সেবা বিস্মৃত হ'য়ে এক একটা 'ছোট খাট কৃষ্ণ' সেজে ব'সেছে, তা'দিগ্‌কে বিদ্ধ কর্‌বার জন্য মায়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের এক একটী টোপ ফেলেছে।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের ত্যাগ—গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ—ফল্গু-ত্যাগীর ভূয়ো ত্যাগের মত নয়। কেউ বল্লেন, তিনি পাঁচ আনা ত্যাগ করেছেন কেউ বল্লেন, ইনি দশ হাত কাপড় ত্যাগ ক'রে পাঁচ হাত কাপড় পর্‌ছেন - কেউ বল্লেন, তিনি জুতো ত্যাগ করে-ছেন—কেউ বল্লেন তিনি খাওয়া পরিত্যাগ করেছেন, এসব

ত্যাগের চেহারা ভোগীর কাছে বাহাদুরী নিতে পারে, কিন্তু মহা-
প্রভুর ভক্তগণের কাছে এগুলির কপটতা ধরা পড়ে।

গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ধন প্রাণ ভগবানের
উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। যাহার যে পরিমাণে উপলব্ধি, তিনি
তা'তে সেই পরিমাণে সহায়তা কর্ছেন। Stipend holder —
পুরুৎ শ্রেণী—গুরু শ্রেণীর মত নিজে খাবো দাবো আর কতকগুলি
মরণশীল আত্মীয়-স্বজন নামধারীর ব্যভিচার লাম্পট্য ইন্দ্রিয়তর্প-
ণের প্রশ্রয় দেবো, এই জন্য গৌড়ীয় মঠ এক কাণা কড়ি কখনও
সংগ্রহ করেন না। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের
ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত জগতের
(ভ্রান্তিজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়-তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-
তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা বেশী
মোহনভোগ খেতে পারেন না—চা, পান, ডিম্ব, কর্কট, রক্তমাংস,
তামাক, নস্য, চুরুট, সিল্কের গেরুয়া, প্রভৃতি পান, ভোজনে
রত হ'তে পারেন না—সকল প্রকার বোগ্ড়া মোটা চা'ল, বিশ্বস্তর
যাহা প্রসাদ রূপে প্রদান করেন, তাহাও অত্যুত্তম প্রসাদ সহ
গ্রহণ করেন—উদয়াস্ত ভগবৎসেবার জন্য নিযুক্ত থাকেন। চৈতন্য-
চন্দ্র ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বের লোক—তিনি ম'রে গেছেন এরূপ নয়—
তিনি নিত্যকাল আছেন—তিনি গৌড়ীয় মঠকে এই কার্য্যে নিযুক্ত
করেছেন। শ্রীগৌরহরি জগতের অতিবিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণের
দ্বারা মঠবাসীকে দণ্ডিত জীবের ন্যায় কেবল ব্যবহারিক দুঃখও
প্রদান করেন না। তজ্জন্য বৈষ্ণবে গুরুবুদ্ধি বিচার নষ্ট না ক'রে

মঠসেবকের সেবকগণ তাঁদের সেবা করেন। মূঢ়গণেরও হিংসা কর্ত্তে দেন না।

—*—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(৫ম খণ্ড)

(স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সময়—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর অধিবাস-উৎসব, ১২ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট রবিবার।)

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং নীচপাবনম্।।"
"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত-জগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।।"

অনেকে ভগবদ্বস্তুকে খণ্ডিত জড়বস্তুর ন্যায় চিন্তনীয় মনে করেন, কিন্তু বস্তুটী অচিন্ত্য। তিনি কেবল অচিন্ত্য ন'ন - সেবোন্মুখের চিন্ত্য, চিন্ময়; তিনি অব্যক্ত - অপ্রকাশিত; কিন্তু তাঁর রূপ আছে। রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু। যাঁর রূপ নেই, তিনি—অব্যক্ত। যাঁর রূপ আছে, তিনি ব্যক্ত। ভগবদ্বস্তুতেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয়—এই ভাবটী আবার অচিন্ত্য। তিনি নির্গুণ বস্তু। সগুণবস্তুরই উপলব্ধি হয়, যাহা সগুণ নয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। গুণত্রয়ের অতীতবস্তু অথবা

নির্গুণ হ'য়েও তিনি গুণাত্মা—সকল কল্যাণগুণৈক-বারিধি, তিনি যুগপৎ চিদ্‌গুণে গুণী ও নির্গুণ। সমস্ত গুণই তাঁ'তে আছে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অধিগত হ'বার যোগ্যতা যার আছে—সেই জগৎকে তিনি ধারণ ক'র্চ্ছেন। তিনি জগতের আধার-মূর্ত্তি। তিনি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—জগৎ তাঁর মূর্ত্তি নয়,—জগতের অভ্যন্তরে মূর্ত্তিমান্ তিনিই। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারা যার উপলব্ধি ঘটে, তা' ভোগের বস্তু। জগৎ তিনি ন'ন—জগৎ তাঁর আধার। একাধারে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত যে বস্তু—তা তিনিই! তিনিই ব্রহ্মবস্তু; তাঁ'কে নমস্কার করি।

অপূর্ণ বস্তুটী পূর্ণে অবস্থিত। আমরা নমস্কার ব্যতীত '('ন—'নিষেধ', ম-'অহঙ্কার')—অর্থাৎ অহঙ্কার না ছাড়্‌লে তাঁ'র নিকটে যেতে পারি না। জগতের অনন্ত-রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত ক্রিয়া, অনন্ত নাম আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। কিন্তু তিনি ব্রহ্মবস্তু—বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ' ব্রহ্ম।' তিনি সীমাবিশিষ্ট কোনও বস্তু ন'ন—তাঁ'কে মেপে বা ভোগ ক'রে নেওয়া যায় না। তাঁ'র সহিত সংশ্লিষ্ট না হ'য়ে কোন বস্তুরই অস্তিত্বের সম্ভাবনা নেই। এমন যে বস্তু, তাঁ'কেই বলি "ব্রহ্ম"। সে বস্তুরই অভ্যন্তরে সকল বস্তু সমাহিত আছে। ভিন্ন বস্তু তাঁরই অন্তর্গত বস্তু মাত্র।

খণ্ড জ্ঞান হ'তে অখণ্ডজ্ঞানে যা'বার রাস্তায় আমরা 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি, মনে করি উহা—পূর্ণ জ্ঞানের নির্দ্দেশক একটা শব্দ মাত্র। সে জিনিষটী প্রকৃত প্রস্তাবে কি, 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা তা লক্ষ্য ক'চ্ছি না। 'সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত নরাকার

ব্রজেন্দ্রনন্দন'— এইরূপ কথার সহিত খণ্ডিতভাব গ্রহণ ক'রতে হবে না। যে সকল বস্তু—ভগবদ্বস্তু নয়—একমাত্র বরণীয় নয়—যে বস্তুর সহিত সকল বস্তুর সংসর্গ নেই— সে বস্তুতেই আমাদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব এসে উপস্থিত হয়— 'অণু' ও 'বৃহৎ'' 'চিন্ত্য' ও 'অচিন্ত্য', 'নিরাকার' ও 'সাকার' প্রভৃতি শব্দ এসে উপস্থিত হয়।

"সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"—সে বস্তুটী নির্ব্বিশিষ্ট ন'ন বা সবিশিষ্ট থাকার দরুণ নির্ব্বিশিষ্ট ভাব যে তাঁ' হ'তে নিরস্ত হ'য়েছে এরূপও নয়। ব্রহ্মে অণুত্ব ভাবাভাব আছে—এরূপ ভাব নয়। আবার অণুত্বে অবস্থিত হ'য়ে তা' বৃহত্ব ধারণ ক'র্‌তে পারেন না—এ কথাও নয়।

ঐরূপ ব্যাপার অচিজ্জগতে অসম্ভব। অচিতের পরমাণুর অভ্যন্তরে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড থাক্‌তে পারে না। কিন্তু ইহা অচেতন-শাখার চিন্তাস্রোত মাত্র। চেতন-শাখাতে এরূপ বিচার চেতনতার উপলব্ধির পূর্ণতার অন্তরায় মাত্র। শ্রুতি বলেন,—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥"

(শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)

চেতনের অণুর মধ্যে অনন্তের সেবা ক'রবার সামর্থ্য আছে। চেতনের গঠন এরূপ নয় যে, 'অণু' হ'লে সে অনন্তের সেবা ক'রতে পারবে না। উদাহরণ—বিস্ফুলিঙ্গ আধার প্রাপ্ত হ'লে সমগ্র জগৎ পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিতে পারে।

আমার অবিদ্যার অস্মিতার অনুভূতিতে 'সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরি-

রিত আমি', 'মনোধর্ম্মযুক্ত আমি' ব্রহ্ম বস্তুকে যে প্রকার নির্দ্দেশ ক'রবার চেষ্টা করি, কৃষ্ণ তা ন'ন। 'ভগবৎ' শব্দের দ্বারা তাদৃশ নির্দ্দেশের মধ্যেই কৃষ্ণবিষয়টীকে জান্‌বার সুবিধা হয়। কিন্তু 'ব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা 'মনোধর্ম্ম যুক্ত আমি' বস্তুর সম্যক্ অভিধান ক'র্‌তে সমর্থ হয় না।

'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' শব্দ 'ভগবৎ' শব্দের অন্তর্ভূক্ত মাত্র। 'কৃষ্ণ' শব্দটী পরম পরিপূর্ণ বস্তু। তাঁ'রই প্রকাশ বলদেব— যাঁ' হ'তে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত হ'য়েছেন, যাঁ' হ'তে মহাবৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ প্রকাশিত হ'য়েছেন—যাঁ' হ'তে অর্ণবত্রয়ে ত্রিবিধ পুরুষাবতার প্রকাশিত। এই সকলেরই মূলবস্তু শ্রীবলদেব। আবার বলদেবের মূল স্বয়ংরূপ যে বস্তুটী, সেটী 'কৃষ্ণ' বা 'স্বয়ং ভগবান্' ব্যতীত অন্য সংজ্ঞায় কথিত হইতে পারেন না।

কৃষ্ণাবির্ভাব জিনিসটী—প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে শুদ্ধ চেতনের ভাব আছে, তা'তেই পূর্ণ-চেতনের পূর্ণপ্রকাশ যদ্যপি আমরা অচিদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট আছি, তথাপি যদি সে অচিৎভাবটী সঙ্কুচিত ক'রতে পারি, তবে আমাদের মেপে নেওয়া ধর্ম্ম হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়। 'আমি'—'অচিৎ ক্ষুদ্র পদার্থ' নই, 'আমি'—'চিন্ময় ক্ষুদ্র পদার্থ'।

'ভগবান্ নিজে নিজে তাঁর যতটুকু সেবা ক'র্‌তে পারেন, তদপেক্ষা অধিক সেবা ক'রতে পার্‌বো'—এই উপলব্ধিটী কোন্ সময়ে হবে, না যখন আমরা সত্য সত্যই কার্ষ্ণ' প্রতীতি বিশিষ্ট

হ'তে পার্‌বো। যদি কোন দিন কোন কার্ষ্ণের নিকট আমরা পৌঁছ্‌তে পারি, তাহ'লেই সুবিধা হ'তে পারে। কার্ষ্ণকেই সাধারণ ভাষায় 'বৈষ্ণব' বলে।

'প্রাভব', 'বৈভব', 'বিলাস', 'অংশ', 'কলা', 'বিকলা' প্রভৃতি সংজ্ঞা 'বিষ্ণু' শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। আর 'কৃষ্ণ' শব্দে সাক্ষাৎ 'স্বয়ংরূপ' উদ্দিষ্ট হন—শুধু উদ্দিষ্ট নয়, নাম-নামীতে কোন ব্যবধান থাকে না।

বিষ্ণুর শক্তি—'মায়া' ব'লে ব্যাপারটি সম্প্রতি আমার 'আমিত্বে' এসে উপস্থিত হ'য়েছে। 'অণুচিৎ আমি' 'অণুঅচিৎ আমি'—এইরূপ যখন ধারণা করি, তখন আমাদের মায়াদ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্তাবস্থা—দুর্ব্বলাবস্থায় যে ভাবের দ্বারা চালিত হ'চ্ছি, তা'তে বৈষ্ণবের নিকট যেতে পারি না। মায়িক ইন্দ্রিয়-দ্বারা বৈষ্ণবকে ছোট ক'রে ফেলি—বৈষ্ণবকে মেপে নিতে চাই —অমুকের ছেলে—'বৈষ্ণব', অমুকের মাতুল—'বৈষ্ণব'—এরূপ বলি। কখনও বা ব'লে থাকি, বৈষ্ণবধর্ম্ম—ছোটলোকের ধর্ম্ম, 'বৈষ্ণব' ব'লে নিজকে বুঝা 'মুর্খতা'—'সঙ্কীর্ণতা'।

কৃষ্ণপ্রতীতি ত' আদৌ নেই, কার্ষ্ণপ্রতীতির মধ্যেও আমাদের প্রকৃষ্ট ধারণা হচ্ছে না। যে স্থলে আপ্তকে গৌণভাবে বিতাড়িত করা হ'য়েছে, সেস্থানে জান্‌তে হ'বে আমরা হেতুবাদী। সত্যের নিকট গমন ক'র্‌লে সত্য সাক্ষাৎ দেখ্‌তে পাই; ব্যবধান দূরক'রে সূর্য্যদর্শন যেরূপ। আত্মবস্তু দ্বারা পরমাত্মবস্তু দর্শনের সামর্থ্য হয়। অনুমিতি দ্বারা আমাদের সত্য-

দর্শন হয় না। একদেশ-দর্শনে যে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়, তাহাতে আমরা বস্তুর বিবর্ত্তমাত্র গ্রহণ করি—বস্তুর সত্যত্ব দর্শন না ক'রে, তাঁকে নিজের উপযোগী দর্শনের দ্বারা দর্শন ক'রে থাকি, তা'তেই এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রান্তি হয়।

ভগবদ্বস্তুতে—চেতনবস্তুতে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়। বিরুদ্ধধর্ম্মের একদেশ দর্শন বা বিচার ক'রে যদি ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ ক'রে বসি, তা' হ'লে আমরা বঞ্চিত হ'লাম মাত্র। কৃষ্ণকে খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন ব'লে জান্‌লে কৃষ্ণের পূর্ণতায় বিচারের হানি হয়। কৃষ্ণকে মুখে পূর্ণ ব'লে কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্তব্ধ ক'রবার বিচার যেমন একপ্রকার বঞ্চনা - আমাদের বাহ্যজগতের বিপরীতদর্শন হ'তে উদিত হয়, সহজিয়ার বিচার নিয়ে কৃষ্ণকে আমাদের ভোগবুদ্ধির সার্দ্ধ ত্রিহস্ত-পরিমিত ব'লে মনে করাও তদ্রূপ আত্মবঞ্চনা।

পরমকরুণাময় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁ'র পরিকরের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—ভাগ্যহীন জীবের সে বিচার আসে না। কৃষ্ণ বুঝি জড়ের বস্তু, উদ্ধব নামক ব্যাধ কৃষ্ণকে সংহার ক'রতে সমর্থ, কর্ম্ম-ফল বাধ্য জীব যেমন বিধিবাধ্য হয়, তিনিও বুঝি সেইরূপ—এরূপ বিচার ভাগ্যহীনের। কৃষ্ণ হ'তে সকল বিধিই নিরস্ত। তাঁতে বিধি কোন কার্য্য ক'রতে পারে না। তিনি সকল বিধির বিধি। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু অর্থাৎ তিনি মানবের ভোগ্যবস্তু ন'ন, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। কৃষ্ণের চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্ সমগ্র জগৎ

দর্শন করেন, সমগ্র শব্দ শ্রবণ করেন. সকল বস্তুর ঘ্রাণ, আস্বাদন ও সকল বস্তুকেই স্পর্শ করেন।

কৃষ্ণবিমুখতার জন্যই আমাদের বর্ত্তমান ধারণা কৃষ্ণকে দেখ্‌তে দেয় না। কৃষ্ণের মায়ার দুই প্রকার বৃত্তি—(১) কৃষ্ণকে দেখতে না দেওয়া, (২) কৃষ্ণকে সরিয়ে দেওয়া। এই ভ্রম দূর ক'রতে পারেন একমাত্র—'কার্ষ্ণ'।

কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—কৃষ্ণ-সেবা,—কার্ষ্ণ-সেবা ও নামসংকীর্ত্তন—এই তিনটীই জীবের কৃত্য। যে বস্তুকে সেবা করা যায়, তিনিই—'সেব্য', যিনি সেবা করেন, তিনিই - 'সেবক', সেবকের বৃত্তিই 'সেবন' বা 'ভক্তি'। ভজনীয় বস্তু ভগবান্, ভজনকারী ভক্ত এবং ভজনবৃত্তি ভক্তি—এই তিনটীই নিত্য; এ'রা কালক্ষোভ্য ন'ন, ভূতাদির ন্যায় জন্ম-স্থিতিভঙ্গের অধীন ন'ন। ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্রা চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত এটা উপলব্ধির বিষয় হয় না। মিশ্র চেষ্টাতে ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি হয় না—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আমার আত্মার নিত্যবৃত্তি যে ভক্তি, যদি তা'র সন্ধান না পাই, যদি তা' দ্বারা নিত্যবস্তুর সেবা না করি, তা' হ'লে সত্যবস্তুর সন্ধান ক'র্‌লাম না—প্রেয়ঃপন্থাকে বহুমানন ক'রে নরকের দিকেই ধাবিত হ'লাম মাত্র।

'বৈষ্ণব'— নির্ব্বোধ, লম্পট, অত্যন্ত ঘৃণ্য—এটা ভগবৎ-প্রদত্ত যোগ্যসম্মান ; আমরা জগতের নিকট কপটতা ক'রে ব'ল্‌ছি, আমরা বিষ্ণু উপাসক - কৃষ্ণের দাস ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস, ভোগী অকর্ম্মী, কুকর্ম্মী। যে কাল পর্য্যন্ত জীবের ভগবানের অবিমিশ্রা-সেবাবৃত্তি উদিতা না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তা'র কোনও জ্ঞান হয় নি, জান্‌তে হ'বে। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নি। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবাই যে একমাত্র কৃত্য, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা এটা উপলব্ধি ক'রতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত আমরা দুর্ব্বল অথবা বঞ্চিত। আমরা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে ছুটী পেতে পারি কখন, যখন আমরা নিষ্কপটে কার্ষ্ণের শরণ গ্রহণ করি সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত কিন্তু তথাপি সূর্য্যরশ্মি যেমন আমাদেব নিকট নির্বাধ হইয়া বহুদূর হ'তে একায়েক উপস্থিত হন, তদ্রূপ ভগবান্‌ও আমাদের নিকট আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। নিরন্তর যাঁরা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁদের আশ্রয়েই, তাঁদের শ্রীহস্তদ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। যদি যাত্রার দলের সাজা নারদকে 'ভক্তরাজ নারদ' বলে মনে করি, খড়ি গোলাকে 'দুধ' মনে করি, তা' হলে প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা প্রতারিত হ'ব। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্‌ভজনের চেষ্টাবিশিষ্ট—যিনি সব দিয়ে ভগবানের সেবা করেন, যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপদবিক্ষেপে ভগবানের সেবা ছাড়া কিছুই করেন না, এমন কোনও পুরুষের সেবাই আমাদিগকে কৃষ্ণ দিতে পারেন। অনেকে রহস্য ক'রেও ব'লে থাকে—

'অমুকের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হ'য়েছে'। কৃষ্ণপ্রাপ্তি হওয়া মানে, এ জগৎ হ'তে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। কৃষ্ণ সকল প্রাপ্তির শেষ-প্রাপ্তি। সংকীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়েরও অঘবক-পূতনা প্রভৃতি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত আর আমাদের অন্য কৃত্য নেই। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও কার্ষ্ণের বেশে নানা প্রকারে—নানা ভাবে—নানা ভাষায়—'একমাত্র কৃষ্ণের ভজন কর' এটা শিক্ষা দিয়েছেন। কৃষ্ণ হ'তে জগৎ উদ্ভূত, কৃষ্ণে জগৎ স্থিত, কৃষ্ণে জগতের লয়। আমরা যখন আবৃত থাকি, তখন কৃষ্ণ তাঁ'র নিজত্ব দেখান্ না। চক্ষুর্গোলক যখন মেঘখণ্ড দ্বারা আবৃত থাকে, তখন স্বপ্রকাশ সূর্য্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু তা' আমাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। কৃষ্ণ দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকাই সেবাবিমুখ জীবের যোগ্যতার তিরস্কার বা পুরস্কার।

মনোধর্ম্মে চালিত - রূপরসে আচ্ছন্ন থাকাকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণপর জনের সত্যবস্তু কৃষ্ণের উপলব্ধি হয় না। তাঁ'র নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন হ'লে আমরা সে সকল উপলব্ধি ক'রতে পারি না। কখনও অন্যমনস্ক থাকি, কখনও বা উহাদিগকে আমাদের ইন্দ্রিয়তোষণ বা ভোগের বস্তু মনে ক'রে আর একপ্রকারে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি।

আগামী কল্য জীবের শুদ্ধ-আত্ম-সত্ত্বায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হ'বে। কৃষ্ণ যাঁ'কে দয়া কর্‌বেন, তিনিই তাঁ'র আবির্ভাব উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। দয়া দুই প্রকার - (১) সাধনাভিনিবেশজ,

(২) কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ প্রসাদজ। ভক্তের নিজের সম্পত্তিই কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণ সেবোন্মুখব্যক্তির আত্মবৃত্তিতেই উদিত হন –

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণকে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন—তাঁ'রা এত-বড় বদান্য। কৃপণ লোক যেমন দুর্গোৎসব করে না, পাড়ার লোক জোর ক'রে প্রতিমা বাড়ীতে ফেলে যায়, তখন বাধ্য হয়ে তা'র প্রতিমার পূজা কর্‌তে হয়, সেরূপ আমরা কৃষ্ণভজনোৎসবে রুচিবিশিষ্ট না হ'লেও কৃষ্ণভক্তগণ সকল লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ 'শ্রীনাম' বিতরণ করেন। ঠাকুর পূজার জন্য কোন বাড়ীতে ঠাকুর ফেলে যাওয়ার ন্যায় 'শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বচেতন-বস্তুর মৃগ্য বাস্তববস্তু শ্রীনাম সকলের দ্বারে দ্বারে বিলিয়েছেন। তৃণ হ'তেও সুনীচ না হ'লে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায় না। নাম-সংকীর্ত্তন মানে কৃষ্ণপ্রাপ্তি - স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর ছেড়ে দেওয়া—নার-দের "ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ"—বিদেহমুক্তি জীবদ্দশায় মুক্তি — স্বরূপের সিদ্ধি। কৃষ্ণ যখন বিদেহমুক্তি প্রদান করেন, তখনই তিনি বিশেষরূপে আকর্ষণ ক'র্চ্ছেন জান্‌তে পারা যায়। অচিতের ভোগে ব্যস্ত থাক্‌লে তাহার আকর্ষণ উপলব্ধির বিষয় হয় না। দেহে আত্মবুদ্ধি বিবর্ত্তের স্থান। দেহে আত্মবুদ্ধি নিয়ে আমরা মায়িকতত্ত্বকে কৃষ্ণতত্ত্ব মনে করি। কৃষ্ণ—মানুষ, কৃষ্ণ—লম্পট, কৃষ্ণ—রাজনীতিজ্ঞ, কৃষ্ণ - ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কৃষ্ণ আমাদের ভোগবুদ্ধিজাত ধারণার স্বার্থপরতাযুক্ত—এই সকল বিচার কৃষ্ণ

বিষয়ে অভিজ্ঞানের অভাব ও ভাগ্যহীনতার পরিচায়ক। কৃষ্ণই পরমপুরুষ, কৃষ্ণই পরম সত্য, কৃষ্ণই বাস্তব বস্তু, কৃষ্ণই নিখিল বেদ প্রতিপাদ্য বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

—ঃঃ—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম

(১৫শ খণ্ড)

শ্রীবৃন্দাবন মধুমঙ্গলকুঞ্জে

[তারিখ – ২২শে আগষ্ট, ১৯৩৬]

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

শ্রীগুরুকৃপা হ'তে সব লাভ হয়; আমরা লঘু, আমাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। ভগবানের সেবাকারী বস্তুসকল ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ভগবানের আশ্রয়-জাতীয় সেবকগণকে পৃথক্ বুদ্ধিতে সেবার বিচার আমাদের না হোক। বিষয় জাতীয় ভগবান্ কৃষ্ণ আর আশ্রয় জাতীয় তাঁর অভিন্ন সেবকগণ—কান্তাগণ, পিতামাতা, বন্ধুবর্গ, ভৃত্যবর্গ, ও

নিরপেক্ষ-ভেদে পাঁচ প্রকার। তাঁ'কে যেরূপে বহির্জ্জগতের ব্যক্তি সকল পরম সৌভাগ্যক্রমে লাভ করার সুযোগ পান, তা'র আলোচনায় আমরা পাই,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"
"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

আপনারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা ক'রে থাক্‌বেন। তাঁ'তে কতক ব্যক্তির স্বাভাবিক অনুরাগ প্রদর্শিত হ'য়েছিল; কাহারও পরাঙ্মুখতা বা শিথিলতাও ছিল—যেমন জগাই মাধাই প্রথম হ'তে রুচি দেখাননি, পরবর্ত্তিকালে ভক্ত হ'য়েছিলেন। এতে দেখা যায়—আমাদের অনর্থ নিবৃত্ত হ'লে সুষ্ঠু দর্শন, নিকটে গমন ও সেবা ক'র্‌তে পারি। অনর্থ-থাকাকালে সেবায় অধিকার বা রুচি-নিষ্ঠাদি হয় না।

প্রকাশানন্দও গৌরসুন্দরকে প্রথমে আরাধ্যদেবতারূপে দর্শনে বিমুখ ছিলেন, পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যকৃপায় সশিষ্য তাঁ'র শ্রীচরণ আশ্রয় ক'র্‌তে পেরেছিলেন। আবার মাতামহ-সখা মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমও প্রথম-মুখে মহাপ্রভুকে বুঝতে পারেননি, পিতৃবন্ধুর দৌহিত্রসূত্রে আদর ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'য়েছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁ'র কৃপা উপলব্ধি ক'রে তাঁ'র মহিমার কথা উপরি উক্ত শ্লোকদ্বয়ে প্রকাশ ক'রেছেন, যা' গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার হ'য়েছে। সার্ব্বভৌমের বিচার ছিল—যৎকিঞ্চিৎ সাধনে বৈরাগ্যের উদয় হ'লে জীবের মঙ্গল হ'বে;

কিন্তু বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ জেনে পরে "বৈরাগ্যবিদ্যা" শ্লোক রচনা করেন। মায়াবাদীয় সম্প্রদায়ে ভুক্ত ও অভুক্ত বৈরাগ্যের বিচার। যে-সকল বস্তু আমাদের আকর্ষণ করে, তা'দের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টার নাম 'বৈরাগ্য'। তার বিপরীত শব্দ 'বিলাস'—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সমাবেশ। কিন্তু অচিদ্-বিলাস-সহ চিদ্‌বিলাসকে সমশ্রেণীস্থ করার বিচার ছিল, সেজন্য রাধাগোবিন্দ-মিলিত তনু ব'লে মহাপ্রভুকে জান্‌তে পারেন নি, পরে জ্ঞান হ'লে বুঝলেন।

মনুষ্য, দেব-দেবী, পশু, পক্ষী, কীটাদির বিলাস—অচিৎ। চেতনের বিলাস শ্রীগৌরসুন্দর জানিয়েছেন। তৎসম্বন্ধে দু'টি শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ রচনা ক'রেছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥"

জড়চিন্তাপর বিশ্বতাপ সহ্য ক'র্‌তে না পেরে পালিয়ে যাওয়ায় যে বিরাগ, তা ফল্গু—তুচ্ছ। কৃষ্ণ-সেবায় যা না লাগে, তাতে বৈরাগ্য ক'র্‌তে হবে; তা'র আলোচনা ক'র্‌ব না। চেতন-সেবায় যা' লাগ্‌বে, তা' আদরের সহিত গ্রহণ ক'র্‌ব। নচেৎ "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥" অধিক বৈরাগ্য বা আসক্তি হ'লে সুবিধা হয় না। "পরের সোনা দিয়ো না কানে। প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে ॥" বিষয় নিয়ে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। বিশ্বে যত দ্রব্য আছে, সে-সকল সেবাবিস্মৃত জীবকে আকর্ষণ ক'রে নিজ ভোগ্য জ্ঞান করায়। দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে ঐসকল কৃষ্ণ-সেব্য। ভগবান্ হাত তুলে যা' দেবেন, তা'ই জীবের প্রাপ্য। এটা না বুঝে অতিরিক্ত গ্রহণ ক'র্‌লে অসুবিধা।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

ভগবদ্বস্তু আমি গ্রহণ ক'র্‌ব, এ বুদ্ধি না হোক; তাহ'লে আমাদের ইন্দ্রিয়-বিলাসের জন্য এ জগতে আস্‌তে হবে। কৃষ্ণ-বিস্মৃত হ'লে জীব ভ্রান্ত হ'য়ে নানা দুর্গতি ভোগ করে। কেউ ব্রহ্মজ্ঞানে রত, কেউ পরমাত্মাসহ মিলিত হ'বার চেষ্টা করে, কেউ বা অন্যাভিলাষের ভৃত্যগিরি করে।

ভাগবত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে ব'ল্‌ছেন যে, কলির প্রারম্ভে মানুষ অধার্ম্মিক হ'য়েছিল। কলি অর্থ বিবাদ—রজস্তমোগুণে তাড়িত হ'য়ে সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের আক্রমণ ক'রব। একটা গুণ বড় হয়ে আর দুটা গুণকে চাপা দিবার চেষ্টা করে। কলির রাজ্য উপস্থিত হ'লে মানুষ কৃষ্ণভজন ছেড়ে অন্য চিন্তাস্রোতে প'ড়ল। কলিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ কএকটা স্থান দেন,—

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

এসব স্থানে অধর্ম্ম প্রবল হ'বে। দ্যূত—পাশা খেলা, জুয়া-চুরি, ভোগা দেওয়া, কপটতা বিস্তার ক'রে উত্তম খেলোয়াড়

হওয়া। পান—নেশা করা। রাজসিক বিচার-সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় রাধাগোবিন্দকে তাম্বুল দিয়ে নিজে খাব বুদ্ধি হ'লে তা'তেও অচিদ্‌বিলাস-মত্ততা আসে। প্রসাদী তাম্বুল-গ্রহণ শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে নেই। বিদ্ধ বিচার-প্রিয় ব্যক্তি প্রসাদগ্রহণের ছলনায় ভোগে ধাবিত হয়; গোবর্দ্ধন ধারণ কর্‌বার বেলায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। রাসলীলার প্রসাদ গ্রহণ ক'র্‌তে গিয়ে "কিশোরী ভজন" (?) আরম্ভ ক'র্‌বে—এটা অধর্ম্মের অন্তর্গত। 'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ" এর বিকৃত অর্থ ক'রে কেউ ব'ল্লেন যে, মৎস্য, মাংস, কর্কট, ডিম্ব, আরসুলা, কুক্কুট, শামুক—সব চালাও। এগুলি বিষ্ণুনৈবেদ্য নয়। রাজস-তামস ব্যক্তির ভোজ্য বিষ্ণুকে দেওয়া যায় না। গন্ধহীন পুষ্প বিষ্ণুকে দেওয়া যায় না।

ফুল শুঁক্‌ব, চন্দন-সিক্ত হব, পান খাব—এসব বিচার ভোগী প্রাকৃত-সহজিয়াদের। প্রাকৃত সহজিয়ার রস-বিচারে অবুঝের বিচার। প্রসাদের অবমাননা ক'রো না, পান খেয়ে ফেল, বলদেব মধু পান করেন, সুতরাং আসব পান কর—এ বিচার ঠিক নয়। অবশ্য অনেকে ব'লবেন, যে, অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি পান খেয়েছেন; কিন্তু তাঁ'রা ঈশ্বর-তত্ত্ব আমরা ক্ষুদ্র জীব। অভ্যাস-দোষে অধর্ম্ম ক'র্‌লে চিত্ত স্থির থাকে না। অশুক্লবিত্তে ভগবানের সেবা হয় না, বা অধর্ম্ম ক'রে ভগবৎসেবা হয় না। যদি কেউ প্রতিবাদ করেন,—তণ্ডিরড়িপ্পড়ি আলোয়ার ডাকাতি ক'রে রঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার ক'রেছিলেন বা ধর্ম্মব্যাধ মাংস-বিক্রেতা

ছিলেন ; তাঁদের সেটা ঠিক হ'য়েছিল। কারণ তা'তে ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধিত হ'য়েছে। 'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।'

স্ত্রীসম্বন্ধী পাপ আচরণ ক'রতে নেই। "গৃহস্থস্যাপ্যতো গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্।" গৃহস্থ ব'লে অত্যন্ত কাম-প্রবৃত্তি চালনা ক'রতে হবে না। যে কৃষ্ণকে ভুলে সংসার ক'রবে ও ছাগ-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবে সে গৃহব্রত। গৃহস্থ অভিমান ক'রে অন্য বিচার এলে অধর্ম্ম হ'বে।

সূনা—মৎস্যমাংসাদি বধ করার যত্ন করা। ভূতোদ্বেগ আদৌ প্রয়োজনীয় নয় কলি চার প্রকার অধর্ম্মের স্থান পেয়েও সন্তুষ্ট না হওয়ায়—

"পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।"

সোনা দিলেন। তার পাঁচ প্রকার সন্তান—মিথ্যা, অহঙ্কার, কাম, রজঃ ও বৈর। সোনা-সংগ্রহের চেষ্টায় মিথ্যা কথা, মত্ততা, বাসনা হ'য়ে উঠে। রজঃপ্রবৃত্তি—মামলা ইত্যাদি ক'রব, দল বেঁধে হরিভজন নাশ ক'র্‌ব, অন্যের সহিত বিবাদ ক'র্‌ব ইত্যাদি দুর্ব্বুদ্ধি আনে। সোনা হাতে থাক্‌লে এসব কর্‌বেই। এগুলি কৃষ্ণকর্ম্মে লাগান দরকার।

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

রজের দ্বারা তমঃ এবং সত্ত্বের দ্বারা রজোগুণকে ধ্বংস ক'র্‌তে হবে। নচেৎ পার্থিব গুণে বাস হ'য়ে যা'বে। ভক্তিলাভের

বিচার এনে এগুলি বর্জ্জন ক'র্‌তে হবে। মানুষের চেষ্টা অর্থ-সংগ্রহ আর নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ, তা' হ'তে ত্রাণ পেতে হবে।

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাং ॥—"

—এই বিচার হওয়া উচিত।

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায়ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥"

(ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

যিনি ভজন করেন না, তাঁর জীবন নেই। তীর্থপাদসেবীর জীবন আছে। অন্যান্য সব রাবণের অনুগমনে ভোগে ব্যস্ত।

"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি" বিচারে শুদ্ধা ভক্তি বিপন্ন হয় না ; কিন্তু রামানন্দীয় বিচার—অপরোক্ষানুভূতি। সেখানে ভক্তি লুপ্তা। অন্যান্য দেবতাকে ভোগ করা যায়, কিন্তু বিষ্ণুকে ভোগ করা যায় না তিনি কামদেব। অন্য দেবতাকে বিষ্ণু জ্ঞান ক'র্‌লে পাষণ্ডী হ'তে হয়। বিষ্ণুকে মায়ান্তর্গত জাগতিক পদার্থ জ্ঞান ক'র্‌লে দোষ হ'বে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥"

একথা বুঝতে না পেরে ব্রহ্মাণ্ডদর্শনের মধ্যে ভক্তির অনু-সন্ধান ক'র্‌তে গিয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান হ'বে না। অনুকূল অনুশীলন-

ব্যতীত অন্য দেবতার সেবা ক'র্‌তে গিয়ে ভোগ হ'য়ে যাবে, সেজন্য উহা অবিধি। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা ফলকামনাযুক্ত। তা' অচিদ্‌বিলাসের অন্তর্গত। চেতনের বিলাস গোলোক বৃন্দাবন প্রপঞ্চে সেবাবুদ্ধির উন্মেষক্রমে দর্শন হয়। ২৪ ঘণ্টা সেবা না ক'র্‌লে ভক্ত চেনা যায় না। "ফেল কড়ি মাখ তেল" বিচার—ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিচার কামজাতীয়। 'কাম' 'প্রেম' এক নয়—এসকল আলোচনা না হলে সুবিধা হবে না। ভক্তিরহিত হ'য়ে অন্য ক্রিয়া-কলাপকে ভক্তি ব'ল্‌লে সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণেতর পদার্থ হ'তে অনেক দূরে থাক্‌তে হ'বে। অবিবেচনায় প্রবেশ ক'র্‌লে কপাল-দোষে অমঙ্গল আসবে—কর্ম্মমার্গে প্রবেশ হবে। অচিদ্‌বিলাসে প্রমত্ত ব্যক্তির জগদ্দর্শন হ'চ্ছে মাত্র। অধোক্ষজে ভক্তি না হ'লে অনর্থ-নিবৃত্তি হ'বে না। তা' হ'লে মনুষ্যজীবন বৃথায় গেল।

যদি ভুক্তি মুক্তি দুর্বিচার আসে, তবে ভক্তির কোন পরিচয় পাব না। কৃষ্ণসেবক-ব্যতীত সকলেই ভোগ-মোক্ষকামী বা অন্যা-ভিলাষ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগবত শ্রবণ ক'র্‌লে "ভক্ত্যা-বিমুচ্যেৎ নরঃ" বিচার আসবে। আর ভুক্তি মুক্তির ভৃত্যগিরি ক'র্‌লে কাজের সুবিধা হ'বে না।

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

—*—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(৭ম খণ্ড)

স্থান— নির্শাচটি, মানভূম

কাল— ২৫শে মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার সম্বন্ধে

প্রদ্যুম্নমিশ্রের যেমন রায়রামানন্দের চরিত্র দেখে' ভুল হ'চ্ছিল, সেরূপ অনেকের ভুল হ চ্ছে--নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার বলে গৌড়ীয়-মঠের প্রচার বুঝ্তে গিয়ে। যেহেতু কতকগুলি লোক 'ধর্ম্মবীর' নাম নিয়ে ইয়ং বেঙ্গলের মাথা খেয়ে দিয়েছে, সেজন্য আমাদের শত শত গ্যালন রক্ত নষ্ট কর্ত্তে হ'চ্ছে, তথাপি প্রকৃত সত্যি কথা খুব কম লোকেই ধর্তে পাচ্ছে। সত্যি কথা বহু লোক নেয় না,— এটা চিরন্তন সত্য, কারণ সত্যি কথা 'প্রেয়ঃ' নয়, তা 'শ্রেয়ঃ'—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥"

অর্থাৎ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করে থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হয়ে একটী--মুক্তির কারণ, অপরটী—বন্ধনের কারণ— এইরূপ বিচার করেন। তাঁ'রা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করে শ্রেয়ঃকে

বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তিগণ যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ,—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

অর্থাৎ, এই শ্রেয়ের কথা শুনবার লোক বহু পাওয়া যায় না, দুই চার জন পাওয়া গেলেও তা' শুনেও অনেকেই তা' উপলব্ধি করতে পারে না। আর শ্রেয়ো-বিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ। আবার যদিও এরূপ সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

জগতের লোকগুলি অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আপনাদিগকে পণ্ডিত 'সব বুঝ্‌দার' মনে কর্চ্ছে। কপটতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কেবল সংসারে ওঠা-নামা কর্চ্ছে; এই সকল অন্ধের দ্বারা চালিত হয়ে' জগতের সমস্ত অন্ধসমাজ খানায় ডোবায় পড়ে মর্‌ছে, -

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

গৌড়ীয়ে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর যে দুইটী Motto আছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

—এ'র মানে সংস্কৃতপাঠীর লাখ-করা একজনও বুঝ্‌তে পারে না—বাংলা ক'রে দিলেও ত'ার মানে বোঝে না। যে দিন মানে বুঝ্‌বে, সে দিন বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, তা'রা এতকাল যা'কে 'ধর্ম্ম' ব'লে মনে ক'রেছে · যা'কে ত্যাগ, তপস্যা ব'লে মনে করেছে—যা'কে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি ব'লে কল্পনা করেছে,—তা'রা এতকাল যত চেষ্টা করেছে—দুনিয়ার কাছে যত বাহাদুরী দেখিয়েছে, সব ভুল করেছে—বৃথা সময় নষ্ট ক'রেছে মাত্র।

যে নিরপেক্ষ নয়, সেরূপ অনন্তকোটি বক্তা নরকে চ'লে যা'বে; কিন্তু নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্যকথা বলা হচ্ছে, শত শত-জন্ম-পরেও—শত-শত যুগ-পরেও কেউ না কেউ এটার নিগূঢ় সত্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। কষ্টার্জ্জিত শত-শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সত্য কথা বুঝান যায় না…'সাধুত্ব' কাকে বলে, শিক্ষকগণ ত' শেখাতে পারেন না।

শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ যে-ধর্ম্মের প্রচার ক'রেছিলেন, প্রেয়ঃপন্থী সমাজ তা'কে বিকৃত ক'রে কিরূপ ক'রে ফেলেছে! শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা—গোস্বামিগণের শিক্ষা—শ্রীনিবাসাদি আচার্য্য প্রভুত্রয়ের শিক্ষা আজ অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়েছে। আচার্য্যের কাজটা এখন ব্যবসাদারীতে পরিণত

হ'য়েছে—গুরুর নাম নিয়ে শিষ্যের গোলামী কর্চ্ছে—বেশ্যাকে মন্ত্র দিচ্ছে। প্রত্যেক বিলাসী ধনীর বেশ্যা আছে, বৃষলীপতি গুরু-ব্রুবগণের দ্বারা নিজ নিজ বেশ্যাদিগকে মন্ত্র দিচ্ছে - ব্যবসাদার গুরুব্রুবের ব্যবসায় ক্ষতি হ'বে জেনে এ হেন অবৈধ অধর্ম্ম আপত্তি কর্‌বার উপায় নেই—ধনীর হুকুম তামিল না কর্‌লে তা'রা গুরুকে নাকচ্ ক'রে দেবে। কতকগুলি লোক নির্জ্জনে বসে' বসে' ঘণ্টা বাজাচ্ছে—কেউ বা পিত্তি বৃদ্ধি কর্চ্ছে। ওরূপ মুষার পলায়নে বা ছুঁচোর কীর্ত্তনে কোন মঙ্গল হবে না। আর একটা ভাষায় বল্‌তে গেলে ওসব চেষ্টা—ধর্ম্ম নয়, দালালী বা বদ্‌মায়েশীর প্রলোভন। দয়ার নাম ক'রে অপস্বার্থপর মানুষ যে কাজ কর্চ্ছে, যদি স্পষ্ট-ভাষায় বলা যায়, তবে তা' ছাড়া আর কিছুই নয়। মাছ যেমন বড়শীর লোভে, পশু যেমন ব্যাধের বাঁশী শুনে' নিহত হয়, আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় মনুষ্যজাতিও সেরূপ নরকের পথে যাচ্ছে। তা'দের অপকার্য্যে এগোবার চেষ্টায় বাধা দেওয়াই গৌড়ীয় মঠের একটা কার্য্য।

আমরা এক একজনের জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত আছি—যদি একটি লোকেরও সত্যিকথা শুন্‌বার কাণ হয়। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীর-পুষ্টির জন্যে দু'শ গ্যালন রক্ত পান করিয়ে ব্যয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকুক। লাখ্ লাখ্ বদ্‌মায়েশ লোক সরলপ্রকৃতি হিতাহিত-বোধহীন ধনীর নিকট

গিয়ে ধনীদের নরকপথে পাতিত কচ্ছে ; গৌড়ীয় মঠ সেরূপ হিংসার কার্য্য কখনও করেন না, বা প্রশ্রয় দেন না।

সত্য বস্তুর প্রকৃত আলোচনাকে আমরা অনেক-সময় অপ্রাসঙ্গিক মনে করি—আমরা ধর্‌তে পারি না ব'লে। আমি অন্যমনস্ক ব'লে—আমি মৎলবী ব'লে—আমি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব'লে আচার্য্যের সত্যি কথা কখনও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ Mental speculationists নয়, তাঁ'রা মনের ধর্ম্মে চালিত ন'ন। এই পাজি মন—এই বদ্‌মাইশ মনের কাম-ক্রোধাদির দাস্য কর্‌বার খুব রুচি ; জগৎকে কাম-ক্রোধাদির দাস্যে নিযুক্ত কর্‌বার জন্যে পাজি মনের উপদেষ্টার বেষ-গ্রহণ।

অনন্তকোটি জীব আনখ-কেশাগ্র বিষ্ণু-বিমুখ হ'য়ে অনন্ত-কোটি-ভাবে ঈশ্বর-বিদ্বেষ কর্‌বার জন্যে এই কয়েদখানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে পড়েছে ; এদের মধ্যথেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা'হলে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। বাস্তবিক সত্যি সত্যি দয়া—অমন্দোদয়-দয়া—দু' পাঁচ দিনের দয়া নয় এক-দিনের জন্যে ক্ষুধা-নিবারণের দয়া নয়, প্রকৃত নিত্য, পরম চরম সত্যিকার দয়া—দান শ্রীচৈতন্যদেব বিতরণ করেছেন। আমি অজীর্ণ-রোগী একটা ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লুম, এনেই বল্‌ছি,—আমার জন্যে পোলাও কালিয়া ব্যবস্থা করুন ; ডাক্তার আমার রুচি অনুসারে আমার প্রেয়ঃ ব্যবস্থা ক'রে দর্শনী নিয়ে চ'লে

গেলেন, এরূপ লোককে ডাক্তার বলা যায় না। flatterer (তোষামোদকারী) গুরু নয়—প্রচারক নয়। যা'রা popular হবার জন্য—কার্য্য ফতে কর্‌বার জন্য—যা'রা জনমত অর্থাৎ জগতের অনন্তকোটি রোগীকুলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়ে চল্‌ছেন, সে সকল লোক শুভানুধ্যায়ী ন'ন—শুভানুধ্যায়ীর বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী; সে-সকল লোকের কথা শুনবো না। ডাক্তারকে ডাকলাম—আমার ব্যাধির চিকিৎসা কর্ত্তে, তাকে যদি আমি dictate (হুকুম তামিল করবার আদেশ) করি, তা'হলে ডাক্তার ডাকা হলো না,—তাঁবেদার ডেকে নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারা হলো মাত্র। লোক দেখানো ডাক্তার ডেকে ডাক্তারকে দিয়ে রোগের কুপথ্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা হলো। যারা সত্যি সত্যি ডাক্তার, তা'রা রোগীর dictate (অনুজ্ঞা) অনুসারে চলেন না, আর যা'রা চতুর লোক-ঠকান ডাক্তার—দর্শনীই যাঁদের কাম্যবস্তু, তা'রা রোগীর ভবিষ্যৎ ভাল'র দিকে না চেয়ে নিজের পকেটটাই দেখে। আমাদের মনের মত না হ'লে যাঁকে বরখাস্ত কর্ত্তে পারি, কিম্বা যাঁকে দিয়ে আমার বদ্‌মাইশ দুষ্টুমি বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তাঁকে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না। একজন চার-বছরের শিশু যদি দাম্পত্য-রসের কথা বুঝতে চায়, কিম্বা সাত-বছরের বালক যদি সেক্সপিয়ারের কবিতার কাব্যরস বুঝ্‌তে চায়, আমরা তা'র কথা শুনে' অধিক লাভবান্‌ হই না। জীব স্বতন্ত্রতার অপ্যব্যবহার করে' নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌তে পারে—নিজের ছাগলকে মুখের দিক্‌টা বাদ দিয়ে পেছনের দিকটাও কাট্‌তে পারে।

আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী কাজেই অনিত্য অভিমানে ভারতবর্ষের interest দেখা আমার কর্ত্তব্য ; আবার আমি যদি বিদেশে জন্মগ্রহণ করি. তা'হলে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ হ'লেও বৈদেশিক interest দেখাটাই আমার কর্ত্তব্য হয়। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত লব্ধচেতন ভক্তগণের ঐরূপ দেশগত, কালগত, পাত্রগত অচৈতন্যপ্রসূত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা নেই ; তাঁ'রা দেশের যে উপকার করেন – তাঁ'রা দেশ-ভক্তির যে আদর্শ দেখান, তা'তে একজনের পরিণামে-মন্দপ্রসবকারী সাময়িক উপকার, আর একজনের অপকার বা হিংসা হয় না। সেই উপকারের ফল— সেই দেশ-সেবার ফল—সমগ্র দেশ. সমগ্র পাত্র ও সমগ্র কাল প্রাপ্ত হ'তে পারে , এটা গল্পের কথা নয়—এটা সব চেয়ে বড় সত্যিকথা।

একটা বিস্তৃত নদীর পারে বসে' কয়েকজন গুলিখোর গুলি খাচ্ছিল। গুলিখোরদের টিকে ধরাবার আবশ্যক হ'য়ে উঠ্‌ল. ওপারে একটা নৌকোয় আলো জল্‌ছিল্। গুলিখোরের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে এপারে ব'সেই ওপারের নৌকোয় প্রদীপের আগুনে টিকে ধরাতে যত্ন কর্‌ল। টিকে ধর্‌ছে না দেখে' আর এক গুলিখোর প্রথম গুলিখোরের হাত হ'তে টিকেটা কেড়ে নিয়ে আর একটু দূরে হাত এগিয়ে ধর্‌ল। জগতের অভি-জ্ঞতাবাদি-দলেরও ঠিক এইরূপ গুলিখোরের মত প্রয়াস! মাঝে এক মাইল, দেড় মাইল নদী, কিন্তু এপারে বসে' ওপারের আলোয় টিকে ধরাতে চায়। জগতের বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে বিরজা-

নদীর পর-পারের আলোককে স্পর্শ কর্‌তে চায়! আর এক অভিজ্ঞতাবাদী এসে বল্লে,—তোমার অভিজ্ঞতার হাতটা আর একটু এগিয়ে ধর, অভিজ্ঞতার হাত বৈকুণ্ঠের-আলোক ছুঁতে- পারে না। অভিজ্ঞতার হাত অতদূর প্রসারিত হ'তে পারে না; তাই অনেক সময় এই অভিজ্ঞতা-বাদিদের খুবই পরিশ্রান্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষ-বাদী হ'য়ে পড়্‌তে হয়—series expand কর্‌তে গিয়ে to infinity ব'লে' হাঁপ ছাড়্‌তে হয়।

নশ্বর কর্ম্ম-চেষ্টাপরায়ণগণের মত এজগতে নির্ব্বোধ নেই, তা'দিগকে 'নেতা' মনে করে যা'রা দৌড়চ্ছে তা'রা মরীচিকায় কোনদিনই জল পাবে না। কর্ম্মবীরদের প্রস্তাবিত উপকারটা লোকে কতদিন পাবে? কে পাবে? কোন্ স্থানে পাবে?—এসব কথা একবারও চিন্তা না ক'রে শতকরা প্রায় শতজনই ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে। একমাত্র শ্রীচৈতন্যপদরেণুর সেবা যাঁ'দের চেতনে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষিত হ'য়েছে, তাঁ'রাই ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রাদি দেবতার আধিকারিক পদবী তুচ্ছ জ্ঞান করেন—মল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করেন। ভুক্তি ও মুক্তিকে প্রতিরোধ করার নামই ভক্তি। চৈতন্যদাসগণ ভুক্তি-মুক্তির ভিখারী ন'ন —তাঁ'রা কপট ন'ন। অহো! অচৈতন্য-দাসগণই আজ জগতে 'চৈতন্যদাস' ব'লে গণিত হচ্ছে! তা'দিগকে যদি 'ভক্ত' ব'লে আমরা মনে করি, তা'হলে আমাদের মত নির্ব্বোধ লোক আর কে আছে? চৈতন্যচন্দ্রের চরণে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের নামে কুঠারাঘাত কর্চ্ছে জগতের ৯৯'৯ লোক। জগতের শতকরা প্রায়

একশতজনই ঐরূপ। ঐরূপ লোকের ভ্রম অপনোদন করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়ার কার্য্য। সেটা শ্রেয়ঃপন্থা, – প্রেয়ঃপন্থা নয়— সেটা Flattery নয়—মূর্খ লোককে 'পণ্ডিত' বলে সার্টিফিকেট দেওয়া নয়। চৈতন্যদেবের প্রত্যেক ক্রিয়ার বর্ত্তমান ভোগপর নির্ব্বুদ্ধিতার কোন সমর্থন নেই।

মিশ্রিক্ থেকে নৈমিষারণ্যে আস্‌বার পথে Rev. Stanley Jones সাহেবের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা হোলো। তা'কে Kennedy সাহেবের কথা বল্‌লাম। Kennedy সাহেব তা'র Chaitanya Movement বইয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম কিরূপ বিকৃতভাবে বর্ণন করেছেন! Kennedy সাহেব শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা কম-নৈতিক ব'লে মনে করেন। আমি Rev. Stanley Jones সাহেবকে বল্‌লুম যে, বর্ত্তমান প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্মও নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে—যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত চৈতন্য-দাসের নিকট চৈতন্যচরিত আলোচনা করেন।

মানুষের কাণে চৈতন্যদেবের একটী কথাও যাচ্ছে না; চৈতন্যদেবকে নিজের মনগড়া-মত এঁকে— অখণ্ড-চৈতন্যকে—অদ্বয়-জ্ঞানকে, 'আমার গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ,' 'ভূত-প্রেতবাদীর গৌরাঙ্গ', 'ইন্দ্রিয়তর্পণকারীর গৌরাঙ্গ', 'আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজা-নেড়া-নেড়ী-সখীভেকী-নব-রসিকের গৌরাঙ্গ', 'প্রাকৃত-সহজিয়ার গৌরাঙ্গ', নাগরীর গৌরাঙ্গ', 'অন্যাভিলাষীর গৌরাঙ্গ', 'কর্ম্মি-জ্ঞানী-যোগীর গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি কত কি

ক'রে ফেল্‌ছে! এগুলো—সবই ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া পৌত্ত-লিকতা। সাধুগণের বিশুদ্ধচিত্তে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনে যে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়, তা'ই কৃষ্ণের বাস্তবস্বরূপ। তা' পরিত্যাগ ক'রে মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনার জড়-কল্পনায় যে-সকল কৃষ্ণের (?) মূর্ত্তি আঁকা হয়, যেমন—রবি-বর্ম্মার কৃষ্ণ, কলিকাতার আর্ট-স্কুলের কৃষ্ণ, বাংলার কৃষ্ণ, বোম্বা-ইর অঙ্কিত কৃষ্ণ, জার্ম্মেনীর চিত্রিত কৃষ্ণ, সেগুলি যেমন সবই মন-গড়া পুতুল সেরূপ 'আমার গৌরাঙ্গ,' 'তোমার গৌরাঙ্গ', 'সহ-জিয়াদের গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ,' 'নাগরীর গৌরাঙ্গ',—সবই পুতুল; সব মায়া – সব অচৈতন্য। গৌরাঙ্গ পুতুল ন'ন, তিনি পূর্ণচেতন – স্বয়ং ভগবান্‌। বদ্ধজীবের মনগড়া পুতুল না হওয়াতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। তিনি বিশ্বের কোন অচৈতন্য জীবের দ্বারা নিয়মিত হন না। অচৈতন্যজীব শ্রীচৈতন্যকে অচে-তন মনোধর্ম্মের কারখানায় অচেতনের ছাঁচে ঢালিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পুতুল রূপে ইচ্ছামত পিটিয়া গড়িয়া লইতে পারে না। চৈতন্য-দেবকে লোকে এমন করে এঁকেছে যে, চৈতন্যদেবের চরণানুচর বল্‌তে গিয়ে আমাদিগকেও লজ্জার পাত্র ক'রে ফেলেছে। আমা-দের এমনই পোড়া কপাল যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর আমাদের দেশে আবার নানা বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হোল। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সনাতনী কথা শুন্‌বার কাণ করিনি ব'লে আমাদের দেশে নবীন-মতের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য বাংলার দ্বারে-দ্বারে অযাচকে সকলকে চেতনোন্মুখ কর্‌বার জন্য

হরিদাস ও নিত্যানন্দকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা যে নিত্য হরিদাস—চেতনের নিত্য সহজ-ধর্ম্ম যে হরিদাস্য—হরিদাস্যই যে নিত্যানন্দ দান করতে পারে—যাতে খণ্ড, অনিত্য আনন্দের তৃষ্ণা আর থাকে না—যাতে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভ হয়, আমরা চৈতন্যদেবের সেই কথায় উদাসীন হ'য়ে—আমাদের ঘরের অমূল্য নিধি ছেড়ে বাইরে কাচ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি।

আমরা ব্যাঙের আধুলি-সম্বল কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কার্য্য-কলাপের সমালোচনা করতে যাই! আমরা মনে করি,—'আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, আমার যাদুমণির কপালে টিপ্ দিয়ে যারে চাঁদ'—এইরূপ ছেলে-ভুলানো ছড়ার ন্যায় বুঝি ভগবদ্ভক্তির কথা। বহু নিষ্কপট ও সমর্থ লোকের সঞ্চিত বহু গ্যালন রক্ত—গৌড়ীয়পত্র ও গৌড়ীয়মঠ। বাহ্যদর্শনে অন্য লোক হ'তে Suck up-করা—ভগবানের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত রক্ত। তথাপি লোকে শ্রীচৈতন্যের কথা একান্তভাবে শুনুক—বুঝুক—আর নিজেদের সত্যিকার মঙ্গল গ্রহণ করুক।

—*—

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(৫ম খণ্ড)

[স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ। কাল—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটবাসর ; মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী ৪৪০ গৌরাব্দ]

আমরা শ্রীশিক্ষাষ্টক-মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার প্রাপ্ত হই। মহাপ্রভু অর্চ্চনের শিক্ষার কথা বল্লেন না, পরন্তু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনাম ভজনের কথাই শিক্ষা দিলেন। প্রথমেই তিনি বল্লেন,—'শ্রীকৃষ্ণের নাম সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করা আবশ্যক।' নাম-নামী অভিন্ন—একথাও তিনি ব'লে দিলেন। সম্যগ্‌রূপে যখন কোনও বস্তুর কীর্ত্তন করা হয়, তখন সেই বস্তুটিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা'ন হ'য়ে থাকে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য এই পঞ্চধা বস্তুটি—"শ্রীনাম"। ভগবদ্বিগ্রহ-শ্রীনামের অভ্যন্তরেই সকল (নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজিত। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে ('নাম' ও 'রূপে'র মধ্যে, 'নাম' ও 'গুণের' মধ্যে, 'নাম' ও 'লীলা'র মধ্যে ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটি স্বতন্ত্র নয় (অর্থাৎ 'নাম' হ'তে 'রূপ' কিংবা 'নাম' হ'তে 'গুণ', কিংবা 'নাম' হ'তে 'লীলা', কিংবা 'নাম' হ'তে 'পরিকরবৈশিষ্ট্য' ভিন্ন বস্তু ন'ন)।

যদি কেউ মনে করেন,—'আমি ভগবানের রূপ দর্শন করিব' তা' হলে তা'র জানা উচিত, এ চক্ষু ভগবানের রূপ দর্শন কর্ত্তে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় যে রূপ, তা' ভোগের বস্তু।

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র--ভোক্তা ; তিনি ভোগ্য বস্তু ন'ন। ভোগ্য বস্তু-দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,--ভগবদ্বস্তু এই চক্ষু দ্বারা দ্রষ্টব্য নয়, যে জিনিষ এই চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, তা' 'ভগবানের রূপ' নয়।

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'--দুইটি পৃথক বস্তু ন'ন। বিভিন্ন-ভাবে প্রতীত ও বিভিন্নভাবে গ্রাহ্য হ লেও রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য সকলই—শ্রীনাম।

জড়জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীর পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম সম্বন্ধে তা নয়। তাই শ্রীগৌর-সুন্দর বল্লেন,—"শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র 'অভিধেয়' হোক।"

শ্রীকৃষ্ণ + সংকীর্ত্তন = শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ = শ্রী + কৃষ্ণ ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী গান্ধর্ব্বা। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে গান্ধর্ব্বার সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তা'ই—'সংকীর্ত্তন', অথবা 'সম্যক্ কীর্ত্তন' অর্থে 'সংকীর্ত্তন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথা কীর্ত্তন নাম রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনের নাম 'সংকীর্ত্তন।' সেই সংকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

আমরা সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬ বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য ও (৯) আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তির কথা জানি। শ্রীভক্তিরসা·

মৃতসিন্ধুতে যে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, সে সব এই ভক্তিরই বিস্তৃতি। উক্ত চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচটীকে শ্রেষ্ঠসাধনরূপে উক্ত হয়েছে,—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬)

এই শ্রেষ্ঠ-সাধন-পঞ্চক বিচার করলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 'শ্রীনাম-ভজনই' সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীনামপরায়ণ বা শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনাম-ভজনে রুচি উদয় করাবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গে'র কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র শ্রীনাম-ভজনকেই 'পরধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"

(ভাঃ ৬।৩।২২)

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।"

(ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২)

শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হয়েছে। 'মথুরাবাস' অর্থাৎ শ্রীধামবাস-মূলে ও নাম-ভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক অস্মিতায় বাস বা যে স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধামবাস'। ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়, সুতরাং শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হ'তেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নাম-সংকীর্ত্তন'।
নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় প্রেমধন।।"

সাত্বতস্মৃত্যুক্ত সহস্র প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা চৌষট্টি প্রকার ভক্তির মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারাই সর্ব্ব মঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভূক্ত। অভিধেয় বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রচার-লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীগৌর-সুন্দরের হৃদ্গত অভিপ্রায় এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই' একমাত্র অভিধেয়।

যিনি কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করেন, তাঁ'রই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কীর্ত্তন করবেন, তাঁ'র পূর্ব্বে শ্রবণ করা

আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভূক্তই সকল প্রকার সাধন-প্রণালী—এটা যাঁর সুদৃঢ়া নিষ্ঠার বিষয় হয়েছে, তিনি জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি'। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অন্তর্ভূক্ত। নবধাভক্তির মধ্যে 'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগে-নৈব কর্ত্তব্যা'।

"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

বহু অঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ সাধনের কথা বলেছেন, সেখানেও 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন'ই লক্ষিত বস্তু। 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' বাদ দিয়ে 'মথুরা-বাস,' 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তা' হ'লে তা'র দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল সকলই লাভ হয়। নাম-ভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। "পাঁচের অল্পসঙ্গে"র যে কোন একটীতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভূক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতি স্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নেই। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় 'নামসংকীর্ত্তন'।

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম প্রয়োজন লাভের অধিকারী হন। মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নেই। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন-চিন্তন-ফলে জীব মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-ফলে জীব 'হরিসংকীর্ত্তন' কর্‌তে শিক্ষা করেন, শ্রীঅর্চ্চনের দ্বারা (অর্চ্চনে যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্র মধ্যে নামের সহিত যে চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা) জীব 'সংকীর্ত্তন' কর্‌তে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্র উচ্চারণকারী তিনি নিজেকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁ'র মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেই দিন তাঁ'র মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন,—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত শাস্ত্রবাক্য)

—হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যক্‌-রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁ'র মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারি-সঙ্ঘের বিহার শুদ্ধভক্তিমঠের অধিবাসিগণের সেবায় বিমুখ হ'য়ে কেবল অর্চ্চনের পথের পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মঠের অধিষ্ঠান নেই, অবতরণ মাত্র আছে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা আছে। মঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টায়ই

সকলে ব্যস্ত। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হ'য়ে যে কেউ কেউ মঠবাসিগণের মধ্যে তা'দেরই ন্যায় ইন্দ্রিয়চালনা ও নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-চেষ্টার ন্যায় ব্যবহারাদি লক্ষ্য করে, তা অক্ষজ-জ্ঞানপ্রমত্ত দ্রষ্টার বিবর্ত্ত মাত্র। যা দ্বারা হরি-সেবা হয়, তা সর্ব্বপ্রকারেই মঠে আছে। মঠবাসিগণের সেবা কর্‌লেই শ্রীনামে অধিকার হ'বে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবা করেন। তাঁ'দের হরিজন-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নেই। যা'দের 'হরিজন' ব'লে উপলব্ধি নেই, তা'দের নিকটই মঠবাসিগণ এই সকল কথা কীর্ত্তন করেন। যা'রা গৃহস্থ, তা'রাও যদি নিজ হরিভজন দ্বারা গৃহপ্রতীতি হতে মুক্ত হ'য়ে গোলোকের অস্মিতায় বাস কর্ত্তে পারেন, গৃহের অধিবাসিগণকে স্বীয় ভোগোপকরণরূপে না জেনে কৃষ্ণসেবোপকরণ জান্‌তে পারেন, তবে তা'দেরও মঙ্গল হ'বে। আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রামকে যদি বাহ্যজগতে নিযুক্ত রাখি, তবে নাম-পরায়ণ হ'তে পার্‌ব না। আমাদিগকে নাম-পরায়ণ কর্‌বার জন্যই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু এই স্থানে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। প্রাপঞ্চিক লোক শ্রীগৌরসুন্দরকে অসংখ্য ভোগের বস্তুর অন্যতমরূপে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা কর্চ্ছে। তা'রা মনে কর্চ্ছে দিব্যজ্ঞানের কথাগুলিও বুঝি তা'দেরই ইন্দ্রিয়তর্পণের অসংখ্য ভোগের সামগ্রীর ন্যায়। 'আমদানী রপ্তানী'—আদান প্রদান যদি ভগবান্ ও ভগবদ্দাসগণের সহিত কর্‌তে পারি, তা' হ'লেই বণিক্-সমাজের আদান প্রদান-কার্য্য বা 'কর্ম্মবাদ' হ'তে মুক্ত হ'তে পারব।

আমরা বাহ্য জগতের রূপ, গুণ, বিচিত্রতা দর্শনে ব্যস্ত। আমরা বাহ্য সংজ্ঞাতে ব্যস্ত। বাহ্য রূপ দর্শনাদিতে যদি কৃষ্ণসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তবেই মঙ্গল নতুবা উহা—'মায়া'।

কৃষ্ণ সেবাতে যে সুখ বা দুঃখের উদয় হয়, সেই সুখের বা দুঃখের উদয়ে বাধ্য হ'য়ে গেলেই আমরা পৌত্তলিক, নাস্তিক হ'য়ে গেলাম।

আমরা যা' চাচ্ছি যিনি তা' সরবরাহ কর্‌তে পারেন, তা'কেই আমরা বহুমানন করি। সংসারের জীব আমদানী ও রপ্তানীতে ব্যস্ত।

খাওয়ার কোন আবশ্যক নেই—পান করার কোন আবশ্যক নেই যদি কৃষ্ণভজন না করি। মনুষ্য জন্ম লাভে যে যোগ্যতা হয়ে'ছিল, সেটিও না হওয়াই ভাল ছিল, যদি 'হরিভজন না হ'ল। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে যায়, তা'হলে যে যোগ্যতা লাভ হ'য়েছিল, সেটিত' হারান হ'লই, তা' ছাড়া জন্মজন্মান্তরের অত্যন্ত অসুবিধার ভেতর পড়্‌তে হ'ল। "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।" পশুরা মানুষ হয় হরিভজন কর্‌বার জন্য।

কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন 'সংকীর্ত্তন'। আর সব 'সাধন' যদি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে 'সাধন' বলা যাবে, নতুবা ঐ সকলকে কুযোগিবৈভব' বা সাধনের ব্যাঘাত মাত্র জান্‌তে হ'বে।

কর্ম্মফলবাদীর শরীর পিতামাতা হ'তে আমদানী হ'য়ে এসেছে। বর্ত্তমানে আমদানী হতে যেদিন তাঁকে মাটির ভিতর পুঁতে ফেল্‌বে. মুখে আগুন দেবে, সেদিন ওটা রপ্তানী হ'বে। কর্ম্মফলবাদী আমদানীতে নানা বিদ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করেন, রপ্তানীতে তা'র সব শেষ হ'য়ে যায়। 'সংসারের 'আমদানী রপ্তানী' বা 'কর্ম্মফলবাদ' দুদিনের। স্বর্গসুখাদি লাভই বল, জাগতিক লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি বল, এসব আমদানী আমরা চিরকাল রেখে দিতে পারি না। ফুটো হাঁড়িতে কর্ম্মফলবাদি-সম্প্রদায় আমদানী কর্‌ছে, তা'দের সন্তানাদি হচ্ছে, পুত্রাদিকে রপ্তানী হ'তে চিকিৎ-সক সম্প্রদায় রক্ষা কর্‌তে পাচ্ছে না ঈশ্বরের জিনিষ ঈশ্বর নিয়ে নেন।

যা'রা হরিভজন করে না,তা'দের এসকল বুদ্ধি বা বিচার কিছুতেই আসে না। হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নেই। বালক হোক, বৃদ্ধ হোক, যুবা হোক, স্ত্রী হোক, পুরুষ হোক, পণ্ডিত হোক, মূর্খ হোক, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, রূপবান্ হোক, কুৎসিৎ হোক. পুণ্যবান্ হোক, পাপী হোক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক তা'দের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নেই, 'সাধন' একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন'।

' বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্"—বহুলোকে একত্র হ'য়ে যে কীর্ত্তন তা'রই নাম— 'সংকীর্ত্তন'। আমার ন্যায় কতক-গুলো বাজে লোক মিলে যদি 'হো হা' কর্ত্তে থাকি, যদি চীৎকার

ক'রে পিত্ত বৃদ্ধি করি, তা' হলে কি 'সংকীর্ত্তন' করা হবে? যারা শ্রৌতপন্থা আশ্রয় করেছেন, তা'দের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই 'হরিসংকীর্ত্তন' হ'বে। ওলাউঠার উপশম বা ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য যে কীর্ত্তন কিংবা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয় তা' 'হরিসংকীর্ত্তন' নয়—ওটা মায়ার সংকীর্ত্তন।

হরির সেবক বলেন,—'হরির সেবা কর, অন্য কিছু কোরো না। হরিসেবার নামে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ কোরো না, মনে রেখো, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই—সেবা। তোমার নিজ বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি যাতে হয়, সেটী 'সেবা' নয়। সেটীকে 'সেবা' মনে কর্‌লে তুমি আত্মবঞ্চিত হ'লে।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্ত্তন-কারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদেরও 'সংকীর্ত্তন' হবে। সম্যগ্‌রূপে কীর্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণ সম্যগ্ বস্তু, তিনি হেয়, খণ্ড, অনুপাদেয়, 'অসম্যক্' বা 'আংশিক' বস্তু ন'ন। অমুক কামারে গড়েছে, আমার চোখে বেশ ভাল লাগ্‌ছে, এর নাম—'আমার কৃষ্ণঠাকুর' এটা কৃষ্ণ নয়। মায়া আমার চক্ষে ঠুলি দিয়ে আমাকে কৃষ্ণ দেখ্‌তে দিচ্ছে না, আমার মনগড়া—আমার ভোগের বস্তু 'পুতুল' দেখায়ে বল্‌ছে এই—কৃষ্ণ ঠাকুর। এই মায়ার বঞ্চনায় পড়ে কখনও প্রকৃত কৃষ্ণ দর্শন হয় না। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন-কারীর সহিত যেকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সেকাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা করে থাকে। যাদের হৃদয় নিজ প্রকৃত মঙ্গল চায় না, যা'রা নিজেকে নিজে বঞ্চনা করতে চায়, তা'দের

অনুগত হ'য়ে কীর্ত্তন কর্‌লে কোন মঙ্গল হবে না, ওটা মায়ার কীর্ত্তনই হয়ে যাবে। মালা-তিলক ফোঁটা লাগিয়ে ব'সে আছে, 'হা হো' কর্চ্ছে,—পিত্তবৃদ্ধি কর্চ্ছে,—গুরুর নিকট শ্রবণ করে নি—কীর্ত্তন কর্ত্তে জানে না—তা'দের অনুগত হ'লে সংকীর্ত্তন হবে না।

আর একপ্রকার সংকীর্ত্তনের প্রতিবন্ধক-কারী আছেন। তা'রা বলে থাকেন,—

"বেদান্ত-বাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"। কেউ বা পতঞ্জলি ঋষির অনুগত হ'য়ে রেচক, পূরকাদি করে প্রাণকে আয়াম বা বিস্তার কর্‌বার বিচারে আবদ্ধ হন, এই বিচারেও তা'রা বাহ্যজগতেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। মনে করি,—'নিবৃত্ত হব', কিন্তু সাধুর জীবন লাভ আমার ভাগ্যে হয়ে উঠে না। জগৎ হ'তে তফাৎ হ'তে ইচ্ছা করি, 'যোগ-পথ', 'বেদান্ত-পাঠ' প্রভৃতিতে মঙ্গল হবে মনে করি, কিন্তু ঐপ্রকার ত্যাগীর কল্পনা বা প্রচ্ছন্ন-ভোগ-পিপাসা আমাদের নিঃশ্রেয়ঃ আন্‌তে পারে না ব'লে ঐ সকল 'অভিধেয়' শব্দবাচ্য হ'তে পারে না। তাই—যাঁরা অবঞ্চক হ'য়ে লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্যি কথা বলেছেন, সেই সকল মহা-পুরুষগণ বলেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

'কর্ম্মী' বা 'জ্ঞানী হওয়া জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। 'কর্ম্ম' বা 'জ্ঞান' জীবাত্মার ধর্ম্ম নয়। 'শ্রীকৃষ্ণ-সেবা'ই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন কর্‌লেই জীবের মঙ্গল হবে। মঙ্গলের 'ছায়ায় জীবের প্রকৃত মঙ্গল হবে না। কৃষক সূত্রে আমাদের দরকার ধানের মঙ্গল করা, শ্যামা গাছকে উপ্‌ড়ে ফেলে দিতে হ'বে। শ্যামা গাছকে ফেল্‌তে গিয়ে ধানকে যেন উপড়ে না দেই। কর্ম্ম ও জ্ঞানে ভগবানের সেবা নেই। কর্ম্মী-জ্ঞানী—স্বার্থপর। কুকর্ম্মীত' অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। সৎকর্ম্মীর পুণ্য কার্য্যের পুরস্কারও এক প্রকার দণ্ডই—এটা মূর্খতার দণ্ড মাত্র। অত্যন্ত রূপবান্ হওয়া, অধিক অর্থ লাভ হওয়া, অতি পণ্ডিত হওয়া এক একটা দণ্ডের প্রকার ভেদ। পাপের দণ্ডটা আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু পুণ্যের দণ্ড ভাবী কালে হয় ব'লে তখন বুঝা যায় না। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

"পাপে না করিহ মন অধম সে পাপিজন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি-সুধা-নিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিল উপায়॥"

—ঃঃ—